চাঁদবিবি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আমেদনগর—ইব্রাহিমের মন্ত্রণাগৃহ।

এখলাস খাঁ ও মিয়ানমঞ্জু।

[কাল অপরাহ্ন। এখলাস খাঁ উত্তেজিতভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। মিয়ানমঞ্জু ঘৃণার সহিত তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলেন।]

এখ। মোগলকে বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে যেতে দেওয়া আপনার ভাল কাজ হয়নি।

মিয়ান। তবে কি তাদের সঙ্গে মিছামিছি একটা বিবাদ কর্‌বো ?

এখ। মিছামিছি! সে বিনা বাধায় আমেদনগরের অন্ধিসন্ধি জেনে গেল ?

মিয়ান। অন্ধিসন্ধি কি অমনি জান্‌লেই হ'ল !

এখ। কেন জানতে অপরাধ কি! আপনি চোকের ওপর তাদের কেতাবের পাতা খুলে দিলেন। তাদের কি আপনার মতন কানা বিশ্বাস করে বসে আছেন যে, তারা দয়া করে আপনার কিছু দেখলে না !

মিয়ান। আমি যা ভাল বিবেচনা করেছি, তাই করেছি।

এখ। আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন, সবাইকে যে তাই ভাল বলে নিতে হবে এমন বাধ্য বাধকতা নেই। দেশশুদ্ধ লোক আপনার বিবেচনাকে ছ্যা ছ্যা করছে।

মিয়ান। দেশের লোকের করতে দায় পড়ে গেছে। তোমার মতন হাবসীর বুদ্ধি যাদের তারা করতে পারে।

এখ। এই হাবসী ছেল বলে আজও আমেদনগর টেঁকে আছে। তা না হ'লে তোমার মতন দক্ষিণী মৌলবীর কেতাব নাড়া বুদ্ধিতে রাজ্য রক্ষা হ'তনা।

মিয়ান। তাই তুমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে!

এখ। করেছিলুম তোমার মত উজবুকদের হাত থেকে রাজ্যকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য।

মিয়ান। কেঁও গোলাম!

এখ। রাগছ কি উজীর! এই গোলামকে খোসামোদ ক'রে রাজা এনেছে তবে সে এসেছে। সে তোমার মতন মেনি মৌলবীর ল্যাজ ধ'রে আমেদনগরে আসেনি। রাজা তোমার কাছে একদিন পড়েছে, তাই খাতিরে উজীরী দিয়েছে। অন্য রাজার দেশ হ'লে কতকগুলো ল্যাওওা নিয়ে সুর নেড়ে তোমাকে আলেফ বে পে তে করে জন্ম কাটাতে হ'ত। আমেদনগর ব'লে ত'রে গেলে।

মিয়ান। নিরেট মূর্খ আলেফ বে পের মর্ম্ম বুঝবে কি?

এখ। আর গণ্ডমূর্খ মৌলবী রাজকার্য্যের মর্ম্ম বুঝবে কি?

মিয়ান। হুঁসিয়ার এখলাস খাঁ! দোসরা বার যদি বদ্ জবান বল, তাহলে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেবো।

এখ। কি মৌলবী সাহেব! আলেফ বে পে তে শেখাবে নাকি? আলেফ জবর আ, আর বে জবর বা—মারামারি খুনোখুনী করে হ'ল কিনা আবা—আরে ছো! করিমা ববকৃসায় বরহালেমা! থেমে যাও থেমে যাও—এ আর কচি ছেলেকে ঈশ্বরতত্ত্ব শেখান নয়। শেখাতে রীতিমত কলেজার জোর চাই—মরিয়া হয়ে কুচ্ শেখাতে হয়।

মিয়ান। তবেরে শুয়ার্।

এখ। চোপরও বাঁদীকা বাচ্ছা।

(উভয়ের অস্ত্র বহিষ্করণ)

(বেগে মল্লজীর প্রবেশ)

[মল্লজী উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন।]

মল্লজী। হাঁ হাঁ—করেন কি—করেন কি—আপনা আপনির ভেতর একি করছেন! কোথায় এ সময় পরস্পরে মিলে মিশে সৎপরামর্শ ক'রে, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করবেন, তা না ক'রে পরস্পরে বিবাদ—একি সর্ব্বনাশ!

(ত্রস্তভাবে উভয়কে নিরস্ত করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের তরবারি পুনরায় কোষবদ্ধ করিলেন।)

মিয়ান। চাকামুখো হাবসীর সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে হবে!

এখ। তা হ'লে ভোঁসলে সাহেব, এবার থেকে মেনিমুখো মৌলবীর সঙ্গেই কেবল পরামর্শ করবেন।

মল্লজী। আমি হাত জোড় করছি—আপনারা ক্ষান্ত হ'ন। ভেতরের এ আত্মকলহ যদি বাইরে প্রকাশ পায়, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে। অমনি অমনি ত মোগল আমেদনগরের ওপর নেকনজর রেখে আসছে।

এখ। শোন মৌলবী সাহেব! শোন—বক্‌রাই ক্ষুর নেড়ে যার সঙ্গে পরামর্শ করবে, সে কি বলে শোন। ভোঁসলে সাহেব, এঁর সঙ্গে ঝগড়া কেন তবে শুনবেন? উনি বিদেশী মোগলকে বাড়ীর খিড়কী দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন।

মিয়ান। বিদেশী নয় কে? মোগল ত হিন্দুস্থানী। আর এ হাবসী এসেছে কোথা থেকে, মিসরের মরুভূমিতে চট প'রে, পিণ্ডিখেজুর খেয়ে জন্ম কাটিয়ে এখানে এসে হয়েছে ওমরাও!

মল্লজী। ওকি কথা বলছেন উজীর সাহেব!

এখ। তা হ'লে বিদেশী নয় কে? এ আমেদনগরও কিছু দক্ষিণী-মিয়ানীর বাবার দেশ ছিল না। যদি পূর্ব্বপুরুষ ধ'রে কথা কইতে হয়, তাহ'লে বলতে হয়, এই মল্লজী ভোঁসলেও এখানকার বিদেশী। যে মুসলমান, যে হিন্দু, যে পাঠান, যে মারাঠী, যে হাবসী এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, যে এই মায়ের অন্নে মানুষ হয়েছে, মায়ের দেওয়া দুধ খেয়ে যে জীবনের প্রথমদিন থেকে পুষ্ট হয়েছে, তাকেই আমি বলি স্বদেশী। যে বেইমান তা বলতে না চায়, তার মাথায় আমি পয়জার মারি। [ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন।]

মিয়ান। তা'হলে মোগলইবা বিদেশী হ'তে গেল কিসে?

এখ। কিসে! সেকি আর এলেমি মৌলবীর বোঝবার ক্ষমতা! এই আমার মতন মূর্খ মালোজী ভোঁসলে সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে জিজ্ঞাসা কর। এই দক্ষিণে, হিন্দু মুসলমানে বালককালে একসঙ্গে কুস্তি করেছি—খেলেছি। এক মাঠের গমের রুটি পাকিয়ে খেয়েছি। এখানে যা লীলা করেছি—বাড়ী ঘর দোর, বাগান বাগিচা, যা সাজিয়েছি—এই খানেই তার চিহ্ন থেকে যাবে। বংশ থাকে ভোগ করবে, না থাকে, দেশের ধন দেশের গায়ে ছড়িয়ে যাবে, দেশের শোভা দেশের গায়ে মিলিয়ে যাবে। এক জায়গার বাঁধা ছবি টুকরো হয়ে হাজার জায়গা—পল্লী গ্রাম, সমাজ সহর শোভাময় করবে। এ মোগল, খোদা না করুন, যদি দক্ষিণ দেশে একবার আড্ডা গাড়তে পায়, তাহ'লে বসবে, লুটবে, চলে যাবে—আর আসবে না। দক্ষিণের ধনে কেবল দিল্লীর কদর বাড়বে—আমেদনগরের তাতে লাভ কি! সত্যি কথা বলতে কি মালোজী, আমি আমেদনগরের তুলনায় বিজাপুরকেও বিদেশ বলে মনে করি।

মল্লজী। আপনিই প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী।

এথ। পরামর্শের দরকার হ'লে আমি বিদেশীর কাছে কান পাতি না—বিবাদ মীমাংসায়—এমন কি আত্মকলহে বিদেশীর অস্ত্র সাহায্য জান গেলেও ভিক্ষা করি না।

মিয়ান। তোমার বিদেশী, তোমার বাড়ীর পাশের প্রতিবাসী। আমার এমন ছোট নজর নয় যে, আপনার মুলুককে এতটুকু একটু ছোট গণ্ডীর ভেতর পূরে ফেলবো।

এথ। তাহ'লে আর দুঃখ কেন, প্রতিবাসী ভাইদের দিল্লী থেকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে আমেদনগরের ঘরে ঘরে মাইফেল লাগিয়ে দাও।

মল্লজী। বাস্তবিক কথা বলতে গেলে কাজ ভাল করেন নি উজীর সাহেব।

মিয়ান। কাজ ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, তার কৈফিয়ৎ ত আমি আপনাকে দেবো না। দিতে হয় রাজাকে দেবো।

এথ। আলবৎ দিতে হবে। কই রাজা? রাজা কি আছে! দিবা রাত্রি মদ খেয়ে যে বিভোর হয়ে আছে, তার মাথা কোথায় তা কৈফিয়ৎ নেবে। রাজার মাথা থাকলে কি আর একাজ করতে পারতে উজীর! তখনি তোমাকে গর্দ্দান দিতে হ'ত। নসীবের জোর, তাই বেঁচে গেছ। কিন্তু স্থির ব'লে রাখছি উজীর সাহেব; বারদিগর যদি এমন কাজ হয়, তাহ'লে তোমাকে উজীরীতে সেলাম ঠুকতে হবে—

মিয়ান। ঠোকায় কেরে?

এথ। আবার কেরে, এই আমি।

মল্লজী। আবার—আবার বিবাদ আরম্ভ করলেন—

মিয়ান। তুই—যা—যা হাবসী—পোর্টুগিজ ফিরিঙ্গির জাহাজে খালাসীর কাজ করগে যা।

মল্লজী। নীচলোকের মতন এ করছেন কি? দোহাই উজীর সাহেব ক্ষান্ত হ'ন। [উভয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।]

এখ। যাবো—কিন্তু বেইমানকে এখান থেকে সরিয়ে জাহান্নমে দিয়ে, তারপর যাবো।

মল্লজী। দোহাই এখলাস খাঁ—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

মিয়ান। তুই যদি না করিস্, তাহ'লে তোকে বাঁদীর বাচ্ছা বলে জানবো।

এখ। তাহ'লে এইখানেই তোকে জানিয়ে দিই—

মিয়ান। আয়, তাই দেখি—

মল্লজী। [উভয়ের মাঝে দাঁড়াইয়া] সেকি! আমি কাছে থাকতে তা হ'তে দেবো না। আপনাদের বিবাদ করতে হয়, বাইরে গিয়ে যে যার শক্তি প্রকাশ করুন। আমি রাজপ্রসাদের রক্ষী—এখানে আমি এমন অন্যায় রক্তারক্তি হ'তে দিতে পারি না।

এখ। বেশ, তাহ'লে প্রস্তুত হয়ে থাক মিয়াজান।

মিয়ান। আমি প্রস্তুত হয়ে আছি—তুই হ'।

[এখলাজ খাঁ ও মিয়ানমঞ্জুর প্রস্থান।

[মল্লজী চমকিয়া উঠিলেন। উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।]

মল্লজী। এ ত দেখছি সর্ব্বনাশের বীজ বপন হ'ল। এই থেকে যে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হবে, তাতে সমস্ত আমেদনগর ধ্বংস না হয়ে আর যাচ্ছে না। এখন আমি কি করি? বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক তাঁর ভগিনীর রক্ষক হয়ে আমি আমেদনগরে প্রেরিত হয়েছিলুম। এখানে এসে রাজার অনুগ্রহে পাঁচহাজারী মনসবদার হয়েছি। রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাওয়ের মধ্যে আমি এখন একজন। শুধু তাই নয়, রাজার ওমরাওদের মধ্যে আমিই হচ্ছি এখন সবার চেয়ে বিশ্বাসী! মুসলমান রাজার অন্দরমহলের ভার মুসলমানে পেলে না—পেলেম কিনা আমি। এমন গৌরবের পদ পেয়ে, এমন মর্য্যাদার সঙ্গে

খেয়ালের জন্য ধ্বংস হ'তে দেবো? বেঁচে থাকতে এ বেইমানী ত করতে পারব না। কিন্তু কেমন ক'রে রক্ষা করি। রাজা থাকতেও নেই—দিবারাত্রি মদ্যপানে বিভোর হয়ে বিলাস ভবনে পড়ে আছে। আগে যেমন ভাল ছিল, এখন তেমনি খারাপ হয়েছে। রাজা রইল কি গেল, তার দৃষ্টি নেই। এখনও বেইমানী কেউ করে নি, তাই রাজা বেঁচে আছে। কিন্তু একবার অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হ'লে, আর কি রাজা থাকবে? বড়ই সমস্যার সময় উপস্থিত। ওদিকে মোগল আকবর লোলুপ দৃষ্টিতে আমেদনগরে গৃহকলহের প্রতীক্ষা করছে। বাদসার পুত্র মুরাদ, শক্তিমান সেনাপতি মির্জা খাঁর সঙ্গে গুজরাটে ওৎ মেরে বসে আছে। যেমনি ফাঁক পাবে অমনি আমেদনগরে লাফিয়ে পড়বে। এই শুনলুম, তাদের সৈন্য আমেদনগরের প্রান্ত দিয়ে চলে গেল। বড়ই বিপদ উপস্থিত। এদের বিবাদ মীমাংসা না করতে পারলে ত উপায় দেখছি না। কিন্তু সাধলে কি এরা মিলবে—বাইরে থেকে চাপ দিয়ে এদের মেলাতে হবে। নইলে মেলাবার আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না। যাই, আমার পরম প্রেমিক পূর্ব্ব প্রভু বিজাপুরপতি আদিল সার শরণাপন্ন হই।

(দেলওয়ার খাঁর প্রবেশ)

দেল। ভোঁস্‌লে সাহেব!

মল্লজী। আইয়ে খাঁ সাহেব—আইয়ে।

দেল। বলি ব্যাপার কি?

মল্লজী। ব্যাপার বিষম। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

দেল। তাতে ত ষাঁড়ের কিছু ক্ষতি নেই। মাঝে মারা যেতে উলু খাগড়ারাই যাবে। ভোঁসলে সাহেব! আপনি মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে না দিলে যে সর্ব্বনাশ হয়।

মল্লজী। মেটাবার কি চেষ্টা করিনি। একজন উজীর, আর একজন বড় ওমরাও। দুজনে বহুকাল ধ'রে পরস্পরকে ঈর্ষা করে আসছে। এ বিবাদ একজন না ম'লে কি মিটবে!

দেল। ম'লেই কি মিটবে?

মল্লজী। তা বলতে পারি না খাঁ সাহেব। এখানকার ওমরাওদের মতলব যে কি, তা এতকাল আপনাদের ভেতরে বাস ক'রেও বুঝতে পারছি না।

দেল। জানি আমি হাবসীর সরদার যখন ফিরে এসেছে, তখন একটা না একটা কাণ্ড বাধবেই।

মল্লজী। না খাঁ সাহেব, পরস্পরের কথায় যা বুঝলুম, তাতে এখলাস খাঁর আমি তত দোষ দেখতে পেলুম না। দোষ প্রধানতঃ আপনাদের উজীরের। উজীর কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, মোগল সৈন্যকে আমেদনগরের পাশ দিয়ে যেতে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি।

দেল। (চমকিয়া) এতে কি উজীরের দুরভিসন্ধি আছে মনে করেন?

মল্লজী। তা কি ক'রে বুঝবো?

দেল। সেই কথা নিয়েই কি বিবাদ?

মল্লজী। তাইত দেখলুম।

দেল। তাহ'লে যেমন ক'রে পারেন, এ বিবাদ মিটিয়ে দিন। আপনার কথার ভাবে বুঝতে পারছি, উজীর যদি জেতে তাহ'লে রাজাকে মসনদ্ ছাড়তে হবে।

মল্লজী। তা হ'লেইত ভাল বললেন। যাঁর বিপদ, তিনিই যখন এসব দিকে লক্ষ্য রাখেন না, তখন আমি কেমন ক'রে এ বিবাদ মিটিয়ে দিতে পারি। আপনারা গিয়ে রাজাকে ধরুন।

দেল। রাজা থাকলেত ধরবো। রাজা একমাস ধ'রে ছত্রমঞ্জিলে আমোদ নিয়ে পড়ে আছে। দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে, তার খোঁজ

খবর নেই। যখনই যাবেন, দেখবেন রাজা নেশায় বোঁদ। চোক মেলে আপনার দিকে চান, এমন ক্ষমতাও তাঁর নেই।

মল্লজী। তাহ'লে তাঁর থাকবারও আর৹ বড় সুবিধে দেখছি না। ও দুয়ের যে জিতবে, সেই রাজ্য কেড়ে নেবে।

দেল। সেই ভয় করেইত আপনার কাছে এলুম। কিন্তু আপনি যে একেবারে নিরাশ করে দিচ্ছেন। পাজ হাজার মাওলী শিলেদার সৈন্য আপনার তাঁবে। আরও পাঁচ হাজার বারগীর। এতেও আপনি কোন প্রতিকার করতে পারেন না?

মল্লজী। পারি, কিন্তু যে উপায়ে পারি, তা'কি আপনাদের পছন্দ হবে! অনুরোধ করেছি—বার বার করেছি—ফল হয় নি। আমি প্রকৃত পক্ষে বিজাপুরের লোক—এখানে শুধু মহল আগলাবার ভার পেয়েছি। আমার এখানে কথার মূল্য কি?

দেল। বিজাপুরের লোক ব'লেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, নইলে মালোজী আমি আপনার কাছে আসতুম না। আপনি বিজাপুররাজের প্রিয়পাত্র। রমণী-কুলশিরোমণি চাঁদসুলতানা আপনাকে জননীর চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। আপনার স্ত্রী দোশাবাই তাঁর ধর্ম্মকন্যা। সেই চাঁদসুলতানাকে আমি আবার হাতে করে মানুষ করেছি।

মল্লজী। (সসম্ভ্রমে) কই খাঁ সাহেব, একথাত একদিনও আমাকে শোনাননি। চাঁদ সুলতানা আমার মা। আমি তাঁকে মানুষ দেখি না। তাঁকে দেখলে আমার মনে হয়, মা গিরিনন্দিনী মুসলমান কুলে চাঁদবিবি রূপে অবতীর্ণা।

দেল। সেই চাঁদবিবিকে আমিই মানুষ করেছি, আমিই শিখিয়েছি।

মল্লজী। খাঁ সাহেব, আর আপনি আমাকে আপনি বলে' সম্বোধন করবেন না। আমি আপনার অনুগত আত্মীয়।

দেল। বেশ ভাই বেশ। এই নিরক্ষর রাজার রাজ্যে এতকাল পরে একটী আত্মীয় পেলুম।

মল্লজী। এখন কি কর্‌বো অনুমতি করুন।

দেল। আর তোমাকে অনুমতি করবো কেন ভাই! তুমি যা ভাল বিবেচনা হয় কর। চাঁদ সুলতানা তোমাকে রাণীর রক্ষী করে এখানে পাঠিয়েছেন। তাকে যাতে বাঁচাতে পার, তার ছেলেকে বাঁচাতে পার, তার চেষ্টা কর। বহুকাল পরে আমেদনগরে শান্তি এসেছিল, প্রজারা সুখে দুমুঠো খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। অন্তর্বিদ্রোহে যাতে সে শান্তি না ভেঙ্গে যায়, তার উপায় কর।

মল্লজী। যথা আজ্ঞা। কোই হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। প্রভু!

মল্লজী। তোমাকে আজই বিজাপুর যেতে হবে। রাত্রের মধ্যে যেমন ক'রে হোক পৌছান চাইই।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা।

মল্লজী। আস্তাবল থেকে ভাল আরাবী ঘোড়া বেছে নাও। নিয়ে যত শীঘ্র পার রওনা হও। বিজাপুররাজকে একপত্র দেবো, তাই নিয়ে যেতে হবে। তুমি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা কর। বিলম্ব ক'র না। (প্রহরীর প্রস্থান) খাঁ সাহেব! তা হ'লে বিশ্রাম করবেন চলুন।

দেল। হাঁ ভাই, যদি বিশ্রাম আসে, তা হ'লে এই বেলা নেবার সময় হয়েছে।

(চিন্তিতভাবে উভয়ের উভয়দিকে নিষ্ক্রামণ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আমেদনগর—উপকণ্ঠস্থ বন।

(সময় সন্ধ্যা।)

নেহাঙ খাঁ ও রঘুজী।

রঘুজী। কই সরদার, এখনও উজীরের কাছের কোনও খবর এলোনা।

নেহাঙ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন—খবর দেবো বললেই কি দেওয়া হয়! কত বাধা, কত বিঘ্ন আছে! তবে উজীর যখন আমাকে আনিয়েছে, তখন সে সমস্ত দিক ঠিক না ক'রে আনায়নি। একটু বিলম্বে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

রঘুজী। জঙ্গলের ভেতরে কতক্ষণ মাথা গুঁজে বসে থাকবে? আমরা, খাঁ সাহেব, গুলির বেঁধা অম্লানে সহ্য করতে পারি, কিন্তু মশার হুল, একটুও সইতে পারি না।

নেহাঙ। একটা সহর দখল করতে এসেছ, একটু জঙ্গলের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না?

রঘুজী। কষ্টের জন্য কি বলছি। এসেছি যখন, তখন যাতে ফিরে যেতে না হয়, সেই জন্য বলছি।

নেহাঙ। ফিরে যেতে কি এসেছি পাগল! সমস্ত ষড়যন্ত্র ঠিক হয়ে গেছে। বেশির ভাগ সরদার উজীর মিয়ানমঞ্জুর দিকে। নয় কেবল এখলাসখাঁ। তবে তারই জন্যে এই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র। এখলাসখাঁ বরাবর সুলতান ইব্রাহিমের বিপক্ষ ছিল। বুরহান সার মৃত্যুর পর, তাঁর তিন পুত্রই সিংহাসন পাবার জন্য যুদ্ধ করে। এখলাস ছিল বড় রাজপুত্র ইসমাইলের পক্ষ ও মিয়ানমঞ্জু ছিল বর্ত্তমান রাজা ইব্রাহিমের পক্ষ, আর আমি ছিলুম সাজানীর পক্ষ। তিন দলেই

পরস্পরে যুদ্ধ বাধে। কিন্তু মিয়ানমঞ্জু দক্ষিণীরই জয় হয়। জয়ী হয়ে সে ইব্রাহিমকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই মিয়ানমঞ্জুই বিদ্রোহী। তখন বুঝতে পারছনা, আমেদনগরের ভেতরের অবস্থাটা কি? ভয় নেই রেসেলদার, আর বারে নসীবের দোষে ফিরে গেছি—এবারে আর ফিরছি না। ফিরে যাবে বলে নেহাঙ খাঁ দেশের দুসমন মোগলের কাছে মাথা হেঁট করেনি।

রঘুজী। সেবারে ফিরতে হ'ল কেন?

নেহাঙ। নসীবের দোষে। আর ইব্রাহিম সার নসীবে সুলতানী ছিল ব'লে। মনে ক'রেছিলুম, মিয়ানমঞ্জু আর এখলাস পরস্পরে বিরোধ ক'রে যেই দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, আমিও অমনি পিছন থেকে আমার সমস্ত বেরারী সেপাই নিয়ে দুই সরদারেরই ঘাড়ে চেপে পড়বো। মিয়ানমঞ্জু জেতে, তাকে ধ্বংস করবো। এখলাস জেতে তাকে শিকলে বেঁধে চিরদিন আমার সুমুখে বন্দী করে রাখবো।

রঘুজী। তার ওপর এ নেকনজর হ'ত কেন?

নেহাঙ। সবার প্রধান কারণ জ্ঞাতি শত্রুতা। এখ্‌লাস খাঁও হাবসী—আমিও হাবসী, আমিই তাকে রাজসরকারে প্রবেশ করিয়েছিলুম। কিন্তু কৌশলে সে সুলতান বুরহানসাকে সন্তুষ্ট ক'রে, রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও হয়েছিল। সেই অবধি সে অহঙ্কারে আমাকেও তাচ্ছিল্য করতো। যদি অবকাশ পেতুম ত তার প্রতিশোধ নিতুম। যদি এখনও পাই ত প্রতিশোধ নিই।

রঘুজী। তা, হাঁ সরদার, মিয়ানমঞ্জুই যদি এখন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাহ'লে সে এরূপ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে কেন?

নেহাঙ। আমারও দশা যা হয়েছিল, উজীরেরও এখন তাই হয়েছে। এখলাস খাঁ পরাভূত হয়ে গোলকুণ্ডায় পালিয়ে যায়। রাজা কিন্তু সিংহাসনে বসেই তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে দেশে আনে—এনেই

তার পূর্ব্বপদ তাকে প্রদান করে। এই হ'ল মিয়ানমঞ্জুর রাগ। এখন আর মিয়ানমঞ্জু সর্ব্বময় কর্ত্তা নেই। রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিকার এখ্‌লাস খাঁর হাতে।

রঘুজী। যদি বলতে বলেন সরদার, তাহ'লে বলি—এ রকম কৌশলে আমেদনগরের কেল্লা দখল অসম্ভব।

নেহাঙ। কেন বল দেখি—মিয়ানমঞ্জু কি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে?

রঘুজী। তা বলতে পারি না, কিন্তু সে যে আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে কিছু করতে পারবে, তা বোধ হচ্ছে না। কেননা রাজাকে আমার অতি বুদ্ধিমান বলেই বোধ হচ্ছে। তিনি শত্রুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বিশ্বাসের কার্য্য দিয়েছেন। কেন বুঝেছেন? রাজা দু'টী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরস্পরের চোখের ওপর রেখে দিয়েছেন। এ ষড়যন্ত্র করে ত ও প্রকাশ ক'রে দেবে, ও করে ত সে প্রকাশ ক'রে দেবে।

নেহাঙ। (হাস্য) তা যা বলেছ ঠিক। রাজা যথার্থই বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু এখন আর তা নেই। মিয়ানমঞ্জু তাকে মদ খাইয়ে আর আমোদ দিয়ে, এমনি বে একতার ক'রে দিয়েছে যে, তাতে আর পদার্থ নেই। রাজা দিবারাত্রি আমোদ নিয়ে ছত্রমঞ্জিলে পড়ে আছেন—রাণীর সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করেন না। ভয় নেই রঘুজী, রাজা আর নেই।

রঘুজী। কিন্তু এখলাসখাঁ ত আছে।

(চরের প্রবেশ)

নেহাঙ। কি খবর?

চর। এখলাস খাঁ—আর উজীরে বিষম বিরোধ বেধেছে।

নেহাঙ। কেন? আমাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে?

চর। আজ্ঞে না তা এখনও পায়নি। একদল মোগল পল্টন—সহরের পশ্চিমদিকের পথ দিয়ে চলে গিয়েছে। এখলাস খাঁ তাইতে উজীরের সঙ্গে তক্‌রার করতে গিছলো—ফলে উভয়ে বিবাদ বেধেছে। দুজনেই পরস্পরকে জব্দ করবো প্রতিজ্ঞা করেছে।

নেহাঙ। তা করুক—আমাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়নি ত?

চর। না জনাব, তা পায়নি। আমি এইমাত্র উজীরের কাছ থেকে আসছি। যদিও তার মনে এতদিন একটু আধটুও ইতস্ততঃভাব ছিল, আজ একেবারেই নেই। এখলাসকে জব্দ করতে যদি জাহান্নমে যেতে হয়, তাতেও উজীর যেতে প্রস্তুত। ঠিক যেই মিনারের ঘড়ীতে রাত দুপুরের গজল হবে, অমনি কেল্লার পূর্ব্ব দোরের ঘাটীর পাহারা রঙমশাল জ্বালিয়ে সঙ্কেত করবে। আপনাদের পৌছোনোর নিদর্শন পা'বামাত্র পাহারাদার ফটক খুলে দেবে।

নেহাঙ। বহুত আচ্ছা—যাও। (চরের প্রস্থান) বস্—আরকি রঘুজী! তইরি হও। আর বারে নসীবের দোষে লড়াই ফ'তে ক'রেও ফিরে গিছলুম, এবারে আর ফিরছি না।

রঘুজী। আর বারে ফিরেছিলেন কেন জনাব?

নেহাঙ। সে দুঃখের কথা আর তুলো না। এখলাস্ মিয়ানমঞ্জুর কাছে হেরে, আগে থাকতেই পালিয়ে যায়—আমি অমনি পেছন থেকে মিয়ানমঞ্জুকে আক্রমণ করি। মিয়ানমঞ্জু হঠাৎ পেছন থেকে আক্রান্ত হয়ে, আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে, সমস্ত দল নিয়ে পেছিয়ে পড়ে। কেল্লার ভেতর ঢুকি, এমন সময় কোথা থেকে একদল বর্গী এসে আমাকে এমন তীব্র বেগে আক্রমণ করলে যে, ব্যাপার কি বুঝতে না বুঝতে সমস্ত দল আমার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। আমি কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলুম। পরে শুনলুম, ইব্রাহিম

সার সাহায্য করতে, চাঁদবিবি বিজাপুর থেকে মালোজী ভোঁসলেকে একদল বর্গী দিয়ে, আমেদনগরে পাঠিয়েছিলেন।

(জনৈক সৈন্যের প্রবেশ)

সৈনিক। হুজুর! একজন আওরৎ ঘোড়ায় চড়ে বনের দিকে আসছিল। কিন্তু আসতে আসতে পথের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক দৃষ্টে বনের দিকে লক্ষ্য করছে। বোধ হয় সে আমাদের সন্ধান পেয়েছে।

নেহাঙ। (বিস্মিতভাবে) আওরৎ?

সৈনিক। মারাঠা স্ত্রীলোক ব'লে বোধ হচ্ছে। হাতে হাতিয়ার আছে।

নেহাঙ। তাকে কৌশলে যদি গ্রেপ্তার করতে পার, তা হ'লে হাজার রুপেয়া বক্‌সিস পাবে।

সৈনিক। যো হুকুম—

নেহাঙ। ভয় দেখিয়ো না—আস্তে আস্তে কাছে যেও। ভুলিয়ে আনতে পার এনো। না পার জোর করে ধরে এনো।

[সৈন্যের প্রস্থান।

রঘুজী। (সঙ্কুচিতভাবে) মারাঠা স্ত্রীলোক হাতে হাতিয়ার—ওকি তাকে ধরতে পারবে!

নেহাঙ। তাহ'লে তুমিও যাও।

[রঘুজীর প্রস্থান।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈ। জনাব! আওরৎ ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পালায়।

নেহাঙ। সহরের ভেতর ঢুকতে না ঢুকতে যে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আনতে পারবে, সে পাঁচহাজার টাকা বক্‌সিস্ পাবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আমেদনগর—রাজপথ।

যশোদা বাই ও রঘুজী।

[সময় রাত্রি। অশ্বপৃষ্ঠে যশোদা রঘুজীর কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে অশ্ব চালাইতেছিলেন।]

রঘুজী। এ কোথায় আমাকে আনলে বিবি সাহেব! এ যে একেবারে জাঁহাপনার মহল।

যশোদা। [রঘুজীকে মুক্ত করিলেন] সুন্দরী পাকড়াও করতে এসেছিলে—তাই একেবারে সুন্দরীর ঝাঁকের ভেতর এনে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।

রঘুজী। (লজ্জিতভাবে) আজ্ঞে চোকটাই ছিল না বুঝতে পারছি। সুন্দরী মনে করে বাঘিনী ধরতে এসেছিলুম। এখন আমার মরতে ইচ্ছে হচ্চে। দুকান কাটা হলে আমি সহরের মাঝখান দিয়ে চলে যেতে পারতুম —যেখানে নিয়ে যেতে সেইখানেই আমি হাসি মুখে হাজির হতুম, এ তা পারছি না। আওরতে মাথার পাকড়ি খসিয়ে চুলের মুঠি ধরে সারাটা পথ ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে এনেছে; এ যদি কেউ শোনে, তা হ'লে জনসমাজে মুখ দেখাতে পারব না। আমায় আর কোথাও নিয়ে যেওনা—এই খানেই গলা বাড়িয়ে দিচ্চি—তুমি আমায় হত্যা কর।

যশোদা। অভয় যখন দিয়েছি, তখন আর হত্যা করবো না। আর স্বামী ভিন্ন অন্যে তোমার এ লাঞ্ছনার কথা শুনতে পাবে না। সে বিষয়েও তুমি নিশ্চিন্ত হও। হত্যা করা দূরে থাক, তোমার গায়ে পর্য্যন্ত আঁচড় লাগবে না। আর সমস্ত কথা যদি সরল মনে খুলে বল, তা হ'লে উপরন্তু তোমাকে পুরস্কার দেবো।

রঘুজী। পুরস্কারের আর বাকি কি আছে! তুমি যে ঘোড়ায় চেপেছ, তারই পণখানেক চাট খেয়েছি।

যশোদা। আমি যে কিছু জেনে আসিনি, তাও নয়, আর জেনে যে তার কোন প্রতীকার করবো না তাও নয়। বল, বাড়ার ভাগ। এখনি সকল রহস্য প্রকাশ পাবে।

রঘুজী। আচ্ছা চল, ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাই।

যশোদা। তবে আমাকে স্বামীর অনুসন্ধানে যেতে হবে, সেইজন্য তোমাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য বন্দী করে রাখবো। ক্ষুধার্ত্ত যদ্যপি থাক, বল, আহার দিয়ে যাই।

রঘুজী। আজ্ঞে আরাবী ঘোঁড়ার চাট খেয়েছি, আবার ক্ষিধে! বিবি সাহেব ক্ষুধার্ত্ত নই—তবে পিপাসা। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

যশোদা। বেশ চলে এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

(দেলওয়ার ও মল্লজীর প্রবেশ)

মল্ল। যখন ভাগ্যক্রমে ভাই সাহেব, আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তখন আপনার নাতীর বৌএর সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'তে বাকী থাকে কেন?

দেল। ভাই সাহেব! আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে সেই শুভসময়ের প্রত্যাশা করছি।

(যশোদার পুনঃ প্রবেশ)

যশোদা। সরদার! (দেলওয়ারকে দেখিয়া প্রস্থানোদ্যত)

মল্ল। সরদার বলে ফিরে যাচ্চ কেন? কি বলতে চাও, বল। ইনি আমেদনগরের ভেতরে আমাদের পরমাত্মীয়। তোমার মা চাঁদ সুলতানার গুরু।

যশোদা। সত্যি! সেলাম ভাই সাহেব।

দেল। সেলাম, বিবি, সেলাম।

যশোদা। এত কাল ত ভাইসাহেবকে আমরা দেখিনি।

মল্ল। না যোশী! এতকাল আমেদনগরে বাস ক'রেও আমরা এ আত্মীয়ের সন্ধান পাইনি।

দেল। আমারও দুর্ভাগ্য। তোমরা আমার আপনার জন কাছে থাকতে, আমি তোমাদের খোঁজ নিয়ে পরিচয় করিনি। এই বৃদ্ধ বয়সের কটা অমূল্য দিন বৃথা কেটে গেল। রত্ন হাতে পেয়ে লোফালুফি ক'রতে পারলুম না। গৃহিণীশূন্য হয়ে আকাশ পানে চেয়ে দিন কাটিয়েছি, চুল সব মনের দুঃখে ধবধবে ক'রে ফেলেছি, এমন নাত্নী কাছে আছে জানলে কি বুড়ো বলে ধরা দিতুম। এখন ভাই সাহেবকে কি বলতে এসেছো নিঃসঙ্কোচে বলতে পার। আর যদি আমার সুমুখে বলতে সঙ্কোচ কর, বল আমি প্রস্থান করি।

যশোদা। গোপনীয় কথা বটে, তবে পরমাত্মীয়ের কাছে নয়। আপনিও শুনুন—শুনে আমার অতি বুদ্ধিমান স্বামীকে একটা পরামর্শ দিন।

মল্ল। আজ যে বড় মুখবন্ধ—তাহ'লে ভাইসাহেবের সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমাদের ভালবাসার হাঁড়িটে ভাঙ্গবে দেখছি।

দেল। ভাঙ্গো ভাই ভাঙ্গো—আমি হাট নই যে, হাঁড়ীর মেওয়া লুঠ হবে। আমি আবার কুড়িয়ে তোমাদের ফেরত দেবো।

যশোদা। দেখুন ভাইসাহেব—উনি কথায় কথায় আমার কাছে অহঙ্কার করেন—"আমি বড় সজাগ প্রহরী।"

মল্ল। কি ব্যাপারটা বল।

যশোদা। সহরে বিদ্রোহ হচ্ছে তার খোঁজ রেখেছ কি?

দেল। বিবি সাহেব! ঠকে গেলে। ভাইজীকে আমার হারাতে পারলে না।

যশোদা। (স্বগত) তবে কি সত্যই সত্যই ঠকলুম। স্বামী কি আমার এ গূঢ় ষড়যন্ত্রেরও সংবাদ রেখেছে!—(প্রকাশ্যে) তাহ'লে

তুমি খবর রেখেছ ? কিন্তু যে ভাবে ভাই সাহেবের সঙ্গে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কথা কচ্ছ, তাতেতো বোধ হয় না তুমি বুঝতে পেরেছ।

মল্ল। তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছ ?

যশোদা। তুমি রাজ্যের ওমরাও, পাঁচহাজারি মনসবদার—তুমি বুঝবে না—আমি স্ত্রীলোক হয়ে বুঝবো ?

মল্ল। দোষ কি! আমি স্ত্রীলোককে এত নীচু মনে করি না। তুমি যেটা বুঝতে পারবে না, সেটা আমি বুঝবো—আর আমি যেটা বুঝতে পারবো না, সেটা তুমি বুঝবে।

যশোদা। তাহলেত সমস্তই আমাকে বুঝতে হয়।

মল্ল। ভাই সাহেবের সুমুখে আমাকে এতটা ছোট করছ কেন ?

যশোদা। বাধ্য হয়ে করতে হয়। কাণের কাছ দিয়ে বিদ্রোহ-বহ্নির শিখা চলে গেলেও যদি তোমার নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তাহ'লেত দেখছি কান না পুড়লে তোমার সাড় হবে না।

মল্ল। কিছু বুঝে থাকতো বল।

যশোদা। আজ রাত্রেই রাজপ্রাসাদ বিদ্রোহী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবে।

মল্ল। তোমায় কে বললে ?

যশোদা। যেই বলুক, শোন। কেল্লা দখলের সমস্ত ষড়যন্ত্র পাকা হয়ে গেছে। তুমি কেল্লা রক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।

মল্ল। তুমি বোধ হয় উজীর ও এখলাস খাঁর ঝগড়ার কথা কেমন করে শুনেছো।

যশোদা। তারা কে ?

মল্ল। যদি বিদ্রোহ হয় ত তাদের দ্বারাই হবে।

যশোদা। তাহলে ভাইসাহেব! আপনার প্রিয় নাতীর বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস ক'রে ত সর্ব্বনাশ করেছিলুম! বলিহারি মনসবদার—বলিহারি তোমার বুদ্ধি! তারা এখন আপনা আপনির ভেতরে দাঁড়াই

বাধাক্। তারপর যে জিত্‌বে, যদি বিদ্রোহ করে, তখন সে ক'র্‌বে। এ সে বিদ্রোহ নয়—এ রাজ্যচুরীর বিরাট আয়োজন। আগে তার উপায় কর—কেল্লাটা আজকের রাত্রের মতন রক্ষা কর। রাখতে পার—বাহাদুরী। তারপর কিছুদিন নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও—তোলবার সময় হ'লে আমি তোমায় জাগিয়ে দেবো। মহলের ভার নিয়ে যে ক্রমে জেনানা হ'য়ে যাচ্ছ, তাতো জানতুম না।

দেল। কি হ'য়েছে দিদি! ভেঙ্গে বল—আর কেন ভাইসাহেবকে আঁধারে রাখছ। যদি উদ্যোগ আয়োজন ক'রতে হয়, তাহলেও ত এই বেলা থেকে ক'র্‌তে হবে।

যশোদা। আমি আজ নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়া ক'র্‌তে গিয়েছিলুম—

দেল। তুমি নিজে—না খানসামা দিয়ে?

যশোদা। দোসরা খানসামা আর কোথায় পাব ভাইসাহেব? সবে মাত্র একটী ছিল, তা আপনি ত মাঝখান থেকে সেটীকে লুটে নিয়েছেন। কাজেই আমাকে একা যেতে হয়েছিল। বনের ধারে গিয়ে দেখি—বনের ভিতরে একেবারে একদল সুসজ্জিত সৈন্য। দেখেই চম্‌কে যেমন ফিরে আসবো, অমনি তাদের সেনাপতি আমাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌তে হুকুম করে। কিন্তু সকলেই আমার ঘোড়ার কাছে পেছিয়ে পড়লো। কাণের কাছ দে দুচারটে গুলি চলে গেল, কিন্তু আমায় ধ'র্‌তে পারলে না। ফিরে চেয়ে দেখি, কেবলমাত্র একজন সৈনিক আমার নিকটস্থ হয়েছে। আমি তখন অশ্ববল্গা সংযত ক'রে, চ'ল্‌তে অশক্ত এইরূপ ভান দেখিয়ে তাকে আরও নিকটস্থ হ'তে দিলুম। যেমন সে উল্লাস ক'রে আমার কাছে এসেছে, অমনি তাকে ঘোড়া থেকে ছিনিয়ে, একেবারে চুলের মুঠী ধ'রে আমার ঘোড়ায় তুলে বন্দী ক'রে এখানে এনেছি। তাকে আমি এনে দি। তার কাছে আপনারা সমস্ত ঘটনা শুনুন। শুনে কর্ত্তব্য স্থির করুন। [প্রস্থান।

মল্ল। কি বুঝলেন ভাইসাহেব ?

দেল। কি বুঝলুম! ভাই এখন যা বুঝলুম, তাই বুঝলুম। আর এতকাল যা বুঝেছি, তা বুঝিনি। অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী জীবনসঙ্গিনীকে অন্তঃপুরপ্রাচীরের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনে আবদ্ধ করে, আমরা জীবনের অর্দ্ধাংশ উপভোগ ক'র্‌তে পাইনি। তাদেরও জীবন অপূর্ণ রেখেছি—শিক্ষার প্রসারে বাধা দিয়েছি—বিপদ আপদে স্বামীর জন্য তাদের সাগ্রহ প্রসারিত বাহু বাঁধনে সঙ্কুচিত ক'রেছি। মারাঠা বীর! রাজ্যের রক্ষণকার্য্যে প্রাণময়ী রমণীর সহায়তার যে অবকাশ পেয়েছো, তা পূর্ণ আগ্রহে গ্রহণ কর। আমি দেখতে পাচ্ছি—যদিও দূরে—তবু প্রত্যক্ষের মতন যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি—সমস্ত দক্ষিণ—না না শুধু দক্ষিণ কেন—দক্ষিণ পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম—কুমারিকা থেকে হিমালয়—সমস্ত ভারত মারাঠার গৌরবে গৌরবান্বিত হ'য়েছে। বীরদম্পতি! তোমাদের মঙ্গল হোক—আমেদ-নগরের জন্য যা ভয়, তা আমার ঘুচে গেল—আমি ঘরে এখন থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই।

মল্ল। একবার ব্যাপারটা কি জেনে যাবেন না ?

দেল। তোমরা জানলেই আমার জানা হ'ল! আমি অশক্ত বৃদ্ধ আমার জানাতে আর অধিক কি ফল আছে ভাই।

মল্ল। তবু—

দেল। আবার এর ওপর তবু—রূপে, গর্ব্বে, বীরত্বে, রসে—ছাঁকা মোগলাই পোলাও কণ্ঠায় কণ্ঠায় উদরস্থ করলুম, আবার তবু! ঘরে বসে তাকিয়ে ঠেসে গোটা দুই ঢেকুর তুলে কোথায় হাঁপ ছাড়বো, তা না হয়ে কিনা আবার তবু! এতটা গুরুপাক খোরাক একদিনে যে সইবে না ভাই! আমি এখন চল্‌লুম।

(যশোদা ও রঘুজীর প্রবেশ)

যশোদা। সেকি ভাইসাহেব চল্‌লুম কি! আপনার সন্তানদের

বিপদে ফেলে, রাণী ও রাজপুত্রকে অসহায় রেখে, আপনি চলে যাচ্ছেন কোথা? রাজ্যে সমূহ বিপদ—আপনার সৎপরামর্শের একান্ত প্রয়োজন।

দেল। তোমরা আনন্দময় আনন্দময়ী—আপনার ভাবেই আপনারা বিভোর—আমি আর তোমাদের কি উপদেশ দেবো।

যশোদা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সরদারকে অন্ততঃ একদিনের জন্যও এক করে দিতে হবে।

দেল। আমি বৃদ্ধ—তারা রাজ্যের উচ্চকর্ম্মচারী—তাদের ওপর আমার কি অধিকার আছে দিদি!

যশোদা। অধিকার না থাকে, বলতে অনুরোধ কর্‌বো কেন? মন্ত্রীর দাদাসাহেবকে কি আমি অপমানিত হতে পাঠাবো? আগে এ ব্যক্তি কি বলে শুনুন।

[রঘুজী বীরের ভাবে কোমরে হস্ত দিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।]

দেল। কিরে—কে তুই?

রঘু। দেখতেইত পাচ্ছেন জনাব! আমি একজন সেপাই।

দেল। থাম্ বেটা! সেপাই—আওরতে বেটার চুলের মুটি ধরে নিয়ে এলো, বেটার আবার সেপাই বলে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। বেটার আবার গোঁফে চাড়া দেওয়া হচ্ছে। গোঁফ কামিয়ে ফেল্ বেটা।

রঘু। হুজুরও যদি বিবি সাহেবকে ধর্‌তে যেতেন, হুজুরের ও আমার মতন দশা হ'ত। তবে আপনি বলতে সঙ্কুচিত হতেন, আমি গর্ব্বের সঙ্গে বলছি।

দেল। বল বাপধন, যত পার বল—কি বলব আমার নাতবৌ তোর চুল ধরেছিল, তোর চুল পবিত্র হয়ে গেছে--নইলে বেটা তোমার চুল মুড়িয়ে, কান পাকিয়ে, গালে চড়টা মেরে, হাত থেকে হেতিয়ার কেড়ে নিতুম।

রঘু। আমার বড় কড়াজান—তাই বিবিসাহেবের চুলের টানেও মাথা বাঁচিয়েছি। বিবিসাহেব সমস্ত পথটা আমাকে ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে এনেছেন। আপনি হ'লে গরীবকে তিরস্কার করবার বাগ পেতেন না। টানাটানি হেঁচড়া হিঁচড়িতে ধড় ছিঁড়ে গর্দ্দানটা ছটকে মাটিতে পড়ে যেতো!

দেল। কে তুই?

রঘু। বেরারী।

দেল। কার দল?

রঘু। নেহাঙ খাঁর।

দেল। নেহাঙ খাঁ! তার ক্ষমতা কি?

রঘু। সঙ্গে মোগল।

দেল। ব্যাপারটা কি ভেঙ্গে বল দেখি।

রঘু। সুলতান বুরহানসার পুত্র সা আলী মোগলের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন। তাই বাদসা আকবর তাঁকে আমেদনগরের সিংহাসনে বসাবার জন্যে বেরারী হাবসী সরদার নেহাঙ খাঁর অধীনে বিশহাজার মোগল সৈন্য পাঠিয়েছেন। তারা সকলে বুরহানপুরে ছাউনি ক'রে আছে। নেহাঙ খাঁ এ দিকে তার সমস্ত শিক্ষিত হাবসী পল্টন রামপুরের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছে—আজ রাত্রে অতর্কিত ভাবে সে সহর আক্রমণ করবে। একবার সহরে ঢুকতে পারলেই, মোগলের বিশহাজার ফৌজ পিলপিল করে এসে সমস্ত দেশ ঘেরাও করে ফেলবে।

মল্ল। মিয়ানমঞ্জু যে মোগল পলটনকে আমেদনগরের পাশ দিয়ে যেতে দিয়েছে, তারাও কি সেই ফৌজের দল?

রঘু। আজ্ঞে হাঁ হুজুর! তারা সহরের পশ্চিম দিকটে—যে দিক সকলের চেয়ে সুদৃঢ়—সেই দিক তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করে গেছে।

দেল। তাহ'লে মিয়ানমঞ্জুরও এর ভেতরে যোগ আছে?

সৈ। তা কেমন করে বলব হুজুর!

মল্ল। খাঁসাহেব! যত শীঘ্র পারেন আপনি মিয়ানমঞ্জুকে এখানে উপস্থিত করুন। চিন্তার কারণ নেই—সঙ্গে বল দিচ্ছি।

যশোদা। অনুরোধ ক'রে দেখবেন, যদি না শোনে, তাহ'লে আদেশ করবেন। আদেশ অমান্য করে, বন্দী ক'রে এখানে উপস্থিত করবেন।

দেল। বল কি ভাই, আমার যে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে! এই অশক্ত অশীতিপর বৃদ্ধ কি এতই শক্তিমান?

যশোদা। ইচ্ছা করেন, আজই আমরা আপনাকে আমেদনগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি—কিন্তু ভাইসাহেব আমরা রাজভক্ত—বিশ্বাসঘাতক নই।

মল্ল। আমার মাওলী সৈন্য অভিনব ধরণে শিক্ষিত—প্রান্তরে, গিরি-শঙ্কটে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে, গৃহপূর্ণ নগরে তারা সমানভাবে যুদ্ধ করতে পারদর্শী। ভাই সাহেব! প্রবল শক্তিমান বাদসার বিশাল সৈন্যকে উত্ত্যক্ত করতে আমি এই সৈন্য দলের সৃষ্টি করেছি। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। নিশ্চিন্ত মনে বেইমান উজীরকে আদেশ করুন।

দেল। আমি এখনি যাচ্ছি। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

মল্ল। কে আছিস্? (জনৈক মারাঠী সৈনিকের প্রবেশ) খাঁসাহেবের সঙ্গে এক হাজার বারগীর পাঠিয়ে দাও।

[সৈনিকের প্রস্থান

রঘু। হুজুর! গোলামের প্রতি কি আদেশ?

মল্ল। বিবিসাহেব তোমাকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন—

রঘু। আমি অন্য পুরস্কার চাই না হুজুর, আপনার গোলামী চাই।

মল্ল। একবার বিশ্বাসঘাতকতা করলে। তোমাকে বিশ্বাস কি ভাই! কাঁচের পিয়ালা ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।

রঘুজী। গলিয়ে নিলেত আবার নূতন পিয়ালা হয় হুজুর! আমি কথায় :আপনাকে :কেমন ক'রে বিশ্বাস করাব! তবে আপনি বিশ্বাস করে আমাকে না নেন, আমিও বিশ্বাস ক'রে আমাকে দুনিয়াতে রাখবো না। (গলদেশে অস্ত্রপ্রদানোদ্যোগ)

যশোদা। (হাত ধরিয়া) সরদার, অনুরোধ করতে পারি না—তবে বাঁদীর ভিক্ষা একে তোমার সৈন্য মধ্যে গ্রহণ কর।

মল্ল। আয়, তবে আমার সঙ্গে আয়।

যশোদা। আমি এখন কি করবো?

মল্ল। রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকৃতে চাও—রন্ধন কর—আর অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ করতে চাও—অস্ত্র ধর।

যশোদা। তাহ'লে রন্ধনই করি।

মল্ল। কিন্তু বৃদ্ধকে যা দেখালে, আমেদনগরে যার তার কাছে এ মূর্ত্তি দেখিয়োনা। সকলে এ রণরঙ্গিণী ভৈরবীমূর্ত্তির মর্ম্ম বুঝবে না—পছন্দ করবে না।

যশোদা। (সহাস্যে) যে আজ্ঞে।

[মল্লজী ও রঘুজীর প্রস্থান।

মল্লজীর গমন-পথের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।]

গীত।

বঁধুয়ারে ধরা দিতে এত কি লালসা তোর,
বসে দ্বারে, আঁখি ধারে করিলি রজনী ভোর।
অগাধ ঘুমের ঘোরে বঁধু আছে শয্যাপরে
বৃথায় ঢালিলি জলে যত হাহুতাশ তোর;
তবুতো না মেনে মানা তার ঘরে দিতে হানা
আসিলি নিলাজী ফিরে ধরিতে সে মনোচোর।
সে ঘুমে জাগিয়া আছে তোর জেগে ঘুমঘোর।

চতুর্থ দৃশ্য।

এখলাস খাঁর বহির্ব্বাটী।

[সময় রাত্রি]

[এখলাস ও সিপাইগণ সুসজ্জিতভাবে, দুইজন করিয়া সারিক্রমে দণ্ডায়মান।]

এখ। ভাই সব, তোমাদেরই ওপর আমার মানমর্য্যাদা সমস্ত নির্ভর করছে। তোমরা যদি রাখ তবে আমেদনগরে থাকি, নইলে হিন্দুস্থানে আমার প্রতিপত্তি রাখবার যথেষ্ট স্থান আছে।

১ম, সি। সে কি সরদার, আপনার প্রতিপত্তি নষ্ট ক'রে আমরা আমেদনগরে থাকবো! আমাদের কি অন্নের এতই অভাব—আমাদের যা হুকুম করবেন, আমরা তাই করতে প্রস্তুত আছি।

২য়, সি। আমরা গলা বাড়িয়ে রেখেছি—বলুন সরদার আপনার কি কাজ করতে পারি—কি কাজে আমাদের গর্দ্দান দিতে পারি।

এখ। শুধু গর্দ্দান দিলে যদি মানমর্য্যাদা থাকতো, তাহ'লে, ভাই সব, আমিও তোমাদের সঙ্গে গর্দ্দান দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। প্রাণ দেওয়া বীরের পক্ষে কিছু বিচিত্র কথা নয়। শুধু প্রাণ দিলে চলবে না। যা জেদ ধরে এসেছি, সেই জেদ বজায় রেখে যদি জাহান্নমে আমায় যেতে হয়, তাতেও আমার অমত নেই। তোমরা সকলে যেমন ক'রে পার, আমার জেদ বজায় রাখ।

১ম, সি। কি জেদ বলুন—

এখ। আগে আমার সমস্ত কথা শোন—শুনে তার পর যা বিবেচনা হয় কর। মিয়ানমঞ্জু দুস্মন মোগলকে আমেদনগরের ধার দিয়ে যেতে সম্মতি দিয়েছিলো। তাতে সে আমাদের কারও মত গ্রহণ করেনি। তাই নিয়ে আমার সঙ্গে তার বচসা। তাই সে মালোজী ভোঁসলের

সুমুখে আমার বড়ই অপমান করেছে। আমি ক্রোধের বশে তাকে শিক্ষা দেবো ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি।

১ম, সি। বেশ শিক্ষা দিন্।

এখ। শুধু দেবো বললেই হবে না। সে কিছু দুর্ব্বল ব্যক্তি নয়— রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও—উজীর। রাজা তার হাতে খেলার পুতুল— প্রকৃত পক্ষে মিয়ানমঞ্জুই এখানকার রাজা। সমস্ত দক্ষিণী পাঠান সৈন্য তার সহায়। তাকে শিক্ষা দেবো বল্‌লেই শিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ শিক্ষা দেওয়া চাই। আমি দিতে অক্ষম বুঝে সে আমাকে বাঁদির বাচ্ছা বলে সম্বোধন করেছে। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মারাঠা সরদার মালোজী ভোঁসলে। ভাই সব, আমি একেবারে মরে এসেছি।

১ম, সি। আপনার সঙ্গে যে আমাদেরও মৃত্যু সরদার। এর শোধ না নিতে পারলে যথার্থই ত আমরা বাঁদীর বাচ্ছা। আমাদের প্রাণের দাম কি?

২য়, সি। সরদার আমাদের অপমান হয়ে মাথা হেঁট করে চলে এলো, আর আমরা অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে আছি!

১ম, সি। চল্ ভাই সব, এখনি চল্। শালার উজীরকে পিঁজরেয় পুরে সরদারের পায়ের কাছে ফেলে দিই।

এখ। ব্যস্ত হয়োনা। তাঁকে পিঁজরেয় পোরা যতটা সহজ মনে করেছ, ততটা সহজ নয়। এত বচসার পর উজীরও কিছু নিশ্চিন্ত নেই। সে আত্মরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা তো করবেই, উলটে আমাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করবে। অথচ সে দুসমনকে জব্দ করা চাই।

১ম, সি। চাইই চাই।

এখ। যথার্থই যদি তাকে পিঁজরেয় পুরে আনতে পার, তাহলেই আমার মনের দুঃখ দূর হবে।

১ম, সি। কি ভাই সব, পারবি?

সকলে। খুব পারবো।

১ম, সি। তাহ'লে আল্লা ব'লে তইরি হ'।

(দেলওয়ার ও মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

দেল। আমি আপনাকে আনছি—অনুরোধে আনছি। এতে আপনার মর্য্যাদা যাবে না। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আসুন।

মিয়ান। সরদার!

সকলে। ওরে—উজীর!

১ম, সি। শালা ভয় পেয়ে খোসামোদ ক'রে মেটাতে এসেছে। জনাব! হুকুম। (সকলে তরবারিতে হাত দিল।)

এখ। (সৈন্যদিগের প্রতি অনুচ্চস্বরে) গৃহে অতিথি—দুসমন হ'লেও দোস্ত—কাপুরুষের কাজ করে! ছি!—ব্যস্ত হোস্‌নি—চুপ কর্।

মিয়ান। সরদার! কি? এত সসজ্জ সেপাই কেন? আমাকে কি গ্রেপ্‌তার করবার ব্যবস্থা করছ?

এখ। তাই করছি, আপনার সঙ্গে কি আমার এ বিবাদ এ জন্মে মিটবে?

মিয়ান। আমিও তা মিটতে বলছি না।

এখ। যদি মেটাবারই অভিপ্রায় নয়, তাহ'লে বৃদ্ধ দেলওয়ার খাঁকে সঙ্গে করে এখানে এসেছেন কেন?

মিয়ান। (দৃঢ়তার সহিত) বাধ্য হয়ে এসেছি—ইচ্ছায় নয়। বিশ্বাস না হয়, দেলওয়ার খাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

দেল। সরদার!

এখ। খাঁ সাহেব! আগে অঙ্গীকার করুন, আমাদের বিবাদ মেটাবার জন্য কোনও অনুরোধ করবেন না।

দেল। যখন বাহিরে প্রবল শত্রু, তখন এ বিবাদ মেটানই আপনাদের উচিত ছিল। আপনাদের বিবেচনায় বিবাদ রাখাই যদি ভাল বোধ হয়,

তা রাখুন। কিন্তু অনুরোধ—একদিনের জন্য, এ বিবাদ মিটিয়ে ফেলুন—পরস্পরে বন্ধুভাবে সম্মিলিত হ'ন।

এখ। একদিনের জন্য কি, যাকে একবার দুসমন বলে চলে এসেছি, তার সঙ্গে একলহমার জন্যও আর মিলতে পারি না· আর তাকে দোস্ত বলতে পারি না।

দেল। না বললে আমেদনগর যায়।

এখ। আমেদনগরই যাক, আর দুনিয়াই যাক—আমি আর ওর সঙ্গে মিশতে পারি না।

১ম, সি। আমরাও মিলতে বলতে পারি না।

দেল। চুপ কর্ বেয়াদব! ওমরাওয়ে ওমরাওয়ে কথা হচ্ছে, তুই ওপরপড়া হয়ে জবাব দেবার কে?

এখ। দোহাই খাঁ সাহেব! আমাকে গোলামী করতে বলেন, আমি তা রাজি আছি, অন্য কোন নীচ কাজ করতে আদেশ করেন, আমি তা করতেও প্রস্তুত আছি, উজির মিয়ানমঞ্জুর সঙ্গে যে চিরশত্রুতা প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তা আমি জীবন থাকতে ভঙ্গ করতে পারবো না। উনি হাবসীর সঙ্গে মিশতে ঘৃণা করেন, ওঁকে মিশতে অনুরোধ করবেন না।

মিয়ান। (বিরক্তিসহকারে) শুনুন দেলওয়ার খাঁ। আমি বলেছিলুম আমাকে অপমানিত করতে এই নীচ হাবসীর কাছে আনবেন না।

দেল। বেশ, এনেছি যখন উজীর সাহেব, তখন অপমান আমি নিজের ব'লে গ্রহণ করছি। কিন্তু তথাপি আমি আপনাদের উভয়কেই অনুরোধ করছি—দেশ রক্ষার জন্য আপনারা অন্ততঃ একদিনের জন্যও পরস্পরের বিরোধ বিস্মৃত হ'ন। মোগল আমাদের দোর অধিকার ক'রে বসেছে। আপনারা আত্মকলহে মত্ত থাকলে, এখনি দুসমন আমেদনগর অধিকার করবে।

এখ। বেশ, আমাকে অনুমতি করুন—আমি নিজে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছি।

দেল। তা করলেত দেশ রক্ষা হবে না।

এখ। রাজার নেমক খাচ্ছি, তার নেমকহারামি করতে আমি ইচ্ছুক নই। আমি একা লড়াই করতে রাজী আছি। তা'তে লড়াই ফতে করতে পারি বহুত আচ্ছা—না পারি বেইমানির বদনাম থেকে ত রেহাই পাব।

দেল। বেশ, দু'জনে আলাদা আলাদা হয়ে রক্ষা করুন। বুঝতে পারছেন না সরদার—আপনারা পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ষায় এত অন্ধ, যে নিজেদের যে কি সর্ব্বনাশ করছেন বুঝতে পারছেন না। স্বেচ্ছায় মিলতে চাচ্ছেন না, কিন্তু এখনি শত্রুর শৃঙ্খলে পরস্পরে আবদ্ধ হয়ে পাশা-পাশি মিলতে হবে।

এখ। (উত্তেজিত ভাবে) এ মোগলকে ঘর দেখিয়েছে কে? কিসের জন্য আমার উজীরের সঙ্গে বিবাদ? উনি শত্রুকে ঘরের ছিদ্র দেখিয়েছেন। কি বলব, রাজা জ্ঞানহীন, নইলে আমাকে একজন বিশ্বাসঘাতকের সুমুখে দাঁড়িয়ে এত কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত না। (ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন।)

মিয়ান। (বিকৃত স্বরে) রাজা ভাল থাকলে হাবসীর এত আস্পর্দ্ধা বাড়তো না।

দেল। তবে কি এই বৃদ্ধ বয়সে বৃথাই এত পরিশ্রম করলুম।

এখ। বৃথা কেন খাঁ সাহেব, হুকুম করুন আমি একাই তা তামিল করছি। আমার সমস্ত ফৌজ নিয়ে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। বলুন কোথায় গিয়ে লড়াই দিতে হবে।

দেল। বেশ, তাহলে উজীর সাহেব! আপনারা আলাদা আলাদা হয়েই বিভিন্ন দিক থেকে দেশ রক্ষা করুন।

মিয়ান। এখলাস খাঁ যোগ দিলে আমি যোগ দেবো না।

দেল। তাহ'লে মাফ করুন উজীর সাহেব, এ দেখছি আপনারই দুরভিসন্ধি।

মিয়ান। কোন্ নালায়েক—কোন্ অপদার্থ বলে?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। সবাই বলে, সেই সঙ্গে আমিও বলি।

মিয়ান। তুই কে ?

যশোদা। আপনিও যে আমিও সে। উভয়েই আমরা সুলতান ইব্রাহিম সার নেমক খেয়ে থাকি। আপনি তাঁর গোলাম, আমি বাঁদী—কোনও তফাৎ নেই। আপনি ভাগ্যক্রমে উচ্চপদ অধিকার করেছেন, আমি পথে পথে বেড়াচ্ছি। সদাশয় বৃদ্ধ আপনাকে বারম্বার অনুরোধ করছেন, আপনি রক্ষা করুন। আর যদি না করেন, তাহ'লে আপনার দুরভিসন্ধি আমি প্রকাশ করে দেবো।

মিয়ান। একি করছেন দেলওয়ার খাঁ! আমার অনিচ্ছায় এখলাস খাঁর কাছে এনে ত একবার অপমান করলেন, তারপরে একটা অজ্ঞাত-কুলশীল রমণীকে এনে তার দ্বারা আমার অপমান করাচ্ছেন! জানেন আমি কে ?

যশোদা। আমায় জিজ্ঞাসা করুন না—আমি বলছি আপনি কে। আপনি উজীর। কিন্তু এই উচ্চপদের মর্য্যাদা যদি আপনি রাখতে জানতেন, তাহ'লে আমার সাধ্য কি আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কই। দেখি আমাদের মর্য্যাদা যায়, আমাদের শুধু কেন, রাণীরও যায়। তাই কুলকামিনী সরম বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। মরিয়া হয়ে আপনার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করছি।

মিয়ান। কে তুমি ?

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘু। মাকে জিজ্ঞাসা কেন ? জবাব আমি দিচ্ছি উজীর সাহেব!

মিয়ান। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ যে নেহাও খাঁর দলের সৈনিক!

তবেত দেখছি সব মতলব মাটী হ'ল। বদমাস্ বেইমানী ক'রে আমার গুপ্তরহস্য প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

রঘু। চিন্তায় পড়লেন উজীর সাহেব! মনে করছেন বেইমানী ক'রে আমি আপনাদের মতলব প্রকাশ করে দিয়েছি। দোহাই উজীর সাহেব —তা নয়—চোর ধরতে গিয়ে সাধু ধরা পড়েছে। এই দেখুন মাথার ওপড়ান চুল তার সাক্ষী। এই দেখুন ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ তার সাক্ষী। দোহাই! মনে এতটুকু দুরভিসন্ধি ছিল না। ধরা পড়ে আমার এই দশা, প্রাণের দায়ে আপনার কাছে আসা, পেটের দায়ে মা অন্নপূর্ণার ঘরে বাসা। এই নিন্ আপনার চিঠি ফিরিয়ে নিন্। নেহাঙ খাঁর মতলব এবারে হাসিল হ'ল না—সঙ্গে সঙ্গে আপনারও হ'ল না। এবারে চিঠি রাখুন, অন্য বারে কাজে লাগবে। এবারে বড় সজাগ পাহারা—চুলবুল করলেই ধরা, আর বাড়াবাড়ি করলেই মরা।

যশোদা। ভাবছেন কি, আপনাকে আমি সহজে ছাড়ছি না— নেহাঙ খাঁর সঙ্গে আপনাকে লড়াই দিতে হবে।

মিয়ান। (স্বগত) তাহ'লে ত দেখছি, এখলাস খাঁর সহায়তা ভিন্ন আমার আর উদ্ধার নেই! সব রহস্যইত প্রকাশ পেয়েছে!

যশোদা। আর এখলাস খাঁ! নেহাঙ খাঁ ও হাবসী—আপনার স্বজাতি। আপনিও উজীরের সঙ্গে যোগ দিয়ে, নেহাঙ খাঁকে শাস্তি দিয়ে স্বজাতির কলঙ্ক দূর করুন।

মিয়ান। এখলাস খাঁ! তুমি বীর—আমার সমান অবস্থাপন্ন। তোমার কাছে মান অপমান আমার দুইই সমান। তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার গৌরবের কথা। জয়ে গর্ব্ব আছে, পরাজয়ে অপমান নাই। শত্রুতা করতে হয়, আজকের পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করো, মিয়ানমঞ্জুর সঙ্গে মিলতে তোমার প্রবৃত্তি না হয়, তার সঙ্গে মিলো না! কিন্তু অতিথি যদি আশ্রয়প্রার্থী হয়, তাকে

পরিত্যাগ করাতো তোমাদের জাতি ধর্ম্ম নয়! তাই আমি অতিথি হয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি, উজীরকে সাহায্য করতে না চাও, অতিথিকে কর। আপাততঃ তুমি এই দুটো মিথ্যাবাদী ষড়যন্ত্রীর দুর্ব্যবহার থেকে আমাকে রক্ষা কর।

এথ। আলবৎ কর্‌বো উজীর সাহেব। আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, দুটো অজানা বান্দা বাঁদীর কাছে লাঞ্ছিত হবে! তাই আবার আমার ঘরে এসে, আমারই সুমুখে! খাঁ সাহেব! এদুটোকে এখনি এখান থেকে যেতে বলুন। শুধু আপনার খাতিরে আমি ওদের কিছু বলছি না।

দেল। আমার জন্যে বলতে পারছ না! আমি কে? তোমরাও যেমন দেখছ, আমিও তেমনি দেখছি,—তবে তোমরা এদের ব্যাপার দেখে সবাক—আর আমি অবাক। তাড়াতে হয় তোমরা তাড়াও।

এথ। এই ছুঁড়ী, তোর বাড়ী কোথা?

রঘু। আমাকে জিজ্ঞাসা করুন হাবসী সাহেব—কুলবধূ কি আপনার সঙ্গে কথা কইবে?

এথ। তুই কে?

রঘুজী। তাহ'লে উজীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।

এথ। আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। চলে যা—

রঘু। কেন, একটু থাকি না।

এথ। কেন বল্ দেখি!

রঘু। আজ্ঞে আমাদের তাঁরা আস্‌ছেন—

এথ। কারা?

রঘু। আজ্ঞে তাঁরা, ওই তাঁরা—মুখে হাসি ভরা, ভেতরে ছোরা—

আর মাথায় গোবর পোরা—তাদের উজীর সাহেবের সঙ্গে দোস্তি—তারা বনের ভেতর করে কুস্তি।—

এখ। আরে ম'ল—এ জানোয়ার দু'টো কোথা থেকে এলো!

রঘু। আজ্ঞে আপনি যে সময় আরসীতে মুখ দেখেন, সেই সময় আরসীর ভেতরে যে মুখখানা দাঁত বার ক'রে হাসে, আমরা তাদের দেশ থেকে এসেছি—তাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই এ জানোয়ার ক'টা কোথা থেকে এল জানতে পারবেন।

এখ। তবেরে হারামজাদ্। (তরবারিতে হস্তদান।)

রঘু। (তরবারিতে হস্তদান) হাঁ হাঁ—আমিও কিছু জানি—অত তাড়াতাড়ি নয়—কেবল এই মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেছি—

১ম সি। সে কি সরদার, আমরা থাক্‌তে কম্‌বখ্‌তকে শাস্ত দিতে আপনি কেন?

যশোদা। ওকে শাস্তি দেবার সময় আছে মিয়া—এখন তোমরা যে গাফিলি ক'রে দুষমনকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দিচ্ছ, তোমাদের শাস্তি কি?

এখ। শাস্তি কে দেয়?

(চাঁদবিবির প্রবেশ।)

চাঁদ। অবশ্য লোক আছে বই কি সরদার!

মিয়ান। য়্যা—য়াঁ—একি! একি! (সকলের সসম্মানে অভিবাদন)।

দেল। য়্যাঁ—কেও মা—মা—এই সঙ্কট সময়ে বিপদবারিণী মা এলি!

যশোদা। মা না এলে কি আমরা এত সাহস করি। মা, রক্ষা কর—এই দুই মতিহীন সরদারকে প্রকৃতিস্থ ক'রে তাদের মৃত্যু-হস্ত হ'তে রক্ষা কর।

চাঁদ। সেলাম খান্ খানান্! অবকাশ নেই—আপনাকে আমি যোগ্য মর্য্যাদা দিতে পারলুম না। এখলাস খাঁ! সর্দারী কর, আর এটা বুঝতে

পারো না যে, এই অবলা রমণী তোমার মতন বীরকে শাস্তি দিতে চায়, পেছনে তার জোর না থাক্‌লে সে এ কথা বল্‌তে সাহস করে! এতটুকুও বুদ্ধি নেই, তোমরা রাজ্য রক্ষা কর্‌তে চাও। তোমাদের বাড়ীর দোরে শত্রু আর তোমরা আপনা আপনির ভেতর বিবাদ করে বৃথা সময় নষ্ট করছ। তোমাদের ধিক্কার দিতে আমার অধিকার নেই। তোমরা একবার আপনার আপনার পানে চাও—ঈশ্বর তোমাদের উপর কি পবিত্র ভার দিয়েছেন; একবার তার দিকেও নিরীক্ষণ কর,—আর তোমাদের বর্ত্তমান আচরণের সঙ্গে পূর্ব্ব হৃদয়ের তুলনা করে আপনি আপনি আপনাকে ধিক্কার দাও।

এথ। মাফ্ কর মা! আমি অপরাধ করেছি—

মিয়ান। আমাকেও মাফ করুন, বেগম সাহেব!

চাঁদ। আমি মাফ করবার কে সরদার—আমি ভিখারিণী—তোমাদের কাছে প্রীতি ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি।

(মল্লজীর প্রবেশ।)

মল্লজী। মা! রণভেরী বেজে উঠলো।

এথ। এই যে সরদার আমরাও প্রস্তুত হয়েছি। চলুন উজীর সাহেব আর বিলম্ব নয়।

[মিয়ান, এখলাস, মল্লজী ও সিপাইগণের প্রস্থান।

দেল। বেঁচে আছিস্ মা! আমি কি অপরাধ করেছি যে, এই বৃদ্ধ বয়সে তোর স্নেহের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েছি?

চাঁদ। খানখানান—আপনিত সব জানেন—তখন নন্দিনীকে তিরস্কার কর্‌ছেন কেন? আপনার কন্যা সেখানে সহস্র বন্ধনে বন্দিনী—কি ক'রে ছিঁড়ে এসেছি, শুনবেন আসুন। আয় যোগী, তোরাই বা কি—আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে আছিস্! রাজ্যে এই বিপদ, তোরা আমাকে

সংবাদ পর্য্যন্তও পাঠাতে পারিস্‌নি! মনটা মাতৃভূমির জন্য সহসা আকুল হ'ল তাই আমার পুত্রের সকল আগ্রহ উপেক্ষা করেও চলে এসেছি। না এলে কি হ'ত বল দেখি? তোর স্বামী কি একা এই দুই বিষম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুঝে উঠতে পারতো!

যশোদা। যে তোমার নিত্য খবর নেয়, সেই ঈশ্বরই তোমাকে খবর দেয়। বিপদ যেমনি জেগেছিলো, বিপদবারিণী অমনি তুমি ছুটে এসেছো। এর পূর্ব্বে সংবাদ দেবার শক্তি যার আছে, আমেদনগরে তেমন ব্যক্তিকে কোথায় পাব মা! আছে উর্দ্ধে কোন অনন্তের নিভৃত নিকেতনে। তিনি তোমায় জানেন, তুমি তাঁকে জান। যদি এলে, এস মা দেশটা যাতে রক্ষা হয় তার উপায় কর।

পঞ্চম দৃশ্য।

আমেদনগর—তোরণ সম্মুখ।

(সময় রাত্রি।)

নেহাঙ খাঁ ও সৈনিক।

নেহাঙ। তাইত—ব্যাপার কিছুইত বুঝতে পারছি না! আমরা যখন সাগঞ্জের পুলবন্দীর কাছে এসে উপস্থিত হ'ব, তখন মিয়ানমঞ্জু কেল্লার পূর্ব্ব ফটক খুলে দেবে, এই পরামর্শ আমার সঙ্গে ছিল; কিন্তু তার সহায়তার কোন চিহ্নও ত দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি উজীর আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে!

সৈনিক। আমারতো তা বিশ্বাস হয় না হুজুর। হয়ত এখনও উজীর ফটক খোলবার সুবিধে পায় নি।

নেহাঙ। না আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে—যে স্ত্রীলোক ঘোড়ায় চড়ে

বনের ভেতর এসেছিল, সেই বোধ হয় আমাদের কথা সহরে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

সৈনিক। তা যদি বলেন, তা'হ'লে বলি—রঘুজী সেই আওরৎকে ধরতে ছুটেছিল—কিন্তু রঘুজী আর ফেরেনি।

নেহাঙ। সে কি! সে বেইমানী করলে নাকি?

সৈনিক। বেইমানী করুক আর না করুক, হয়ত উজীরের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে—এক আওরতের লোভ দেখিয়ে রঘুজীকে এগিয়ে সহরের কাছে এনে তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

নেহাঙ। তা'হ'লে কি কর্ত্তব্য?

সৈনিক। যা হুকুম করেন।

নেহাঙ। এসেছি ফিরবো না। বার বার অপদস্থ হয়ে ফেরার চেয়ে মৃত্যু ভাল। তা'হ'লে যাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি, সে মোগলও আর আমাকে বিশ্বাস করবে না।

সৈনিক। সত্যি হুজুর, চোরের মত পা টিপে টিপে এসে, আবার চোরের মতন পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া বড় অপমান।

নেহাঙ। যাও, তুমি পলটনকে এগিয়ে আসতে বল—সহরে প্রাণের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। এস সকলে এক জোট হয়ে ফটকটা আক্রমণ করি।

সৈনিক। যো হুকুম (নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)।

নেহাঙ। কি হ'ল!

সৈনিক। তাইত হুজুর, এইত গজল বাজলো!

নেহাঙ। তা'হ'লে কি আমাদের শুনতে ভুল হয়েছিল! চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ—এখনি রংমশাল জ্বলে উঠবে।

(ফটকের উপরে রংমশাল জ্বলিয়া উঠিল।)

সৈনিক। হুজুর রংমশাল জ্বলেছে!

নেহাঙ। নিশানা দাও, জলদি নিশানা দাও। (সৈনিকের বন্দুকের আওয়াজ।)

(ফটকের উপর প্রহরীর বেশে রঘুজীর প্রবেশ।)

রঘু। কোন হ্যায়?

নেহাঙ। দোস্ত।

রঘু। আইয়ে খোদাবন্দ—

[রঘুজীর প্রস্থান।

নেহাঙ। জলদি বুরহানপুরে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আর সমস্ত পলটনকে এগিয়ে আসতে বল—আস্তে আস্তে যেন গোল না হয়।

(ফটক খোলা, নেহাঙ খাঁর প্রবেশ ও পটপরিবর্ত্তন।)

নেহাঙ। বস্, এতদিন পরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। বড় অপমানিত হয়ে, এমন কি কত কাপুরুষেরও হাস্যাস্পদ হয়ে আমেদনগর ছেড়ে পালিয়েছি। এতদিন পরে তার শোধ নেবো। কিন্তু দুঃখ মোগলের সাহায্য নিতে হ'ল। যাক্ যখন ঢুকেছি, তখন আর চিন্তার সময় নেই। একি, আমার পিছনে ফটক বন্ধ হ'ল কেন? (রঘুজীর প্রবেশ) একিরে ফটক বন্ধ হ'ল কেন?

রঘু। গোস্তাকী মাফ হয় হুজুর—হুকুম।

নেহাঙ। কার হুকুম।

রঘু। আজ্ঞে হুকুমদারের হুকুম।

নেহাঙ। (স্বগতঃ) কি করলুম! দুষ্ট উজীর কৌশল ক'রে আমাকে গ্রেপ্তার করলে নাকি? না, এ কিছুতেইত বিশ্বাস করতে পারি না; আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্ত বেরার থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনালে! কেন, কি প্রয়োজনে? আমাকে এ রকমে আবদ্ধ ক'রে

উজীরের লাভ কি? তবে কি আর কোন আমেদনগরীর কৌশলে আমি বন্দী হলুম! একি এখলাস খাঁর বুদ্ধি? এত বুদ্ধি হাবসীর! হাব্সী শুধু বীরত্ব দেখাতে পটু। এত বুদ্ধির ধারতো সে ধারে না।

রঘু। হুজুর, কেদারা এনে দি বসুন। না হয় কোথায় যাবেন বলুন।

নেহাঙ। ফটক খুলেদে।

রঘু। আজ্ঞে হুজুর! হুকুম নেই।

নেহাঙ। তা বেটা দাঁত বার করে বলচ কেন?

রঘু। আজ্ঞে হুজুর, দাঁত ঢেকেই বলচি। (মুখে হস্ত প্রদান)

নেহাঙ। আমি কা'রও হুকুম মানিনা।

রঘু। আজ্ঞে আমি যে মানি হুজুর।

নেহাঙ। না ফটক খুললে, এখনি আমি তোকে কেটে ফেলবো।

রঘু। গরীব বেঁচে থাকলে যদিও ফটক ওঠবার আশা থাকে, মরে গেলে যে আর কিছু থাকবে না হুজুর!

নেহাঙ। আচ্ছা, সত্য ক'রে বল্ দেখি ব্যাপার কি?

রঘু।দোহাই হুজুর ব্যাপার কিছুই জানি না। ফটক তুলতে বলেছে তুলিছি—ফেলতে বলেছে ফেলেছি।

নেহাঙ। (সক্রোধে) কে বললে?

রঘু। আজ্ঞে হুকুমদার!

নেহাঙ। আচ্ছা হুকুমদারকে ডেকে দে।

রঘু। (গালে হাত দিয়া উচ্চকণ্ঠে) হো! হুকুমদার হো!

নেহাঙ। আরে মর্ বেটা! করিস্ কি?

রঘু। (পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে) হুকুমদার হো!

নেহাঙ। চীৎকার করবি ত এখনি মেরে ফেল্‌বো।

রঘু। তবে চীৎকার কর্‌বো না হুজুর! (ক্ষীণস্বরে) হুকুমদার হো!

(অবনত-মস্তকে বীর পদক্ষেপে মিয়ানমজুর প্রবেশ।)

মিয়ান। সেলাম সরদার।

নেহাঙ। সেলাম উজীর সাহেব! কি এক জানোয়ারকে আপনি ফটকের পাহারায় রেখেছেন? আমাকে আর একটু হ'লে পাগল করে তুলেছিল। আর দোসরা জবান ক'রলে আমি ওকে খুন করতুম!

মিয়ান। যা, এখান থেকে চলে যা!

রঘু। তা'হ'লে সেলাম করি হুজুর?

নেহাঙ। তুই অমনি অমনি যা।

রঘু। আজ্ঞে, তা'হ'লে যে বেয়াদবী হ'বে হুজুর!

নেহাঙ। আচ্ছা সেলাম ক'রেই দেশত্যাগী হ'।

রঘু। আজ্ঞে, দেশত্যাগী হ'লে ফটক রাখবে কে হুজুর! ওই ওপরে যাবো।

নেহাঙ। ওপরে যা—নীচেয় যা—চুলোয় যা।

রঘু। আজ্ঞে হুজুর আমি মুসলমান—আমিত হিঁদুর চুলোয় যাব না।

নেহাঙ। তবে গোরে যা।

রঘু। যো হুকুম হুজুর! (প্রস্থান)

নেহাঙ। এ জানোয়ারকে ফটকে রেখেছেন কেন?

মিয়ান। ওকে চিনতে পারেন নি—ও প্রহরী নয়—আপনারই রেসেলদার রঘুজী।

নেহাঙ। বেশ পরিবর্ত্তন করেছে তো ভাল—তা আহাম্মোক ফটক বন্ধ করে দিলে কেন? আমার সমস্ত পলটন, এতক্ষণ হয়ত ফটকের সুমুখে এসে নগর প্রবেশের অপেক্ষা করছে! আমাকে না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই তারা ভীত হয়েছে। ফটক তুলতে হুকুম দিন।

মিয়ান। ফটক তোলাতে আমার অধিকার নেই।

নেহাঙ। সে কি!

মিয়ান। কি আর বলব সরদার, আমি বন্দী—আর সেই সঙ্গে আপনিও বন্দী।

নেহাঙ। (গর্ব্বিতভাবে) শৃগাল বন্দী হ'তে পারে—সিংহ জীবন থাকতে কারও কাছে বন্দী হয় না।

(রঘুজীর পুনঃপ্রবেশ।)

রঘু। সময়ে সময়ে হয় বই কি—সিংহ কি জালে পড়ে না? বিশেষতঃ সিংহবাহিনী যখন পিঠে শ্রীচরণের চাপ দেন, তখন সিংহ মিঞার ল্যাজ নাড়া ভিন্ন আর গতি থাকে না।

নেহাঙ। বেইমান—সে রমণী তা'হলে উপলক্ষ—তুমিই বেইমানী ক'রে আমাকে এই দশায় উপস্থিত করেছ?

রঘু। ফাঁক পেলুম কখন—তা বেইমানী করবো সরদার! আপনার কাছ থেকে বেরিয়েই আওরংকে তাড়া করেছিলুম। তাড়া করতে করতে আপনার পাঁচ হাজার টাকার লোভে একেবারে সহরের গায়ে এসে পড়েছিলুম। সেই আসাই আমার কাল হ'ল। সহরের কাছে যেমন আসা অমনি কোন একটা আশ্চর্য্য রকমের উপায়ে, চুম্বকের টানে যেমন লোহা আসে, তেমনি ক'রে, ঘোড়া থেকে ছটকে আকাশে ভাসতে ভাসতে একেবারে সহরের ভেতর ঢুকে পড়েছি। ঢুকেই হকচকে মেরে, কোন পথে যাবো ঠিক না করতে পেরে, একেবারে ফটকের ওপর চেপে বসেছি। তোমার ওখানে করতুম রেসেলদারি, আর এখানে বন্দুক ঘাড়ে ফটকের ওপর করছি পায়চারি—এতে আর বেইমানিটে কি দেখলে সরদার! কুহকিনীর দেশ—এখানে ঢুকলে আর মানুষে বেরুতে পারে না!

নেহাঙ। এ সব কি উজীর সাহেব! এ ত কিছুই বুঝতে পারছি না—কুহকিনী কি?

(চাঁদবিবি, এখলাস ও রক্ষিগণের প্রবেশ।)

চাঁদ। নেহাঙ খাঁ চিনতে পার ?

নেহাঙ। য়্যা—য়্যা—কই—আমি—একি ! কই না—কে আপনি ? না না—একি—আদিলসাহি সুলতানা !

চাঁদ। সরদার ! এই কি আমার নেহাঙ খাঁর কাছে পরিচয় হ'ল ! কেন আমাকে আদর বাক্যে একবার ডাকলে না,—"চাঁদ !"

নেহাঙ। আমর যে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল মা !

চাঁদ। সেটা কি আমার অপরাধ সরদার ! বাল্যকালে সমস্ত বুদ্ধিটা আমার কাণে ঢালবার সময়, বার্দ্ধক্যের কথাটা স্মরণ করনি কেন ? যখন সংসার কাননে নবপ্রস্ফুটিত কুসুমের মতন এক মাতৃহারা বালিকা, আপনার দুই হাঁটুর ভিতর দাঁড়িয়ে, আপনার তুড়িতে নৃত্য করতো, তখন তার নববিকসিত কর্ণে ফুলের কথা, চাঁদের কথা, আকাশের আঁধার কক্ষে লুকুনো অনন্ত প্রবাসে প্রবাসী চিরকম্পিত তারার কথা—এ সকল না শুনিয়ে রাজ্যের কথা, রাজনীতির কথা, যুদ্ধের কথা শোনাতে কেন ? তাই শুনে শুনে আমি নারীর হৃদয়টুকু পুরুষ ভাবে ডুবিয়ে দিয়েছি। তাই আমি আমেদনগরের সর্ব্বনাশের কথা শুনে অন্তঃপুরের সাজানো কারাগারে বালিসে মুখ ঢেকে শুধু না ক্রন্দন ক'রে প্রতীকারের জন্য বাইরে এসেছি। আর বহুকাল পরে তোমার আগমন-বার্ত্তা শুনে, আর দু'টো রাজনীতির উপদেশ নিতে এসেছি। তোমরা নিজামসাহরচিত এই অপূর্ব্ব প্রাসাদের এক একটী স্তম্ভ। যদি এ অট্টালিকার ভার বহন ক'রতে অশক্ত বোধ কর, তা'হ'লে এস সকলে পরামর্শ ক'রে আমেদনগরকে মোগলের হাতে ধ'রে দিই।

নেহাঙ। তুমি কি মা এ অধম বিশ্বাসঘাতককে স্থান দেবে ?

চাঁদ। একি অন্যায় কথা বলছ সরদার ? তোমার বাঁধা স্থান নিয়েছে

কে, তা দেবে! এস, বস, গ্রহণ কর। কেবল কি করতে হয়, তোমরা সকলে মিলে আমাকে আদেশ কর?

নেহাঙ। এই নাও মা, আমার স্বাধীনতার সঙ্গে, আমার তলোয়ার তোমার পায়ের কাছে এনে উপস্থিত করলুম—নিয়ে আমাকে ধন্য কর।

চাঁদ। (অস্ত্র লইয়া নেহাঙের হাতে উঠাইয়া) যদি মোগল তোমার সঙ্গে থাকে, তাদের ঘরে ফিরে যেতে আদেশ কর। যদি তারা তোমার নিজের লোক হয়, তা'হ'লে তাদের আমেদনগরের ঘরে স্থান দাও। সেলাম সরদার!—তোমরা সবাই আমার সেলাম নাও।

[প্রস্থান।

এখ। এসো ভাই! আমরা এক কারাগারে একই উপায়ে একই শৃঙ্খলে বন্দী। এসো আমরা পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে দিন যাপন করি।

রঘু। কি সরদার! ফটক খুলে দেবো? বেরিয়ে যাবে?

নেহাঙ। যথার্থই বলেছ রঘুজী—এরা কুহকিনী।

রঘু। কুহকিনী—সরদার, কুহকিনী। এক কুহকিনী তোমার রেসেলদারের মস্তকস্পর্শ ক'রে তার সমস্ত বুদ্ধি অপহরণ করেছে। অপর কুহকিনী তোমার মর্ম্মভেদ ক'রে তোমাকে যাদু করলে—বিরুদ্ধ শক্তি আজ স্ববশে এসে দেশের কাজে নিযুক্ত হ'ল—সরদার তোমরা আল্লা বল, আর আমি হর হর ব'লে, মনোরম দাসত্বে পা বেঁধে, ভরা গাঙে গা ভাসান দিয়ে চোক বুজে কোন অনির্দ্দিষ্ট দেশে চলে যাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিজাপুর—শয়ন কক্ষ।

[সময় উষামুখ]

তাজবেগম কক্ষদ্বারে হস্ত দিয়া বাহিরের পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিলেন। তারপর কক্ষদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াই
শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন।

তাজ। মা দেখছি আমাকে অপ্রস্তুত করলেন! রাত্রের মধ্যে ফিরে আসবো ব'লে আমেদনগরে চলে গেলেন, তৃতীয় প্রহর রাত্রিও ত অতীত হ'ল! কিন্তু কই মায়ের ত এখনও দেখা নেই! মায়ের কথার খেলাপ হবে! হয়ত হোক না, তবু একদিন মায়ের কথায় সুলতানকে তামাসা করবার জিনিষ পাত্র। সুলতানের কাছে তিনি কথা গোপন রাখতে বলে গেছেন। আমার বিনা চেষ্টাতেই কথা গোপন হয়ে গেছে। আজকে প্রভাত থেকে রাত্রির এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরও ত দেখা নেই। এসে জিজ্ঞাসা করলে কথা গোপন রাখতে পারতুম না, আমাকে বলতেই হ'ত। বললে একটু তিরস্কারও যে খেতে না হ'ত, এমন নয়। কিন্তু গোপন রাখাতো আর কর্ত্তব্য নয়। প্রভাতেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন সুলতানকে এ খবরটা আমার দেওয়া কর্ত্তব্য। (আবার কক্ষদ্বার সমীপে অগ্রসর হইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।) কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

(খতিজার প্রবেশ।)

খতিজা। আ আমার পোড়া কপাল, তুমি এখনও ঘুমোওনি দিদিমণি?

তাজ। কেমন ক'রে ঘুমুবো, রাজা এখনও আসেন নি।

খতিজা। (গালে হাত দিয়া) আসেন নি!

তাজ। এলে কি আর দেখতে পেতিস না!

খতিজা। আসবে না সেতো ধরা কথা—অতো আলগা দিয়ে রাখলে কখন কি পুরুষ মানুষ বসে আসে!

তাজ। রাজা খাস কামরায় আছেন, তাঁকে একবার খবর দে দেখি!

খতিজা। তুমি তাই বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত আছ?

তাজ। আছি বই কি!

খতিজা। তাইত বলি, ঘুমুতে ঘুমুতে শিউরে উঠছিলুম কেন! তুমি আমার মানুষ করা মেয়ের মেয়ে—আঁতে আঁতে টান—প্রাণ ঠিক থাকবে কেন? ঘুমুচ্ছি—আর প্রাণটা যেন বেঁউরে বেঁউরে উঠছে—তাইত ভাবি এত দিন নয় তত দিন নয়, প্রাণটা মাঝখান থেকে বিগড়ে গেল কেন? ভাবলুম এ বয়সে আবার বিরহ হ'ল নাকি? তা আমার না হ'য়ে যে আমার তাজের হ'য়েছে তা কি করে জানবো।

তাজ। তোর মতন অমন আমার পানসে প্রাণ নয় যে, কথায় কথায় বিগড়ে যাবে।

খতিজা। ফলও তেমনি হ'চ্ছে। নিশি ভোর হ'তে চললো—মোরগ ডাকবার সময় হ'ল— প্রাণনাথ তবু এলো না!

তাজ। তোর প্রাণনাথ কি কখন বাইরে রাত কাটায় নি?

খতিজা। বড়টাতো কখনও পারে নি, মাঝেরটাও পারেনি, তিনেরটা —না কই তারওত ছটকানো রোগ দেখিনি। চেরেরটা গাঁজাটা ভাঙটা খেতো, আমার পয়সায় মৌতাত, কাজেই যেখানে থাক্ সন্ধ্যে বেলায় চোরটীর মতন আমার কাছে হাজির হ'তেই হ'ত। এই ছোটটা—দিদিমণি, মাঝে মাঝে ছটকে ছাটকে বেরুতো, তা এলে সাত দিনের মতন বিছেন নিতে হ'ত।

তাজ। সে কি প্রেমের ভারে?

খতিজা। ঝাড়ুর মারে—প্রেমের ভারে কি হাড়গোড় ভাঙ্গে—এ বিরেশি সিকের ঝাড়ু—কড়া মিটেকড়া থাম্বিরি ভেলসা—ঝাড়ুর আমার তোয়াজ ছিল কত। প্রেমিক বশ করতে অমন ওষুধ কি আর আছে? এ কেবল শুনে আসছি, বিরহানলে জ্বলে মলুম—জ্বলে মলুম—কিন্তু কারওত গায়ে একটা ফোঁসকা বেরুতে দেখলুম না। ও সব জুয়াচুরি শুনোনা রাজকুমারী—এইত আমি পাঁচটা খসম নিয়ে ঘর করলুম—একটী একটী ক'রে পাঁচটী খেলুম—লোকে একটার শোক সইতে পারে না, এ পাঁচ পাঁচটা—তাই কি খোঁড়া ভাঙ্গলো পাঁচটা গা—এক একটা যেন—এক একটা—মাথ্না হাতী—কল্‌জের ছাতি কি?

তাজ। পাঁচটী যখন গেল, তখন আর একটী নিকে ক'রে পাঁচটীর শোক নিবারণ করলিনি কেন?

খতিজা। আমি ত তাই করবো মনে করেছিলুম—কিন্তু আঁটকুড়ির ব্যাটারা কেউ যে রাজী হ'ল না। তখন রূপটী খিতিয়ে ওপরে সরটী শুধু পড়েছে—কিন্তু বেটাদের ঘোল খাওয়া অভ্যেস—সরের মর্ম্ম বুঝলে না। আমাকে দেখে, আর হুড় হুড় করে পালায়—কি করবো দিদি ঠাকরুণ, খসমের আশা ছেড়ে দিয়ে—এখন খোদাকে নিয়ে বসে আছি। তুমিও তাই কর—খোদার নাম নিয়ে চোক বুজে বসে যাও।

তাজ। বেশ, তাই ভাল, সারেঙটা এনে দে।

[খতিজার প্রস্থান।

ভাল তাই দেখি, আমার তান-লয়ের আবেদন—সেই রাজ্য নিয়ে আত্মহারা অপ্রেমিকের কাণে পৌছায় কি না।

(খতিজার সারেঙ লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

খতিজা। ও দিদিমণি! বাইরে কি একটা হৈচৈ পড়েছে।

তাজ। তা পড়ুক, তুই আমাকে সারঙ দে—যা বিশ্রাম করগে'যা।

গীত।

জাগত রহ চাতকী রোয়ে রোয়ে সুরে সুরে।
গীত শুনাওত, হিয়া করি মুকত,
যবহু পিয়া ঢুঁড়ে দূরে—দূরে॥
দূত সমীরণ আগই ঝম্পই,—
শীহরণ তরুণীর শাপে;
কুটিল মধুকর, ছুটিল গহন পর,
গীত পিয়াসে লাখে লাখে;
চমকি চপলালতা দুরু দুরু গরজিয়ে,
শোভল জলদ গলহারে।
গাহত চাতকী যবহু পিয়ারক
লাখ আঁখি নাহি ঝুরে॥

(আদিলসার প্রবেশ।)

আদিল। তাইত ভাবলুম, রাজনীতির কথা কইতে কইতে সহসা মন উদাস হয়ে গেল কেন?

তাজ। রাজনীতিতে রসভঙ্গ হ'ল নাকি জাঁহাপনা?

আদিল। হ'ল বইকি—একটা বিষম সমস্যায় পড়েছিলুম। সমস্যার মীমাংসা করতে না পেরে হতগজ ক'রে কাজ সেরে এসেছি। তুমি যে এখান থেকে সম্মোহন বাণ ছাড়ছো, ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে আমার বুদ্ধিকে অবশ করছো, তাতো বুঝতে পারিনি!

তাজ। এমন কি সমস্যার কথা জাঁহাপনা যে, এতরাত্রি পর্য্যন্ত তর্ক করেও তার মীমাংসা হ'ল না। বাঁদী কি তা শোনবার অধিকার রাখে?

আদিল। এই যে বললুম বিষম সমস্যা। আমেদনগর থেকে দূত এসেছিল।

তাজ। কেন জাঁহাপনা?

আদিল। সেখানে উজীর মিয়ানমঞ্জু আর এখলাস্ খাঁতে বিষম বিরোধ

বেঁধেছে। ব্যাপার যা, তাতে বুঝলুম, বিনা রক্তপাতে সে বিবাদের মীমাংসা হবে না। মালোজী তাই সাহায্য চেয়ে আমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

তাজ। তাদের আপনা আপনির ভেতর বিবাদ—আপনি কি সাহায্য করবেন?

আদিল। দুই রকম মেটাবার উপায় আছে—এক অনুরোধ—আর এক ভয় প্রদর্শন।

তাজ। আপনি কি উপায় অবলম্বন করতে চান?

আদিল। কি করব, স্থির না করতে পেরে, আমরা হামিদ খাঁর অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়েছি।

তাজ। ওই কাজটাই কি ভাল বিবেচনা করলেন?

আদিল। হামিদ প্রথমে আমার এক পত্র নিয়ে তাদের অনুরোধ করবে। অনুরোধে ফল না হয়, তখন বলপ্রয়োগ।

তাজ। পত্র যাবে কার কাছে?

আদিল। অবশ্য দূত পত্র নিয়ে প্রথমে রাজার কাছেই উপস্থিত হবে। রাজার মধ্যস্থতায় মিটে যায় ভালই—নইলে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহীর বিদ্যুৎবেগে একেবারে আম্মেদনগরে গিয়ে পড়বে। সেখানে মালোজীর মাওয়ালী সৈন্য তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। রাজাকে দুর্ব্বল বুঝেই না সরদারেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। এই সকল সৈন্য যখন রাজার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন আর কেউ সেখানে বিদ্রোহ তুলতে সাহস করবে না।

তাজ। এত বড় বিষম ব্যাপার—মায়ের পরামর্শ একবার গ্রহণ করলেন না কেন?

আদিল। মায়ের কাছে পরামর্শ নেবার হ'লে কি এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকতুম। এ তাঁর পিতার রাজ্যের কথা। মায়ের তাতে একটা বিশেষ

স্বার্থ আছে। মা এতে কোন কথা কইতেন না। একবার অনুরোধ করেছিলুম—দুই রাজ্যের ভিতর সদ্ভাব স্থাপনের জন্য, আমার ভগিনী মরিয়মকে ইব্রাহিমকে দান করবার জন্য একবার তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমার ইচ্ছা না থাকলেও, দ্বিরুক্তি না ক'রে আমি মায়ের আজ্ঞা পালন করি। বিবাহে ভগিনী আমার সুখী হ'ল না। মরিয়ম আমার চেয়েও মায়ের প্রিয় ছিল—তুমি তাকে দেখনি—সে কি কোমল, কি মধুর!

তাজ। আমি তাকে না দেখেই বুঝতে পার'ছি জাঁহাপনা। এক বৃন্তের দুটী কুসুম, একটীকে আমি ভাগ্যের বশে দেখছি—অপরটী এরই প্রতিবিম্ব স্বরূপ হয়ে আমার চোখে ফুটে উঠছে।

আদিল। তাজ! সে কুসুম দুটী ফুট'তে না ফুট'তে তাদের বৃন্ত কুরাল কাল কর্ত্তৃক ছিন্ন হয়েছিল। ফুল দুটী মাটিতে পড়তে না প'ড়তে এক করুণাময়ী করুণাঞ্চলে তাদের ধরে ফেলেছিলেন সযতনে করুণাশ্রু-নিষেকে তাদের পুষ্ট করেছিলেন। আমরা, মায়ের অভাব যাঁর কৃপায় অনুভব করিনি, সেই পিতৃব্যপত্নী মহীয়সী মা চাঁদসুলতানা—মরিয়মের মঙ্গলকামনাতেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে বালিকাকে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাজ! নসীবের দোষে ফল বিপরীত হয়ে গেছে। বাল্যের শান্ত শিষ্ট বুদ্ধিমান ইব্রাহিম, জ্ঞানহীন পশুতে পরিণত হয়েছে। মা আমার তদবধি মর্ম্মাহত—আমেদনগর সম্বন্ধে আর কোনও অনুরোধ আমার কাছে করেন না। এমন কি আমেদনগর দর্শনের অভিলাষ পর্য্যন্ত তিনি ইহ জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। মনের দুঃখে মা চৌদ্দ বৎসর তার পরম প্রিয় মরিয়মকে পর্য্যন্ত দেখা দেন নি।

তাজ। তাহ'লে মাকে আর এ কথা জানিয়ে কাজ নেই।

আদিল। না, এই বারে জানাবার সময় এসেছে। ভাল করলুম কি মন্দ করলুম, একবার মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

তাজ। আজ থাক্ জাঁহাপনা, কাল জিজ্ঞাসা কর্‌’বেন।

আদিল। প্রাণ আমার চঞ্চল হয়ে রয়েছে। মাকে না জানালে নিদ্রা হবে না।

তাজ। এত রাত্রে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত কি না করলেই নয়?

আদিল। আমি সারারাত জেগে থাক্‌বো, আর মা ঘুমুবেন। তা হ’তে দিচ্ছি না। চল আমার সঙ্গে। (গমনোদ্যোগ)

তাজ। (হাত ধরিয়া) আজ থাক্।

আদিল। তুমি ভয় পাচ্চ কেন তাজ! ভয় পাচ্চ, পাছে মা আমার কষ্ট হন? ভয় নেই, আমার তেমন মা নয়।

তাজ। তা জানি, তবু আজ থাক।

আদিল। বারম্বার নিষেধ কর্‌ছ কেন তাজ!

তাজ। জাঁহাপনা বাঁদী এক বিশেষ অপরাধ করেছে!

আদিল। অপরাধ, তোমার অপরাধ! কি ক’রে অপরাধ কর্‌’তে হয়, তুমি যে জান না তাজ!

তাজ! বলুন, বাঁদীর অপরাধ ক্ষমা কর্‌’বেন!

আদিল। না তা করবো না! এসে অবধি তোমার ওপর ক্রোধ করবার সুযোগ পাইনি। সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন ছাড়বো না। তা তুমি বল্‌তে হয় বল, না বলতে হয় নেই বল।

তাজ। মা ঘরে নেই।

আদিল। ঘরে নেই!

তাজ। না—আপনাকে বল্‌তে নিষেধ করেছেন বলে বলতে পারিনি। এই রাত্রের মধ্যেই তিনি ফিরে আসতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হয়, তথাপি তিনি ফিরে এলেন না—তাই আপনাকে জানাচ্ছি।

আদিল। কোথায় গেছেন?

তাজ। আমেদনগর।

আদিল। তাহ'লে আমেদনগর থেকে যে দূত এসেছিল, মা তার খবর পেয়েছেন?

তাজ। দূত কখন এসেছিল?

আদিল। এই রাত্রে—

তাজ। তাহ'লে পান্‌নি। তিনি তার বহুপূর্ব্বে চলে গেছেন। অপরাহ্নে মৃগয়ার ছল ক'রে, ছদ্মবেশে তিনি নগর পরিত্যাগ ক'রেছেন।

আদিল। সঙ্গে গেল কে?

তাজ। বোধ হয় কেউ নয়।

আদিল। হুঁ!—কোন হ্যায়?

(মল্লুর প্রবেশ)

মল্লু। হুজুরালি!

আদিল। জল্‌দি আমার ঘোড়া তইরি ক'রতে বলে দাও।

(মল্লুর প্রস্থান)

তাজ। রাত্রিটের শেষ পর্য্যন্ত দেখবেন না?

আদিল। আজই আমেদনগরে গিয়ে বিজাপুরে ফিরে আসা, এও কি সম্ভব তাজ! বিশেষতঃ রমণীর পক্ষে! তার ওপর সেখানে তাঁর প্রলোভন আছে। ভ্রাতুষ্পুত্র যদ্যপি তাঁর প্রলোভন না হয়, মরিয়মকে না দেখে রাণী কি ফির'তে পার'বেন মনে করেছ? চোদ্দ বৎসর তিনি মরিয়মকে দেখেন নি, তাঁর পুত্রকে কখনও দেখেন নি। এই সব প্রলোভন পরিত্যাগ মায়াময়ী চাঁদসুলতানার পক্ষে কি সম্ভব! রাণী! দিবারাত্রিই রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকি, তোমাকেও পর্য্যন্ত চিন্তা করবার অবকাশ পাই না। সেই আমি কাজ করতে করতে এক এক সময় মরিয়মের জন্য আকুল উঠি। তখন মনে হয়, মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে ভিখারীর বে

যদি ভগিনীর আমার দেখা পাই, তাহ'লে ভিখারী সেজেও তাকে একবার দেখে আসি। চির আদরের পালিত ভগিনী আমার, এক নির্ম্মম রাজার হাতে প'ড়ে, আরাম বাগান থেকে যেন চির দিবসের জন্ম নির্ব্বাসিত। মা তার সঙ্গে দেখা না ক'রে কখনও কি ফিরতে পারেন!

তাজ। তা আপনি যাচ্ছেন কেন জাঁহাপনা!

আদিল। কিন্তু তাজ! বিজাপুর রাজের গর্ব্বিত মস্তক আজ অবনত হ'ল! অনাহূতা ভিখারিণীর ন্যায়, আমেদনগরের রাজ গৃহে বীর আলি আদিলসার পত্নী—আমার মাতৃস্বরূপিনী চাঁদসুলতানা—ওই শোন আমেদ নগরের হাটে বাজারে আমার বংশের কলঙ্কবাহী কলরব!

তাজ। তা বুঝতে পেরেছি। তবে আপনি যাচ্ছেন কেন?

আদিল। আমি মাকে বিজাপুরে ফির'তে নিষেধ করে আস্‌বো।

তাজ। সেইটেই কি কর্ত্তব্য?

আদিল। অথবা তাঁর স্বামীর প্রদত্ত রাজ্য তাঁর হাতে প্রত্যর্পণ ক'রে, আমি ফকিরী গ্রহণ করবো।

(মল্লুর প্রবেশ)

মল্লু। জনাব আলি! ঘোড়া তৈয়ার।

আদিল। চল—আমিও তৈয়ার! (মল্লুর প্রস্থান) তাজ! রাণী ফেরেনতো আমি ফিরবো না—আমি ফিরিতো রাণী ফিরবে না। তুমি ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের জন্ম প্রস্তুত হও।

তাজ। জাঁহাপনা! অধিনীর একটা নিবেদন—

আদিল। সাবধান! শঙ্কট সময়ে বাধা দিয়ে আমার বিরক্তি ভাজন হয়ো না। [প্রস্থান।

তাজ। কি করলুম! নিজের সুখে ঈর্ষা ক'রে আমি আমার বাদী হ'লুম!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[কাল—প্রভাত]

বিজাপুর রংমহলের দরদালান।

মল্লু ও খতিজা।

খতিজা। ওরে খোজা—

মল্লু। কেন? (বিকৃতস্বরে) বেটী যেন মৌটুস্‌কি—

খতিজা। তা এত দিনে ঠাওর পেলি! বেটার আমার কি জিবের সাড়—এবার থেকে ছাতু খাবার সময় আমাকে ডাকিস্—তুই চোক বুজে খাবি, আর আমি কাণ ধরে তোরে বাক্যি দেব। নইলে কোন দিন শুক্‌নো ছাতু গলায় আট্‌কে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবি। এমন সুখের চাকরী পাবি কোথা?

মল্লু। নাম ধরে ডাকতে পারিস না?

খতিজা। তোর আবার নাম আছে?

মল্লু। কেন থাক্‌বে না—কাসমাদাদ হোসেন বক্‌স ছিশ্মত মল্লু ফারোখী।

খতিজা। থাম্ থাম্ বেটা থাম্—বেটার নামে যেন গৃহিনী রোগ হয়েছে—আধঘণ্টা ধরে জড় মরে না। কাল মৌলবীর কাছে গিয়ে নাম ছাঁটিয়ে চাঁচিয়ে সোজা ক'রে আনিস্। এখন যা বলি শোন্—রাজাকে ফিরিয়ে আন্।

মল্লু। হুজুরালি এতক্ষণ দশক্রোশ গিয়ে পড়েছে—কেমন ক'রে ফেরাবো!

খতিজা। যেমন ক'রে পারবি ফেরাবি, নইলে বেটা হট বলতে ঘোড়া তইরি করলি কেন?

মল্লু। হুজুরালী যে হুকুম করলে!

খতিজা। হুজুরালী যদি তোকে খাবার জন্যে বিষ আন্‌তে বলে তুই বিষ এনে দিবি—

মল্লু। তা দেবো কেন?

খতিজা। এই যে এনে দিলিরে বেটা!

মল্লু। কই বিষ আনলুম!

খতিজা। হাত শুঁকে দেখছিস্ কি? রাজাকে ঘোড়া এনে দিলি না!

মল্লু। তাতো দিলুম—

খতিজা। তবে আর বাকী রাখলি কি? রাজা যে সেই ঘোড়ায় চেপে, বিবাগী হয়ে গেল—

মল্লু (ক্রন্দনভাবে) এঁঃ—

খতিজা। এঁঃ—সর্ব্বনাশ করলি! রাজা আর আসবেনা ব'লে চলে গেছে—

মল্লু। কি বল্‌লি—আয়ীবুড়ী!

খতিজা। আর বলব কি আমার মাথা? (কপালে করাঘাত। উভয়ের ক্রন্দন)

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। কর্‌রিস কি, করিস কি আয়ী! এখনি দেশশুদ্ধ জানাজানি হবে! রাজ্যঘেরা শত্রু, এখনি সর্ব্বনাশ হবে।

খতিজা। (উচ্চকণ্ঠে) চুপ কর্‌বো বই কি মা! বুড়ো বয়সে আর কতক্ষণই বা কাঁদবো—ওরে চুপ কর্, আর চেঁচিয়ে লোক জানাজানি করিসনি।

মল্লু। কি হল মা!—কি করলুম মা!

তাজ। তোর অপরাধ কি! নে উঠে আয়—হুঁসিয়ার, আর একটুও গোলমাল করিস্‌নি।

[প্রস্থান।

মল্লু। ও আয়ী বুড়ী—কি করলুম?

খতিজা। চুপ কর্, লোক আস্‌ছে—

মল্লু। ও আয়ী বুড়ী!

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

খতিজা। আরে মর্ চুপ কর, কি কর্‌বি—অমন ঘঁরে ঘরে হয়ে থাকে—

সকলে। কি হয়েছে! কি হয়েছে আয়ী বুড়ী? কি হঁয়েছে মল্লু

মল্লু। বিবি! সর্ব্বনাশ হয়েছে—

খতিজা। (মুখে হাত চাপিয়া) চুপ কর আঁটকুড়ির বেটা! আমি বল্‌ছি। মল্লুর বৌটি মরে গেছে মা! বেচারীর একেবারে গৃহ শূন্য হয়েছে।—

১ম প। ওমা কি ক'রে মল গো!

খতিজা। মল্লুর শোকে অধৈর্য্য হয়ে অন্যমনস্কে একটা আস্ত ভেড়া খেয়ে ফেলেছিল—বেটা ভেড়া পেটে ঢুকেই একেবারে সিং এর গুঁতো মেরেছে—কচি পেট ফেঁসে গেছে।

২য় প। হায় হায় হায়! সেখানে কেউ ছিল না?

খতিজা। থাক্‌বেনা কেন—থাকবেনা কেন রে ছুঁড়ি—তুমি আমার মল্লুধনের অকল্যাণ কর। মল্লুর শ্বশুর বাড়ী লোক গিস্‌গিস্ করছে—আর তুমি ছুঁড়ি এসে অকল্যাণ ক'রে বল্‌ছ লোক নেই!

২য় প। তা মরুকগে যত পারে থাকুক না। আমি কি তাদের মরতে বলছি। লোক থাকলো—কেউ গলায় সাঁড়াশী দিয়ে বৌটার গলা থেকে ভেড়াটাকে বার করে নিলে না।

খতিজা। তখন সিং নাড়ছে, এগোয় কে।

৩য় প। তোরাও যেমন ন্যাকা ছুঁড়ী—খোজার আবার শ্বশুর বাড়ী কি?

সকলে। ওমা তাইত!

খতিজা। ওমা তাইত!

তয় প। বুড়ীর যত বয়স যাচ্ছে, ততই রস বাড়ছে—নে চলে আয়।

খতিজা। আর কেন মল্লু, সরে পড়। আবার একটা কে আসছে—

মল্লু। তাইত তাইত—আবার কে আসছে যে!

(উভয়ের প্রস্থান)

(চাঁদ বিবির প্রবেশ)

চাঁদ। একটুখানি অন্তরাল হয়েছি—আর অমনি বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। তাজ!

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। য়্যাঁ! সত্যি সত্যিই মা তুমি এলে!

চাঁদ। আসবোনাত থাকবো কোথায়? আমি কি বাপের বাড়ীর নিমন্ত্রণে গেছি মা! তবে আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে। উষার ললাটে সিন্দুর রেখা দেখা দিয়েছে। যা ভয় করে গিছলুম, তাই। মা! যদি না যেতুম, আজ প্রভাতে আমেদনগরের দুর্গচূড়ায় মোগল পতাকা উড্ডীয়মান হত। বিনা রক্তপাতে মোগলকে পরাস্ত ক'রে এসেছি। আসতে কিছু বিলম্ব হয়েছে—আমার সন্তানত কিছু বুঝতে পারেনি মা!

তাজ। মা! তুমি কি ঠিক ফিরে এলে!

চাঁদ। কেন মা—সন্দেহ হচ্ছে? এসেছি—কিন্তু কি ক'রে এসেছি জান? সেই অন্ধকারময় নিস্তারকা আমেদ নগরের গগনে চপলাপ্রতিভায় এক একবার আমার প্রাণের মরিয়ম মূর্ত্তি ভেসে উঠেছিল। যে আকুল আবেগে নব বিকশিত কুসুমমালিকা মমতাসৌরভে আমাকে মত্ত করতে শৈশবে আমার গলা জড়িয়ে ধরতো, ঠিক যেন সেই আবেগ! মা!

ছায়ামূর্ত্তি সমস্ত জীবন অন্তরস্থ করে, আমার হৃদয়পার্শ্বে এসে আমার সেই মমতার অনুসন্ধান করেছে! খুঁজে পেলে না ব'লে, আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মরিয়ম! অভিমান-গর্ব্বিতা সোদর কর্ত্তৃক অবজ্ঞাতা মরিয়ম! আমিও তোর নির্জ্জন কারাগারের দ্বারে আঘাত ক'রে উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ফিরে এলুম! উঃ! আমি এত নিষ্ঠুর তাতো জানতুম না। আয় তাজ! নির্জ্জনে ব'সে তোকে আর আমার সন্তানকে আমার মর্ম্মব্যথার উপহার প্রদান করি।

তাজ। মা!

চাঁদ। কি তাজ! বারংবার তুমি এমন ভাবে সম্বোধন করছ কেন! তোমার স্বামী কই?

তাজ। তিনি গৃহে নেই।

চাঁদ। তিনি কোথায়?

তাজ। তিনি তোমার অনুসন্ধানে আমেদনগরে চলে গেছেন।

চাঁদ। তাহ'লে তুমি তাঁকে আমার কথা বলেছ?

তাজ। প্রভাত হয় দেখে কথা গোপন রাখতে পারিনি।

চাঁদ। তা তুমি বেশ করেছ। কিন্তু সে নির্ব্বোধ গেল কেন? প্রভাত পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা কর'তে পার'লে না? তুমি আমাকে শৈশব থেকে দেখনি, সেতো দেখেছে—বেশ, তুমিই হও আমার মর্ম্মকাহিনীর শ্রোত্রী। সে আসবে, হাত জোড় করে আমার কাছে সাধবে, তবে শুনতে পাবে, নইলে নয়।

তাজ। তিনি বুঝি আর আসবেন না।

চাঁদ। আসবেন না! গোপন রেখোনা—কি হয়েছে আমাকে প্রকাশ করে বল। ওকি! কাঁদছ কেন—বল।

তাজ। মা! মতিহীনা কন্যাকে রক্ষা কর। (পদধারণ)

চাঁদ। কেন মা! তোমার সঙ্গে কি কলহ ক'রে তিনি চলে গেছেন?

তাজ। তা যদি বলতে পারতুম মা, তাহলেও আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম। কত সুখী হতুম। স্বামী আপনাকে বিজাপুরে ফিরে আসতে নিষেধ করতে গেছেন।

চাঁদ। বুঝতে পেরেছি! তার বিশ্বাস হয়েছে, আমি বিজাপুরের মর্য্যাদা নষ্ট করেছি। বিজাপুরে গিয়ে মরিয়মের সঙ্গে দেখা করেছি—ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু আমি যে এসে পড়েছি তাজ!

তাজ। তুমি থাকলে, তিনি আর বিজাপুরে আসবেন না।

চাঁদ। বটে! তা বেশ—তার রাজ্যের চেয়ে অভিমান বড় হ'ল! তা হোক—কিন্তু মা! আমার স্বামীর অতিযত্নের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য—আমি একটা অল্পবুদ্ধি যুবকের খেয়ালে এ রাজ্য ধ্বংস হতে দিতেতো পারবো না। আমার স্বামী শক্তিমান আলি আদিলসা যে সময় ঘাতকের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, তখন আমি বালিকা। আমি তৎপূর্ব্বে তাঁরই পদ-প্রান্তে ব'সে, রাজনীতির গূঢ় রহস্য অল্প অল্প শিক্ষা করেছিলুম। মৃগয়াতেও অশ্বারোহণে আমি তাঁর সঙ্গিনী—সিংহের হৃদয় বিদ্ধ করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন তিনি আমার কাছে পরাস্ত হতেন, তখন পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে ঊর্দ্ধে চেয়ে করযোড়ে বলতেন, "ঈশ্বর! চাঁদকে আমার চেয়ে রাজ-নীতিতে শক্তিশালিনী কর!" সেই স্বামী মৃত্যুকালে তার নয়বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রকেও, সাত বৎসরের বালিকা মরিয়মকে আমার হাতে সমর্পণ করে যান। মা তুমি জান না সে কি অবস্থা! স্বামি-শোকার্ত্ত বিধবা বালিকার অঙ্কে দুটী পিতৃমাতৃহীন বালক—আর সম্মুখে কণ্টকময় নরারণ্য তুল্য বিশাল রাজ্য। একদিকে তোমার পিতা—ইমাদসাহী বংশের শক্তিশালী প্রতিনিধি, অন্য তিন দিকে কুতবসাহী, হুসেনসাহী ও আমার পিতৃকুল নিজাম সাহী—চারিদিক থেকে প্রবল বন্যার বিভিষিকা! নদীগর্ভে বিদ্রোহী সরদারদের উত্তেজনার তরঙ্গ মধ্যে শিশু রাজাকে উপলক্ষ ক'রে, তরণীর কর্ণধাররূপে একমাত্র রমণী। তার মধ্যে স্বামীর আশীর্ব্বাদ মাথায় করে,

ঈশ্বরের কৃপায় আমি সমস্ত আপদ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি; শিশু রাজাকে তীরে এনে সকল শোভাময় শান্তিময় উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাকে আমি কোন প্রাণে ভেঙ্গে দেবো তাজ! তোমার সন্তানকে এনে দাও— আমি তাকে আবার অবলম্বন করে বিজাপুর রাজ্য শাসন করি।

তাজ। ক্রোধ ক'রনা মা! ক্রোধ ক'রনা।

চাঁদ। ক্রোধ কার ওপর করবো? মূর্খের ওপর ক্রোধ ক'রে— আপনাকে মিছে পীড়িত করবো কেন মা! চলে এসো।

(প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আমেদনগর—রাজপথ।

ছদ্মবেশে আদিল।

আদিল। কিছুইত বুঝতে পারছি না! গাঢ় রজনীতে নিদ্রামগ্ন গৃহস্থের ন্যায় সমস্ত নগর নিস্তব্ধ। বিদ্রোহের লক্ষণ তো এখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না! মালোজীর নামে পত্র লিখে কেউ আমাকে প্রতারণা করলে না কি! চাঁদ সুলতানার আসবারও ত কোনও চিহ্ন নেই। এত লোকের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হ'ল, যা এলে একজনও কি তাঁর নাম মুখে আনতো না! বিজাপুরের কোহিনুর আমেদনগরে কি এতই মূল্যহীন যে, অন্যমনস্কেও একটা লোক তাঁর নাম করলে না! এ কি প্রহেলিকা!

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা! কি করবো আদেশ করুন!

আদিল। আমি একবার রাজসভা পর্য্যন্ত না গিয়ে ফিরছি না।

হামিদ। সে কি জনাবালি! যদি কেউ জানতে পারে?

আদিল। তুমি নিত্য দেখছ, তবু তুমি কি আমাকে জানতে পেরেছিলে! এখানে আমাকে চেনবার কে আছে? যদি কেউ চিনতে পারে ত সে এক মালোজী। সে চিনলে আমার অনিষ্ট নেই। যতক্ষণ না ফিরবো, ততক্ষণ সমস্ত পলটন নিয়ে তুমি ভীমানদীর তীরে আমার অপেক্ষা কর।

হামিদ। একজন রক্ষী না হয় সঙ্গে দি।

আদিল। কিছু প্রয়োজন নেই। শেষ পর্য্যন্ত খবর না নিয়ে, কিছুতেই আমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারছি না। আমি সহরের মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম।

হামিদ। তাইতো এ ত আশ্চর্য্য কথা! রাণী এলেন, কেউ তার সন্ধান রাখেনি! এই কতকগুলি স্ত্রীলোক আসছে, এদের কাছে খবরটা নেওয়া যাক্।

(কলসী মস্তকে নাগরিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

পলকে চলকে জল, পা টিপে টিপে চল্।
আকুল কলস ভরা অমিয়া টল টল্॥
কমল নয়ন তোর, কি দেখে এত বিভোর,
কোথা কে মনচোর গোপনে করে ছল্॥
বিপাকে পাকে পাকে, এত কি টানে তোকে,
চলিতে পড়া ঝুঁকে, দেহটী টলমল্।
বেঁধে নে কটি সখি, হৃদে নে ভরি বল॥

১ম না। একটু সকাল সকাল চল্ ভাই! শুনছি মোগলদের সঙ্গে লড়াই বাধবে। সন্ধে বেলায় কে কোথায় দুসমন লুকিয়ে আছে বলা তো যায় না! খপ্ করে যদি হাত ধ'রে ফেলে, তাহ'লেই ইজ্জত নষ্ট।

২য় না। শুনেছি, আকবর সার হারেমে আর বেগম ধরে না।

১ম না। ভাল ভাল সহর থেকে ভাল ভাল আওরৎ চুরি করেছে, আর হারেমে পুরেছে।

৩য় না। হাঁ ভাই আকবর সাকে দেখতে কেমন?

২য় না। কেন, তার হারেমে ঢোকবার ইচ্ছে হয়েছে না কি!

৩য় না। তোবা, আমরা পাঠানী, মোগলের হারেমে ঢুকতে যাবো কেন?

১ম না। তবে তার চেহারা জানবার দরকার কি?

৩য় না। ভেবে দেখতুম, বেগমগুলো তার কি সুখে আছে। ভোগত৹ আর কেউ করতে পারবে না, চেহারাটা ভাল হ'লে তবু দেখে সুখ পেতো।

২য় না। শুনেছি খুব খুব্‌সুরত।

১ম না। পোড়া কপাল! খুবসুরত। অঙ্গ কুচ্ছিৎ, চোকটা টেরা, নাকটা আধখানা বসা, দাঁতগুলো আড়াই হাত ঝুলে পড়েছে—বাহারন্দীর নানীকে দেখিসনি—ঠিক তার মতন রঙ্‌টা—

৩য় না। তুই দেখেছিস্ নাকি?

১ম না। ও আর দেখতে হয় না—না দেখেই বুঝে নিয়েছি। চোকের মারে যে কাজ হয়, সেই কাজে কিনা চুরি! চেহারা না দেখেই বুঝেছি—ও ঠিক বাহারন্দীর নানী।

৩য় না। সে তো মেয়ে মানুষ।

১ম না। হলেই বা মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষের কি কখন পুরুষের চেহারা হয় না?

২য় না। তা আমি শুনেছি—খুদের চাচীর গল্প—তার বাপের বাড়ীর দেশে মধুমিয়া বলে এক মাগী ছিল, সে গোঁফে চাড়া দিয়ে রাজার দেউড়ীতে পাহারা দিত।

৩য় না। পোড়া কপাল সে রাজার, দেশে কি আর আদমি ছিল না। মেয়ে মানুষে দেউড়ী রাখে!

২য় না। কেন, এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে মেয়ে মানুষে পুরুষের কাজ করে।

১ম না। এই মগের মুলুকে—মেয়েরা হাট বাজার করে, পুরুষে ঘরে ব'সে ছেলে আগলায়।

২য় না। মগের মুলুক অতদূর যেতে হবে কেন—এই আমাদের দেশের পাশে অমন ধারা দৃষ্টান্ত রয়েছে যে।

৩য় না। কোথায় ভাই?

২য় না। কেন, এই বিজাপুরে! রাণী লড়াই করে, আর রাজা ঘরে বসে পেস্তা খায়।

আদিল। (স্বগতঃ) রমণী মহলে তা হ'লে দেখছি আমার খুব পশার। (প্রকাশ্যে) হাঁগা তোমরা বিজাপুরের কথা কি বলছ?

১ম না। তুমি কে?

আদিল। আমি বুরহানপুরী।

১ম না। তা তুমি এখানে কোথায় এসেছ?

আদিল। বিজাপুর যাব, পথে রাত্রি হয়ে যাবে—তাই এই সহরের চটীতে আজকের মতন বাসা নেবো বলে চলেছি।

২য় না। হাঁগা তুমি বিজাপুরের খবর জান?

আদিল। খুব জানি—

৩য় না। হাঁগা তাদের রাণী নাকি লড়াই করে?

আদিল। খুব করে।

২য় না। আর রাজা?

আদিল। অন্দরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কেবল পেস্তা খায়।

১ম না। তুমি তাকে দেখেছ?

আদিল। দেখেছি বই কি, এই কতকটা তোমাদেরই মতন।

২য় না। একটা মানুষ আমাদের সবার মতন কি রকম ?

আদিল। এই মুখ খানা তোমার মতন, চোকটী এর মতন, ঠোঁট দুখানি এই বিবির মতন।

১ম না। আর গোঁফ জোড়াটা তোমার মতন ?

আদিল। এই তুমি কতকটা বুঝতে পেরেছ। তবে ঠিক আমার মতন নয়—এই তোমার যদি গোঁফ বেরুতো, আর এর যদি দাড়ী গজাতো, তাহ'লে কতকটা মিলতো বটে।

১ম না। আমার গোঁফ বেরুবে, ওর দাড়ী গজাবে, তাহ'লে তুই আঁটকুড়ী বেটার থাকবে কি ?

আদিল। আমার তাহ'লে (ওয়কে দেখাইয়া) এই বিবিটি থাকবে। কেমন বিবি, থাকলে চলে ?

১ম না। ওরে মোগল রে—মোগল।

সকলে। ওরে ধরলে রে ধরলে—(পলায়ন)

হামিদ। কি আশ্চর্য্য ! এরা খবর দেবে কি ! আমাদের রাণী যে আমেদনগরের কন্যা এরা কেউ সে খবর পর্য্যন্ত রাখে না, আর জাঁহাপনা সেই মায়ের তল্লাস করতে আমেদনগরে এসেছেন। রাণী এখানে এলেন, পাখী পক্ষীতে টের পেলে না ! জাঁহাপনা ! আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়—স্ত্রীলোক গুলো চীৎকার করতে করতে চলে গেলো—আপনি প্রস্থান করুন। থাকলে হয়ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।

আদিল। তুমিও আর এখানে মিছে বিলম্ব কর না। [প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

সকলে। কই কোথায় মোগল ? কোথায় মোগল ?

হামিদ। কি হয়েছে কি হয়েছে ভাই সব !

১ম না। দেখ দেখি ভাই, শালা মোগলের আক্কেল—

হামিদ। কি করেছে—শালা মোগল কি করেছে?

১ম না। শালা আমাদের বউদের তামাসা করেছে।

হামিদ। বটে বটে! শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের বউদের তামাসা করে!

সকলে। খুন কর, শালাকে খুন কর।

হামিদ। থাক থাক্—আমি মিটিয়ে দেবো এখন। আমি মিটিয়ে দেবো এখন।

১ম না। মিটিয়ে দেবে কি! শালা কি আমাদের অপদার্থ মনে করেছে!

হামিদ। আরে ভাই সে শালা বোকা। নইলে তোমাদের তামাসা না ক'রে, তোমাদের বউদের তামাসা করে! শালার কাণ মলে ইস্নাদ দিয়ে দেবো এখন।

১ম না। আমাদের তামাসা!

২য় না। আমাদের তামাসা করবে, এত বড় আদমি তুনিয়ায় আছে। আমরা উজীর সাহেবের দল।

হাদিম। এখানে আবার দলাদলি আছে নাকি?

১ম না। য়্যাঁ তুমি কোথাকার লোক?

হামিদ। এই মাটী করেছে। শালারা দেখছি একটা গোল বাধায়। —এই এতক্ষণ দোস্তিগিরি করলুম, তোদের হয়ে মোগলের সঙ্গে এত লড়লুম—হাত একেবারে বাড়িয়ে রয়েছি—শালার কাণ পেলে এই এমনি ক'রে মোচড় দি। এতক্ষণ পরে হলুম কোথাকার লোক! এইটেই কি ভাই কথা হল!

১ম না। তাহলে দলাদলি আছে কিনা জাননা?

২য় না। জানেনা যখন, তখন বলেই দেনা ভাই।

হামিদ। হাঁ, জানাজানির কথায় দরকার কি? জানবো না কেন, তবে তোদের কাছে শুনলে জানবার কিছু রস হয়।

২য় না। শুনতে আমোদ পায়, শুনিয়ে দে।

১ম না। এখলাস খাঁর সঙ্গে উজীর সাহেবের ভারি রেশারেশি চল্‌ছে।

হামিদ। বটে বটে! তারপর?

১ম না। কালই একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে গিছলো।

সকলে। ভারী রক্ষা হয়ে গেছে।

হামিদ। কি করে হল?

১ম না। আমরাও তইরি হ'য়েছি—এখলাস খাঁও তইরি হ'য়েছে—লড়াই বাঁধে—এমন সময়—বলবো কি রে ভাই—এক পরী এসে উপস্থিত হ'ল!

হামিদ। তারপর!

১ম না। এসেই এখলাস খাঁকে বললে—এখলাস, তুমি চুপ্ রও—এখলাস অমনি চুপ্। তারপর উজীর সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—মিয়ানমঞ্জু—তুমি চুপ্ রও—মিয়ানমিয়া অমনি চুপ্। আমাদের উভয় পক্ষের লোককে ডেকে বললে—তোরা চুপ্ র'—আমরা অমনি ঘুপটী মেরে চুপ্। [সকলে নাগরিকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান।]

হামিদ। তারপর?

১ম না। তারপর—ঝপর ঝপর করে বার দুই ডানার শব্দ হ'ল, আর কি—মাথা তুলে দেখি—পরীরাণী একেবারে আকাশে। [নাগরিকের সকল আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত।]

হামিদ। পরীরাণী চলে গেলেন?

১ম না। গেলেন বলে গেলেন—একেবারে দশদিক অন্ধকার ক'রে গেলেন।

২য় না। এখনও তিনি আকাশে উড়ছেন—তিনি যে কোন্ মুলুকে নাববেন, তা কেউ ঠিক করতে পারছে না।

হামিদ। আচ্ছা ভাই! একটা কথা শুনলুম, সেটা কি সত্যি? চাঁদ সুলতানা না কি কাল এসেছিলেন?

সকলে। (অতি মৃদুস্বরে) চুপ চুপ—

হামিদ। কেন বল্ দেখি?

১ম না। (মৃদুস্বরে) তিনিই—তিনিই—তিনি মরে পরী হয়েছেন।

হামিদ। বটে!

১ম না। নইলে আর তাঁকে কেউ দেখতে পেলে না কেন? সারা-রাত সমস্ত সরদারেরা তাঁর সন্ধান করেছে, কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান পায়নি!

হামিদ। রাণী?

১ম না। শুনেছি তিনি বিশ্বাস করেন নি?

হামিদ। তা সহরে তাঁর কোন কথা শুনতে পাচ্ছি না কেন?

সকলে। নিষেধ—নিষেধ।

১ম না। উজীরের কড়া হুকুম, কেউ যেন তাঁর কথা উত্থাপন না করে।

হামিদ। বুঝতে পেরেছি ভাই, তোমাদের সেলাম। তোমরা আমার ওপর বড় মেহেরবাণী করেছ—আর কাউকেও একথা প্রকাশ ক'র না। তা হ'লে ভাই সব, ঘরে যাও।

১ম না। তাহ'লে মোগল পালিয়েছে?

হামিদ। সে যখন তোমাদের সাড়া পেয়েছে, তখন কি সে আর থাকে—আর সে কথা তুলে কাজ নেই—ঘরের কথা—ঘরের কথা!

সকলে। ঠিক বলেছ মিয়া, ঘরের কথা—ঘরের কথা—চলে আয়—চলে আয়। [প্রস্থান।

হামিদ। এইত মায়ের সন্ধান হ'ল!

(আদিল সার পুনঃ প্রবেশ)।

আদিল। এই যে হামিদ! এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

হামিদ। জাঁহাপনা! যেতে যেতে মায়ের সন্ধান করছিলুম।

আদিল। আর সন্ধানে প্রয়োজন নেই—দেখা হ'ল ভালই হ'ল—সমস্ত পলটন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। মায়ের খবর পেয়েছি।

হামিদ। আমিও খবর পেয়েছি জাঁহাপনা! পেয়ে বুঝেছি, সৈন্ত রাখবার আর প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ করে আমরা যে কার্য্য সাধন করতে এসেছি, সুলতানার উপস্থিতিতেই সে কাজ নিষ্পন্ন হয়ে গেছে।

আদিল। আজই তুমি ছাউনি তুলে বিজাপুরে প্রস্থান কর।

হামিদ। আর আপনি?

আদিল। আমি হামিদ? আমি আমার বিজাপুর যাবার পথে কণ্টক দিয়েছি।

হামিদ। সে কি কথা হুজুরালি!

আদিল। আমার মহিমময়ী মায়ের মহত্ত্বে সন্দেহ ক'রে যে অপরাধ করেছি, অতি পাপীও কখন সেরূপ অপরাধ করে না।

হামিদ। কিছু করেন নি—চলে আসুন। বুঝেছি মা রাত্রেই বিজাপুরে ফিরে গেছেন।

হামিদ। তিনি সগর্ব্বে ফিরে গেছেন, কিন্তু আমিত ফিরতে পারলুম না।

হামিদ। কেন পারবেন না—রাণী ত আপনার মনের অবস্থা জানেন না।

আদিল। জানেন না—কিন্তু জানতে পারবেন।

হামিদ। কে তাঁকে জানাবে জাঁহাপনা! আপনার মনের কথা শুধু গোলাম শুনেছে। গোলামকে কি আপনি বেইমান জ্ঞান করেন?

আদিল। তুমি বলবে কেন—আমি নিজেই বলবো।

হামিদ। প্রয়োজন ?

আদিল। তবে কি আমি নিজের কাছে চোর হয়ে থাকবো ? তা হবে না—মায়ের সম্মুখে সমস্ত মনের পাপ জ্ঞাপন ক'রে মায়ের রাজ্য মাকে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করবো।

হামিদ। বেশ, ফিরেই চলুন।

আদিল। এসেছি—একবার ভগিনীকে দেখে যাই—আর ত দেখা হবে না। সর্ব্ব কোমলতার আধার রমণী! আমি যে স্নেহের আকর্ষণে আত্মহারা হয়ে মর্য্যাদা নষ্ট করতে চলেছি—তুমি কেমন করে সে আকর্ষণ ছিন্ন করলে!—ধন্য তোমার প্রাণ, ধন্য তোমার শক্তি। যাও হামিদ, তুমি স্বরাজ্যে ফিরে যাও।

হামিদ। আপনি না ফিরলে, ফিরবো না জাঁহাপনা।

আদিল। অবাধ্য হয়ো না—আমার হুকুম তামিল কর।

হামিদ। জান নিন্।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)।

বিষম টানে কুঞ্জবনে বাঁধা পড়েছে সখা।
প্রাণ যায়, নাইকো উপায়, দিয়ে আয় চোখের দেখা ॥
যদি লো পড়ে কেঁদে, চরণে বাহু বেঁধে,
যেয়োনা গলে লো সই, ঢ'লনা অবসাদে ;
নয়ন জলে তার ছলনা মাখা।
অধীর যদি প্রাণ কাতর হেরে, করলো ছুটো গান সরে সরে
কিম্বা সজনী, একটী মধুর বাণী,
শুনায়ো কানে কানে মন রাখা ॥

আদিল। আহাহা। একি মধুর! একি করুণ-রসময়! হামিদ! হামিদ! এ যে আমার পরিচিত কণ্ঠ—বাল্যে এইরূপ মধুর স্বরের আধার

বিজাপুরের উদ্যানকুঞ্জে উল্লাসময়ী প্রকৃতির ন্যায় সমস্ত তরুলতাকে সুধা-স্রোতে প্লাবিত করতো।

হামিদ। রংমহলের ভেতর থেকেই এ মধুর ধ্বনি আসছে।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

আদিল। এ সঙ্গীত কোথা থেকে উঠছে বলতে পার বাপু?

পথিক। কেন তুমি কি এ দেশের নও?

হামিদ। তা হ'লে জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

পথিক। ওটা রাণীর মহল—রোজ সন্ধ্যায় ওখান থেকে এই রকম একটী একটী গান ওঠে। বোধ হয়, রাণী গান করেন।

আদিল। এমন মধুর গান—শোনে কে?

পথিক। আর কে শুনবে—পাখী শোনে, খোদা শোনে—আর আমরা যদি কখন সন্ধ্যাকালে এ দিক দিয়ে পথ চলি, তা হ'লে আমরাও শুনি। কিন্তু কি দুর্ভাগা মিয়া—পশুপাখী যে গান শুনে বশ হয়, রাজা সে গানের মর্ম্ম বুঝলে না—কি যে বাইজীগুলোর হাতনাড়া—আর ভেড়ুয়াগুলোর কান নোড়া—তাঁর যে কি ভাল লেগেছে! ছিঁ ছি ছি!

[প্রস্থান।

আদিল। হামিদ! থাকতে হয় থাক—যেতে হয় যাও—আমি যাবো না।

[প্রস্থান।

হামিদ। দেখছি আপনি আত্মহারা, আমি কি আপনাকে ফেলে যেতে পারি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আমেদনগর—মরিয়মের কক্ষ।

মরিয়ম ও বাহাদুর।

বাহা। হাঁ মা! এ রাজ্যে দেখছি সকলেরই সব আছে, কিন্তু তোমারত কেউ নেই!

মরি। কার কি আছে, যা আমার নেই।

বাহা। সকলেরই আত্মীয় স্বজন আছে দেখতে পাই। দুঃখে এসে সান্ত্বনা দেয়, আর সুখের সময়ে এসে উল্লাস করে।

মরি। আমার সুখও নেই, দুঃখও নেই—কাজেই সান্ত্বনার সঙ্গীরও প্রয়োজন হয় না।

বাহা। না মা, আমার জানবার বড় কৌতূহল হয়েছে। এ রাজ্যের রাণী তুমি, কিন্তু মা তোমার মতন দুঃখী ত কেউ দেখি না। পিতা মাতায় ভ্রাতায়—তোমার এক এক প্রজার কেমন উজ্জ্বল সংসার! আর তোমার আপনার বলতে, কেবল কি মা এক জন হিন্দু রমণী! আর আছে বাঁদী, আত্মীয় কে কবে সান্ত্বনা করতে এসেছে মা!

মরি। তাতে ক্ষতি কি বাহাদুর—যে সুখে দুঃখে মর্ম্ম কথার আদান প্রদান করে—পিতা মাতা ভাই বন্ধু—তাকে যা বলতে চাও, সে সেই।

বাহা। সত্যি কথা বল না মা! তোমার আপনার জন কে আছে? আমেদ নগরের রাজা কি একজন ভিখারিণীকে ধরে এনে রাণী করেছেন!

মরি। এ প্রশ্ন আর কখন কারও কাছে করেছ?

বাহা। তা হ'লে তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করবো কেন? প্রজার কাছে মাথা হেঁট করবো!

মরি। বেশ করেছ! তোমার বুদ্ধিতে আমি সন্তুষ্ট হলুম। আমার সব আছে। কিন্তু বালক! বড় দুঃখ, তোমার নেই।

বাহা। আমার তুমি ত আছ! কিন্তু তোমার মা কই মা?

মরি। আমার মা ভুবনমোহিনী—তার রূপের প্রভায় চপলা হার মানে, তার গুণের টানে পশু পাখী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

বাহা। তিনি কি মানুষ, না আমাকে ভোলাবার জন্য কোন দেবতার উদ্দেশ ক'রে বলছ?

মরি। দেবতা তাতে সন্দেহ নাই—তবে আকার তার নারীর মতন। আর এক বিচিত্র কথা, তিনি এই অট্টালিকার কোন এক শান্তিময় পবিত্র গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বাহা। তুমি তাঁকে দেখেছ?

মরি। আমি দেখেছি—কিন্তু তুমি তারে দেখতে পেলে না? আদর সম্ভোগ আমার পূর্ণমাত্রায় মিটে গেছে। কেবল দুঃখ বাহাদুর, তার সামান্য অংশে তোমাকে আমি সুখী করতে পারলুম না।

বাহা। তিনি কে মা?

মরি। তিনি বিজাপুররাণী চাঁদসুলতানা। আমার সহোদর বিজা-পুরের পরাক্রমশালী সুলতান আদিলসাহ।

বাহা। বুঝিছি—আর তাঁদের দেখতে পাইনি কেন তাও বুঝিছি।

মরি। আমাকে না দেখে তাদের যা দুঃখ, তাদের না দেখে আমার তার শতাংশের এক অংশও দুঃখ নেই। কেবল তোমার পিতার আচরণে মর্ম্মাহত, তারা তোমাকেও দেখবার সুযোগ পেলেন না।

বাহা। মা এখন বুঝলুম, তুমি দুঃখিনী বটে, কিন্তু আমার দুঃখের অন্ত নেই।

মরি। তুমি আমেদ নগরের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বর। ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবন নিয়ে তোমার দুঃখ করা শোভা পায় না। সর্ব্বসন্তাপহারী ঈশ্বরকে মনে প্রাণে স্মরণ কর; যদি এ অভাব পূরণ করবার হয়, তিনিই তা পূরণ করবেন।

বাহা। (করজোড়ে) ঈশ্বর! তোমার কাছে কখন কিছু চাইনি—কি যে চাইতে হয় জানি না। আমার প্রথম প্রার্থনা—আর প্রভু! এই আমার শেষ—দয়া করে আমার মনের বাসনা পূর্ণ কর।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। বেগম সাহেব!

মরি। কি খবর বাঁদী?

বাঁদী। মা! একটা পাগলা আমাকে বলে কি, তোদের রাণীকে দেখাবার কোনও উপায় করতে পারিস, তা হ'লে তোকে লাখো টাকার মেকদার জহরাৎ বক্‌সিস দি।

মরি। তাকে কোথায় দেখতে পেলি?

বাঁদী। সে বাগানের পাচিলের ধারে ধারে ঘুরছিল।

মরি। পাহারায় কেউ নেই?

বাঁদী। কেউ নেই। শুনলুম উজীর সাহেব কি জন্য সমস্ত খোজা পাহারাদারদের তলব ক'রে নিয়ে গেছেন।

মরি। লোকটাকে দেখে কি রকম বোধ হল?

বাঁদী। দেখে তার এক পয়সারও মুরদ আছে বলেতো বোধ হয়না।

মরি। হুঁ! মন্‌সবদারণীকে তলব দে।

[বাঁদীর প্রস্থান।

নেপথ্যে। পাকাড়ো পাকাড়ো, হুঁসিয়ার, চোর না ভাগে—পাকাড়ো!

(বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ)

বাঁদী। পালান হুজরাইন—পালান—বাগানে দুস্‌মন্ ঢুকেছে।

বাহা। পালাব কেন—নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছি, চোরের ভয়ে পালাবো!

মরি। শিগ্‌গির যশোদা বাইকে ডেকে দে।

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই—দুস্‌মন্‌ গ্রেপ্তার।

(যশোদার প্রবেশ)

মরি। হাঁ সই! আমার বাড়ীর কানাচে পুরুষ মানুষ বিচরণ করে—তোমার স্বামী কি রকম হুঁসিয়ার!

যশোদা। সে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে আমার স্বামীর কাছে নীত হয়েছে। সে বলে আমি বিজাপুরী। তাই সরদার তাকে শাস্তি দিতে আপনার হুকুমের অপেক্ষা করছেন।

মরি। তোমার স্বামী কি তাকে চেনেন না?

যশোদা। তিনি ত বলেন, কখন তাকে সেখানে দেখিনি।

মরি। খাস কামরায় পরদা দাও—লোকটাকে সেখানে এনে হাজির কর—তোমার স্বামীকেও হাজির থাকতে বল। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আমেদনগর—বেগমমহল-সংলগ্ন উদ্যান।

হামিদ ও রঘুজী।

রঘুজী। তুই এখানে কি করতে এসেছিস্?

হামিদ। তাইত কি করতে এসেছি—ভাই ঠাওর করতে পারছি না।

রঘুজী। (হামিদের মস্তকে বাদ্য)

হামিদ। খুন করবে খুন কর—মাথায় চাটী মারছ কেন বাবা?

রঘুজী। (মাথা নাড়িয়া) তাইত! এটা কি পাখোয়াজ নয়!

হামিদ। সেটা কি বুঝতে পারছ না?

রঘুজী। (পুনঃ বাদ্য) কই ঠাওর করতে পারছি না।

হামিদ। ঠাওর করতে পারছ না!

রঘুজী। কি করে পারবো! তুমি লম্বাচৌড়া সা-জোয়ান, তুমি রাজার অন্দর মহলের দিকে কি করতে এসেছ, যদি ঠাওর না করতে পার, আমি দুগ্ধপোষ্য বালক হয়ে ঠাওর করবো!

হামিদ। তা হ'লে আসল কথা বলি, পথ ভুলে এসেছি ভাই!

রঘুজী। (হামিদের পৃষ্ঠে আরোহণোদ্যোগ)

হামিদ। কি করছ?

রঘুজী। তাই ত একি করছি—পথ ভুলে উঠে পড়েছি ভাই, পথ ভুলে উঠে পড়েছি।

(মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। ব্যাপার কি?

রঘুজী। হুজুর! এই লোকটা অন্দরের ভিতর প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। তাই একে পাকড়াও করে হুজুরের কাছে এনেছি।

মল্লজী। এরূপ অসমসাহসিক কাজ করছিলে কেন?

হামিদ। যখন করে ফেলেছি, তখন নিরুপায়।

মল্লজী। গর্দ্দান যাবে জানো?

হামিদ। যাবেই যখন, তখন আর জানা জানিতে দরকার কি?

মল্লজী। যদি সত্য বল ত ক্ষমা করতে পারি।

হামিদ। মিথ্যা বলবার প্রয়োজন ত কিছু দেখি না।

মল্লজী। তা হ'লে কেন এখানে প্রবেশ করেছিলে?

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। ও করেনি।

(যশোদা ও বাদীর প্রবেশ)

বাদী। হাঁ হাঁ। ও নয়—এই। এই আমাকে লাখটাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল।

আদিল। তা হ'লে নিরপরাধকে ছেড়ে দিয়ে আমাকেই শাস্তি দিন সরদার!

মল্লজী। তাই ত তোমরা কি উন্মাদ! তোমাদের ভাব তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

যশোদা। (স্বগতঃ) একি! তাইত একি! এ যে ছদ্মবেশে বিজাপুর-রাজ! স্বামী আমার চিনতে পারলেন না! রাণী পরদার অন্তরালে—তিনিও কি চিনতে পারলেন না; কিন্তু জাঁহাপনা, এত আবরণেও আপনি যশোদার তীব্র চক্ষুকে প্রতারিত করতে পারেন নি।

মল্ল। তোমার মরণের এত আকাঙ্ক্ষা কিসের জন্য মিয়া—কি দুঃখে?

আদিল। সে বিষয় জানবার তো দরকার নেই—মৃত্যুই যদি আমার শাস্তি—তা হ'লে সে শাস্তির বিধান করুন্।

যশোদা। দুঃখে কেন—রোগে। নিদানের শেষ পাতায় সেই রোগের লক্ষণ লেখা ছিল—নিদেনের পাতা ছিঁড়ে গেছে। এখন খুঁজে ধরতে হয়। সরদার! আপনি একদিন যে রোগে বিজাপুররাণীপালিতা এক ক্ষত্রিয় বালিকার লোভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিছলেন, এ সেই রোগ—আমেদনগরের ঘরেও বুঝি এই লোভ লুকানো আছে।

আদিল। ছি ছি! কি লজ্জা, কি ঘৃণা!—কাজ নেই, আত্মপ্রকাশ করি, নইলে এরূপ তীব্র রহস্য আর আমি শুনতে পারবো না।

যশোদা। কেমন ঠিক বলেছি না জাঁহাপনা?

মল্ল। সেকি যশোদা? জাঁহাপনা!

যশোদা। (নতজানু) একি লীলা-রহস্য বিজাপুররাজ!

মল্ল। তাই ত—তাই ত! হুজুরালি! গোস্তাকি মাফ হয়।

আদিল। কিছু নয় ভাই—কিছু নয়—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বন্ধু তুমি—তোমার গোস্তাকি?

মল্ল। আর আপনি কে? একি সরদার হামিদ খাঁ! সেলাম সরদার।

হামিদ। সেলাম ভোঁসলে সাহেব।

রঘু। যা বাবা! এসব কি গোলমাল হয়ে গেল!

মল্ল। রঘুজী! শিগ্‌গির এদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

রঘু। মিয়া সাহেব! তুমিও পথ ভুলেছ, আমিও বাজাতে ভুলিছি—কিন্তু এখন?

হামিদ। বহুত আচ্ছা কাম কিয়া ভাই!

রঘু। আপ্‌ভি কিয়া—আপ্‌ভি কিয়া—(বারম্বার পরস্পরে সেলাম করণ ও প্রস্থান।)

মল্ল। কিন্তু হুঁসিয়ার, যেন রহস্য কোনমতে প্রকাশ না পায়।

যশোদা। আসুন জাঁহাপনা—বাঁদীর গৃহ পবিত্র করুন।

আদিল। সে কার্য্য পরে—অগ্রে আমার প্রাণের মরিয়মকে দেখাবার ব্যবস্থা কর।

যশোদা। যা বাঁদী, শিগ্‌গির রাণীকে খবর দে।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

মল্ল। এই যে—এই যে হুজুরালী, এই আপনার ভাগিনেয়।

আদিল। এই—এই—আহা! হে ঈশ্বর, আমার আদরের সামগ্রীকে দেখবার জন্য আমাকে যে বাঁচিয়ে রেখেছো,—এইতেই তোমাকে ধন্যবাদ! এস প্রিয়তম কাছে এস—(বাহাদুরের হাঁটু গাড়িয়া অভিবাদন) বুকে এসো।

বাহা। জাঁহাপনা! আমার জননী নিজামসাহী সুলতানা, আপনার কাছে এক নিবেদন জানিয়েছেন!

আদিল। কি বল বাপ্‌!

বাহা। আপনি এ দীন ছদ্মবেশে মাকে দেখবার অভিলাষ পরিত্যাগ করুন।

আদিল। বেশ।

বাহা। মহিমময়ী চাঁদসুলতানা যেভাবে আমেদনগরে এসে, যেভাবে আবার পরিত্যাগ ক'রে, গৌরবময় বিজাপুর-রাজের মর্য্যাদা রক্ষা করে গেছেন, বিজাপুর-রাজ, আপনিও তাঁর পদানুসরণ ক'রে সেই প্রকারে আপনার বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

আদিল। বেশ,—সেলাম সরদার। সেলাম সাজাদা! আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও নিজামসাহী বংশের গৌরব রক্ষা কর। কিন্তু তোমার মাকে জানিয়ে রেখো—এর পরে যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমার পিতা আমার বন্দী, তোমার মাতা আমার বন্দিনী।—সেলাম।

[প্রস্থান।

বাহা। যো হুকুম!

মল্ল। প্রভু! জাঁহাপনা! বিজাপুর-রাজ! ক্রোধ শান্ত করুন—দোহাই, ক্রোধ শান্ত করুন! ক্রোধ শান্ত হ'ল না! তা' হলে হুকুম করুন, গোলাম কি করবে!

আদিল। তোমার যা অভিরুচি।

মল্ল। জাঁহাপনা, তাহ'লে আমি আপনার দুস্‌মন হলুম।

আদিল। বেশ।

[মল্লজী ও আদিলের প্রস্থান।

(বেগে মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। যোশী—যোশী—ভাই! দয়া ক'রে বল্, আমি কি করলুম!

যশোদা। তুমি ঠিক করেছো রাণী! চাঁদসুলতানা যে তোমাকে কন্যা ব'লে কোলে নিয়েছিলেন, এতদিনে জানলুম তা সার্থক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[সময়—রাত্রি]

ছত্রমঞ্জিলের সংলগ্ন উদ্যান—আলোকমালায় সজ্জিত।

মল্লজী ও রঘুজী।

মল্ল। আ! মূর্খ রাজা! তোমার রাজ্য ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়েছে—আর এখনও তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, আমোদ প্রমোদে মত্ত রয়েছ!

রঘু। এই বাগানেই কি জাঁহাপনা বাস করেন হুজুর?

মল্ল। এই সেই প্রসিদ্ধ ছত্রমঞ্জিল। তাঁর বংশধরের মনুষ্যত্ব লোপ ক'রে রাজ্যটী ছারখারে দেবার জন্য রাজা বুরহান সা অগাধ টাকা ব্যয় ক'রে, এই মনোরম প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন এই উদ্যান রচনা ক'রে গেছেন। এমন সুবর্ণ আবরণের ভিতরে কীটের বাসা হবে, তাতো তিনি বুঝতে পারেন নি!

রঘু। না, ভোগ বটে! মাফ করবেন হুজুর! এমন ভোগে আপনার মতন লোকের ঈর্ষা করা ভাল দেখায় না।

মল্ল। এ কি ঈর্ষা হ'ল রঘুজী!

রঘু। হ'ল বইকি হুজুর! বুরহান সার কি এ ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়েছিল?

মল্ল। না, তাঁর হয়নি। যেদিন সমস্ত কারুকার্য্য শেষ হয়ে, এই মন্দির ব্যবহারোপযোগী হ'ল, অমনি বুরহান সার মৃত্যু হ'ল! প্রথম ভোগ এই রাজার। এঁরই প্রথম ভোগ, দেখছি এঁরই শেষ।

রঘু। তবে!—ইন্দ্রের ভোগের জন্যই বিশ্বকর্ম্মা নন্দনকানন রচনা করেছিলেন—নিজের ভোগের জন্য নয়।

মল্ল। তারপর? কাল যখন বন্যার স্রোতের মতন বিজয়ী বিজাপুরীর

সৈন্যস্রোত এই সোণার আবাসভূমি ভাসিয়ে দেবে? তখন এ নির্ব্বোধ রাজার ভোগ থাকবে কোথায়?

রঘু। তার আগে বীর মল্লজী থাকবেন কোথায়—তাঁর মওয়ালী পলটন থাকবে কোথায়? তাঁর ভৃত্য এই রঘুজী থাকবে কোথায়? তখন কে দেখতে আসবে হুজুর, রাজার ভোগ রইল কিনা! চাকর হয়ে বারবার প্রভুর সঙ্গে তর্ক করবো? প্রভু! আমি দেখতে পাচ্চি, আপনি কিঞ্চিৎ বোকা! রাজার বুদ্ধিহানির ত কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ভোগ করছেন। ভেবে মরছেন কেবল আপনি, আর আপনার মতন দু-চারজন বোকা সরদার।

মল্ল। ঠিক বলেছো রঘুজী! আমারাই বোকা। যার যতদিন ভোগ আছে—বিধাতা নিজে ভৃত্য হয়ে তার ভোগের উপকরণ যোগান দিয়ে যায়! গেল গেল ক'রে আজও ত আমেদনগর গেল না!

রঘু। যাওয়ায় কে? মিয়ানমঞ্জু যাওয়াবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু করলে কি হুজুর! দুস্মন নেহাঙ খাঁকে দিয়ে রাজ্য ধ্বংস করবার চেষ্টা করলে—নেহাঙ খাঁ এসে রাজার প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে। এই গোলামের কথাই ধরুন্ না হুজুর! এলুম আমি নেহাঙ খাঁর সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে লড়াই করতে, বিধাতা এক রমণীকে দিয়ে আমার চুলের মুঠি ধরিয়ে, আমাকে রাজার অন্দরের পাহারাদার নিযুক্ত করিয়েছে। এতেও আপনি রাজার ভোগে দুঃখ করেন!

মল্ল। বুঝেছি রঘুজী! আর ও-দুঃখের কাহিনী গাইবো না। এখন চল দেখি, যদি কোন উপায়ে রাজার সঙ্গে দেখাটা করতে পারি।

রঘু। কেন তাঁর ভোগে ব্যাঘাত দেবেন! তার চেয়ে চলুন, বাগানটা দেখে চক্ষুর ভোগটা মিটিয়ে যাই—আর এরূপ বাগান দেখতে পাবো কিনা তার ঠিক নেইতো হুজুর!

মল্ল। বেশ, চল।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। কোন্ হ্যায় ? কেও—হুজুর ! এখানে এমন সময় কেন জনাব !

মল্ল। রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম !

প্র। হুজুর ! (কপালে হাত দিয়া) কার সঙ্গে দেখা করবেন—আর কি দেখতে দেখা করবেন ? দেখে কেবল যাতনা পাবেন, অথচ কোন ফল হবে না।

মল্ল। বেশ, দেখা করবার প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে এক কাজ কর দেখি—আমার এই সঙ্গিটীকে এই বাগানের ভাল ভাল জায়গা সব দেখিয়ে দাও দেখি।

প্র। আইয়ে হুজুর আইয়ে। [সকলের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

হুঁসিয়ার রহো হুঁসিয়ার॥
নয়নামে নয়নামে গেল, উমদা খেলোয়ার॥
আভি চল্ সম্‌ঝে সাকি নেহি কুছ্ কাম্‌কা ফাঁকি,
ছোড় দিয়া তরী, পিয়া ইধির, থির নাহি কামদার।
আভি চল্ সম্‌ঝে সাকি, উখাড় যাগা জান,
পিয়াকো এহি মেলা খেলা, বহুত জবর টান,
লড়াই সমানে সমান—
হারনেসে লোকসান তেরি, জিত্‌নেসে পিয়ার।

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ)

২য় প্র। তাইতো ! কে এলো ! দুস্‌মন্ নাকি ?

(পশ্চাৎ হইতে যশোদার প্রবেশ ও প্রহরীর পৃষ্ঠে হস্তদান—

(প্রহরীর ভীতির অভিনয়)

যশোদা। চুপ কর্—ভয় নেই।

২য় প্র। কেও, বা—বা—! নওয়া বাইজী !

যশোদা। চোপরাও—বেয়াদব !

২য় প্র। (সেলাম) বেগম সাহেব ! মাফ কিজিয়ে—

যশোদা। এক কাজ কর্ দেখি—একজন বাইজীর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারিস্ ?

২য় প্র। কেমন ক'রে পারবো বিবি !

যশোদা। (পুরস্কার হস্তে দিয়া) দেখ্, পারিস্ত চেষ্টা ক'রে দেখ্।

২য় প্র। আসুন আমার সঙ্গে—

(ফয়জান বিবির প্রবেশ)

২য় প্র। এই—এইযে বিবি সাহেব ! একজন বাইজী আসছে।

ফয়। একটু হাঁফছেড়ে বাঁচি—আমাদের অবসাদ এলো—আর এ রাজার আমোদে অবসাদ এলো না গা !

যশোদা। ঠিক হয়েছে, তুই চলে যা।

২য় প্র। তা হ'লে এই বক্‌সিস্—

যশোদা। ও নিয়ে যা !

[প্রহরীর প্রস্থান।

ফয়। তুমিও পালিয়ে এসেছো ?

যশোদা। হাঁ ভাই ! বিপদে পড়ে আমিও এসেছি।

ফয়। না না আপনি কে ?

যশোদা। সে কথা পরে বলবো—এখন বল দেখি ভাই ! ফয়জান বিবির সঙ্গে কি ক'রে মুলাকাৎ হয়—

ফয়। তার কাছে কি প্রয়োজন বিবি সাহেব ?

যশোদা। দেখা না হ'লে বলতে পারবো না—

ফয়। বুঝতে পেরেছি, রাজাকে বাড়ী ফেরাতে হবে ?

যশোদা। তা যদি বুঝে থাকো—তা হ'লে তুমিই ফয়জান।

ফয়। আমিই ফয়জান।

যশোদা। অন্ততঃ একদিনের জন্য—ভাই!—তারপর আজীবন—

ফয়। থাক্—অনুরোধ করতে হবে না বিবি সাহেব!—আমি বন্দী—কিন্তু রাজার আচরণে আমিও সুখী নই—আমি পালাবো মনে করেছিলুম, কিন্তু পালালুম না—ফিরলুম।

যশোদা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। (ফয়জান বিবির প্রস্থান) তাইতো, আবার কে আসে যে—আমার স্বামীতো এই দিকে এসেছেন—তিনিতো ন'ন! যিনিই হোন এখন একটু গা ঢাকা দিই।

[অন্তরালে গমন।

(মল্লজী ও রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। হুজুর! দেখার ভোগ সার্থক হ'ল।

মল্লজী। তুমি এখন ঘরে যাও—আমি একবার উজীরের সঙ্গে দেখা করতে চললুম।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। না সরদার! সেখানে তোমার যাওয়া হবে না।

মল্লজী। একি! তুমি এখানে?

যশোদা। আমি কি আসি, ভগবান আমার চুলের মুঠী ধ'রে নিয়ে এসেছেন। তুমি যেতে পাবে না—তুমি যা বলতে হবে আমায় বলে দাও—আমি যাবো। কেন তা বলবো না।

মল্লজী। এই রাত্রে?

রঘুজী। কেন, মায়ের আমার কাকে ভয়।—আমি সঙ্গে যাবো।

যশোদা। কেউ যেতে পাবে না—আমি একা।

মল্লজী। বেশ চল—কি বলতে হয়, বলে দি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[সময়—রাত্রি।]

মিয়ানমঞ্জুর কক্ষ।

মিয়ানমঞ্জু ও চর।

মিয়ান। ঠিক দেখেছিস্?

চর। না দেখে কি জনাব, আমি আপনাকে খবর দিতে এসেছি। সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত তারা মল্লজীর ঘরে ছিল।

মিয়ান। ক'জন?

চর। প্রথমে একজনকে বাড়ী থেকে বেরুতে দেখি। তারপর দেখি, কোথা থেকে আর একজন এসে তার সঙ্গী হ'ল। কাছে গেলে পাছে রহস্য ভেঙ্গে যায়, এইজন্য দূর থেকে তাদের ওপর নজর রেখেছিলুম।

মিয়ান। মল্লজী কি করলে?

চর। কিছুদূর পর্য্যন্ত সরদার তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু কতদূর যে গিয়েছিলেন, তা আমি ঠিক বলতে পারি না। যখন মল্লজী ফিরলো, তখন সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ায় বাগানের ভেতর অন্ধকার ঢুকে পড়েছিল। বহুদূর দৃষ্টি চললো না—কাজেই আমি আর না অগ্রসর হয়ে, মল্লজীকে ফিরতে দেখে, ফিরে এলুম।

মিয়ান। তাঁদের দেখে কি রকম বোধ হ'ল—ফিবৃক্ক লোক না মাতব্বর?

চর। পোষাকে পরিচ্ছদে ত ফিবৃক্ক—চেহারা দূর থেকে ভাল রকম ঠাওর করতে পারলুম না। কিন্তু জনাব মাতব্বর তাতে আর সন্দেহই নেই। যে আদব কায়দায় চাকর মনিবের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা কয়—সেই রকমে মল্লজী সেই আগন্তুকের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইছিলেন।

মিয়ান। বেশ, তুমি শিগ্‌গির এখলাস খাঁকে আমার সেলাম দাও। বল গিয়ে, উজীর সাহেবের কাছে বিশেষ প্রয়োজন। আসতে যেন কাল-বিলম্ব না হয়। (চরের প্রস্থান) যে বিজাপুর রাজার ভৃত্য, সেত আমাদের দুস্‌মন্। এ দুস্‌মন্‌কে সহর থেকে তাড়াতে না পারলে, আমাদের ত আর মঙ্গল দেখছি না। এখন বুঝতে পারছি, মালোজীর চেষ্টাতেই আমার ষড়যন্ত্র পণ্ড হয়ে গেছে। সেই আমার কার্য্য কলাপ কোনও রকমে জানতে পেরে, গোপনে গোপনে চাঁদ বিবিকে খবর দিয়েছে। নইলে উদ্যোগ আয়োজনের শেষ মুহূর্ত্তে, সহসা চাঁদ সুলতানা কেমন ক'রে এসে উপস্থিত হল! সমস্ত মতলব ঠিক, আমেদনগর শুধু মুঠোর ভেতর আসতে বাকী, এখলাস খাঁকে জাহান্নমে পাঠাতে ফাঁসীর রশির শেষ টানটী শুধু টানা অবশিষ্ট, এমন সময় সহসা মাথার উপরে যেন কেমন ক'রে এক কক্ষচ্যুত তারা খসে পড়ল! কোথা থেকে কি হ'ল বুঝতে না বুঝতে শত্রু মিত্র সকলে আমরা এক সূত্রে বন্দী! আমেদনগরে আমার মনোমত রাজা নির্ব্বাচন ক'রে, কমবখ্‌ত্ ইব্রাহিমকে সিংহাসন থেকে ফেলে দিয়ে, কোথায় প্রকৃত পক্ষে আমিই রাজা হ'ব, তা না ক'রে আহত সর্পের মতন মাথা হেঁট করে, আমি আবর্জ্জনাপূর্ণ মৃত্তিকায় গড়াগড়ি খাচ্ছি। এ ঝকমারি উজীরী করার চেয়ে, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ান শতগুণে ভাল। এখন বুঝতে পারছি, মালোজীর জন্যেই আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে। যে রমণী সদর্পে সমস্ত ওমরাওয়ের সুমুখে আমার অপমান করেছে, অনুসন্ধানে জানলুম, সে মালোজীর স্ত্রী। রমণীর এত আস্পর্দ্ধা! আমি রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও, রাজার শিক্ষক! রাজা আজও পর্য্যন্ত যার সামনে মুখ তুলে কথা কইতে সাহস করেনা, একটা আওরতে তাকে চোক রাঙ্গিয়ে চলে গেল! বিজাপুর রাজের জোরে সে সমস্ত সরদারের বুকের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। তাকে দেশ থেকে দূর করতে না পারলে, আমাদের কারও আমেদনগরে

থাকায় মঙ্গল নেই। এই সুযোগ—এই সুযোগে তাকে যে কোন উপায়ে তাড়াতেই হবে।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জনাব! ভীমানদীর তীরে, একদল সেপাই কাল রাত্রি থেকে এসে ছাউনী করে বসেছে। কাদের সৈন্য, কোথায় যাবে, কেন যাবে, খবর নিয়েছেন কি?

মিয়ান। খবরতো এই তোমার কাছে প্রথম শুনলুম।

সৈ। সেকি, কেউ আপনাকে এ খবর দেয়নি! যদি দুস্‌মন হয়, তা হ'লে সহরে এসে কেল্লা দখল করলে, তবে লোকে আপনাকে খবর দেবে নাকি?

মিয়ান। তোমায় কে বললে?

সৈ। আমি হরিণ শীকার করতে গিছলুম, গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এলুম।

মিয়ান। আমাদের পল্টন যে নয়, তা জানলে কেমন করে?

সৈ। আমাদের পল্টন, ওখানে অমন অবস্থায় কি জন্য থাকবে জনাব?

মিয়ান। নেহাঙ খাঁর অবশিষ্ট পল্টনের বেরার থেকে আমেদনগরে আসবার কথা আছে।

সৈ। নেহাঙ খাঁর অত সেপাই থাকলে, তার মোগলের সহায়তার প্রয়োজন হ'তনা। বেশ, তাই যদি হয়, তা'হলে সহরে ঢোকবার আগে, তারা কে, কি বৃত্তান্ত খবর নিন্। ভীমানদীর তীর থেকে আরম্ভ ক'রে, মঞ্জী পাহাড়ের তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান সেপাইয়ে পরিপূর্ণ।

মিয়ান। বল কি!

সৈ। পঁচিশ হাজারের কম নয়।

মিয়ান। পাদল?

সৈ। সমস্ত ঘোড় সওয়ার, একটীও পাদল দেখলুম না।

মিয়ান। তাহ'লে আর রাজার সঙ্গে দেখা করা হ'লনা—তুমি নেহাঙ খাঁকে শিগ্‌গির খবর দাও।

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

সৈ। আর খবর দিতে হবে না জনাব, সরদার নিজেই আসছেন।

মিয়ান। এই, দেউড়ীতে কে আছিস্, দেখিস্ সরদার এখলাস খাঁ ছাড়া যেন কোন আদমী এখানে না ঢুকতে পারে।—সরদার! ভীমা-নদীর তীরে শুনলুম বিশ পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছাউনী করেছে - সে সব সৈন্য কি আপনার?

নেহাঙ। অত সৈন্য থাকলে, মোগলের সাহায্য গ্রহণ করতে যাবো কেন?

(এখলাস খাঁর প্রবেশ)

এখ। তাহ'লে, তাদের সঙ্গে লড়াই দিতে পারি? আমি নিজে দেখে এসেছি—লড়াই দিতে পারি?

নেহাঙ। এখনি—তুমি একা কেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে লড়াই দেবো।

মিয়ান। একবার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য।

এখ। তাহ'লে এখনি, দেরি করলে চলবে না। তারা রাত্রিকালটা অপেক্ষা করছে, প্রভাত হ'তে না হ'তে একেবারে আমেদনগরের দ্বারে উপস্থিত হবে।

সৈ। একি সব মোগলের সৈন্য?

নেহাঙ। মোগল সে পথে কেমন করে আসবে?

এখ। মোগলকে আসতে হ'লে বিজাপুর রাজ্য পার হয়ে আসতে হবেতো! নইলে পথ কই?

মিয়ান। আগরা থেকে বিজাপুর—মাঝখানে রইল আমাদের সহর—মোগল কি আমেদনগর আক্রমণ করবে ব'লে, আমেদনগর ডিঙ্গিয়ে বিজাপুর চলে গেল? বুঝতে পারছেন না সরদার, তারা কোন্ মুলুকের লোক।

এথ। আমি সে বুঝিছি—মালোজীর কাছে আজ সন্ধ্যাকালে দু'জন ছদ্মবেশী বিজাপুরী এসেছিল।

মিয়ান। আপনিও খবর পেয়েছেন?

এথ। পেয়েছি বইকি উজীর সাহেব!

মিয়ান। তাহ'লে আর দেরি কেন?

এথ। দেরি আপনিই করছেন।

মিয়ান। মালোজী সম্বন্ধে কি করবো?

এথ। কর্ত্তব্য—গ্রেপ্তার। সর্ব্বাগ্রে সেটা কর্ত্তব্য, তারপর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নেহাঙ। না সরদার তা করবেন না। আর আপনারা যদি করেন তো আমি পারবো না। বারম্বার রাজার ওপর বেইমানী করতে আমি ইচ্ছুক নই। অগ্রে রাজাকে জানানো যাক্, তারপর তাঁর অভিরুচি জেনে অপর কাজ।

মিয়ান। ইতিমধ্যে বেইমান ভোঁসলে যদি জানতে পেরে পালিয়ে যায়।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। ভয় নেই সরদার! মালোজী ভোঁসলে তুচ্ছ প্রাণের জন্য কতকগুলি ষড়যন্ত্রীর ভয়ে মাথা লুকিয়ে আমেদনগর ছেড়ে পালিয়ে যাবেন না।

নেহাঙ। একি অসমসাহসিক রমণী!

মিয়ান। তোমাকে কে এখানে আসতে হুকুম দিলে?

এথ। রমণী ব'লে আমরা তোমাকে কেউ কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু সুন্দরি, তুমি আমাদের ভদ্রতার বড়ই অপব্যবহার করছো।

যশোদা। স্বামী ছাড়া আমাকে হুকুম দেয়, এমন ব্যক্তি আমেদনগরে কে আছে তা জানি না। আমার স্বামী আপনাদের হুকুমের অপেক্ষা করতে পারেন, কেননা তিনি রাজার নেমক খান। কিন্তু আমি এখানে কারও নেমক খাই না উজীর সাহেব! আমি রাণীর অনুরোধে ও আগ্রহে চাঁদসুলতানা কর্তৃক রাণীর সঙ্গিনী হ'তে আদিষ্টা। বিজাপুর থেকে আমার তন্‌খা আসে, আমেদনগর থেকে নয়।

নেহাও। তুমি তোমার জাতির অমর্য্যাদা করছ বিবি।

যশোদা। জনাব! তা করছি সত্য! কিন্তু আমার আচরণে আপনারা যতই দুঃখিত না হোন, আমি নিজে তার জন্য শতগুণ দুঃখিত হচ্ছি। আমেদনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাওদের সম্মুখে একজন রমণী—স্বেচ্ছাবিহারিণীর মত, যখন তখন উপস্থিত হয়ে, এই যে সব অযথা বাক্য প্রয়োগ করে, এ যদি বাইরের কেউ শুনতে পায়, আপনাদেরও দুর্ণাম আমারও ধিক্কার। আপনারা যে আমার ভয়ে আমাকে শাস্তি দিতে নিরস্ত, আমি তা বিশ্বাস করিনা—এক একজন দুনিয়া জয়ে সমর্থ বীর— শুধু অবলা দেখে অনুকম্পায় উপেক্ষা ক'রে কোন শাস্তি প্রদান করেন না। জনাব! আমার স্বামী বিপন্ন হয়ে আমাকে দিয়ে আপনাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এসে দেখি, আপনারা আমার সেই দেবতা স্বামীর সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করছেন। হৃদয়গত যাতনা আত্মপ্রকাশের উপায়ান্তর না দেখে রূঢ় বাক্যের মূর্ত্তিতে মুখ থেকে বাহির হয়েছে। আপনাদের শাস্তি দেবার অভিলাষ থাকে শাস্তি দিন।

এখ। তুমি অপরাধী নও মা, অপরাধী আমরা

নেহাও। ভোঁসলে সাহেবের বিপদ কি শুনি?

মিয়া্‌ন। তুমি ষড়যন্ত্রী ব'লে আমাদের তিরস্কার করতে এসেছ? কিন্তু তোমার স্বামী কি?

যশোদা। আপনি বলবেন—আজ সন্ধ্যাকালে দু'জন বিজাপুরী ছদ্ম-

বেশে আমাদের গৃহে এসেছিল। কিন্তু উজীর সাহেব, তাইতেই আমার স্বামী বিপন্ন। তারা স্বেচ্ছায় ষড়যন্ত্র করতে আমার স্বামীর গৃহে আসেনি। বন্দী হয়ে এসেছিল।

মিয়ান। বন্দীই হয়ে যদি এসেছিল, তবে আমাদের না জিজ্ঞাসা ক'রে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কেন?

যশোদা। তাঁরা কে আপনি জানেন?

এখ। আপনিই বলুন।

যশোদা। স্বয়ং বিজাপুররাজ আদিলসাহ—আর তাঁর প্রধান সেনাপতি সরদার হামিদ খাঁ।

এখ। স্বয়ং সুলতান!

যশোদা। হাঁ সরদার! তিনি ছদ্মবেশে ভগিনীকে দেখতে এসেছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি বন্দী হন। বন্দী হয়ে স্বামীর কাছে নীত হন।

মিয়ান। আপনি বললেই যে বিশ্বাস করতে হবে তার মানে কি?

যশোদা। বিশ্বাস করতে তো আমি উজীর সাহেবকে অনুরোধ করছি নি। স্বামী আমাকে দূতরূপে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন—আমি কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছি।

নেহাঙ। আমরা বিশ্বাস করছি, আপনি বলুন বিবিসাহেব।

যশোদা। সেখানে নীত হয়ে, তিনি আত্মপ্রকাশ ক'রে রাণীরে দেখবার অভিলাষ করেন। কিন্তু রাণী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, এরূপ ছদ্মবেশে এলে তিনি দেখা দিতে পারেন না। যদি দেখা করতে চান ত রাজাকে জানিয়ে অবস্থার অনুরূপ আগমন করুন। অপমানিত বিজাপুররাজ সেইরূপ ভাবেই ফিরে আসতে প্রতিশ্রুত হয়ে আমেদনগর ত্যাগ করেছেন। সরদার, এখন আপনারা বুঝুন বিপদ কি?

মিয়ান। বিপদ কি বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যেই কি পঁচিশ ত্রিশ হাজার সৈন্য ভীমা নদীর তীরে সমবেত হয়েছে?

যশোদা। আজ্ঞে জনাব, তা বলতে পারি না। আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক, এই যে জেনে বললুম—এই যথেষ্ট। এর বেশি জানতে চান, আপনারা জানুন।

মিয়ান। ত্রিশহাজার সেপাই সঙ্গে ক'রে তিনি ভগিনীকে দেখতে এসেছেন—সঙ্গে বিজাপুরের সেনাপতি। ভোঁসলে সাহেব যা বুঝিয়ে দিলেন, তাই কি আমাদের বুঝে যেতে হবে সুন্দরি!

যশোদা। না বুঝতে চান, আপনি তাঁকে তলব ক'রে তাঁর জবাবদিহি গ্রহণ করুন।

মিয়ান। বন্দী ক'রে তাঁকে ছেড়ে দিতে আপনার স্বামীর অধিকার ছিল না।

নেহাঙ। সে কথা সত্য। কিন্তু এরূপ অবস্থায় তিনি বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। আমি ভোঁসলে সাহেবের সদ্‌বুদ্ধির প্রশংসা করি। মা! আপনি আপনার স্বামীকে গিয়ে বলুন—নেহাঙ খাঁ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

যশোদা। জনাব! আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

এখ। আপনার স্বামীকে জানান, আমিও তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

[যশোদার প্রস্থান।

মিয়ান। বিপদ হ'লে সকলকেই বাধ্য হয়ে, সাহায্য করতে হয়। কিন্তু এ বিপদ আন্‌লে কে?

এখ। সে মীমাংসা পরে। আগে বিজাপুরের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করুন। ভোঁসলে সাহেবের বিচারের প্রয়োজন হয়, পরে করবেন।

মিয়ান। বেশ চলুন, অনিচ্ছায় আমি এতে যোগ দিচ্ছি।

[উজীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

এ ত দেখছি ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে মালোজীরই বল বৃদ্ধি ক'রে দিলুম। তাহ'লে ত দেখছি আমার এখানে থাকতে হ'লে, হয় এদের অনুগ্রহে থাকতে হয়, না হয় যে মোগলের কাছে মাথা হেঁট করেছি, আবার তারই শরণাপন্ন হ'তে হয়। নইলে আমি বেঁচে থাকতে যে কতকগুলো হাবসীর প্রভুত্ব বাড়বে, তা প্রাণান্তেও সহ্য করতে পারবো না। এই—বাইরে কে আছিস্ শোন্!

প্রহরীর প্রবেশ

উল্লুক! তুই কি রকম দেউড়ী আগলাচ্ছিস্?

প্রহরী। কেন খোদাবন্দ! ঠিক তো আগলে দাঁড়িয়ে আছি, কাউকেও ত এ দিকে আসতে দিইনি। কত আদমি হুজুরের সঙ্গে মুলাকাত করতে এসে ফিরে গেল!

মিয়ান। তাহ'লে এক আওরৎ এখানে ঢুকলো কেমন ক'রে?

প্রহরী। হুজুরতো আওরৎ আসতে নিষেধ করেননি—আপনি ব'লে দিয়েছেন, কোন আদমি যেন না আসে। আদমি একটাকেও আসতে দিইনি।

মিয়ান। হয়েছে—বুঝেছি যা।

তৃতীয় দৃশ্য।

ছত্রমঞ্জিল—অভ্যন্তর।

(ইব্রাহিম, ফয়জান ও মোসাহেবগণ)

ফয়জানের গীত।

কুহেলা পহেলা মধুমাহে।
নিথর প্রভাত বেলি, আকুলি বাহিরিলি,
ফুলফুল আবরিলি কাহে॥
কোরকী অরুণমুখী, নবহু মেলল আঁখি,
পিয়ামুখ দেখন আশে।
লাখ হিম বান জনু, বিধল কোমল তনু,
(ধনি) নিমজিল দুঃখ পরবাহে॥

ইব্রা। বহুত আচ্ছা বিবি! বহুত আচ্ছা—বহুত খোস্‌কিয়া, বহুত খোস্‌কিয়া। ফিন্ পিয়ালা ভর—ফিন্ গান ধর—

মোসা। ভর পিয়ালা ভর—ফিন্ গান ধর। এই নাচনাওয়ালি!

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গীত।

পিয়ালা মরম জানে।
মর্ম্মে মর্ম্মে কয় সে কথা গোপনে গোপনে॥
মধুর অধর পরশে নীরব প্রেম আভাসে
মধুপানে মধুদানে, ভাবলহরী টেনে আনে যতনে।
ধরলো পিয়ালা সই মুখে মুখে,
ভরুক পীরিতি রস বুকে বুকে,
আদানে প্রদানে, বাধনে মিলনে
ঢুলু ঢুলু দুটী নয়নে
জাগরণে সোহাগিনী ঢল স্বপনে।

ইব্রা। দেখ মিয়া, আমি বেশ আছি।

মোসা। আজ্ঞে জাঁহাপনা, আপনি বেশ আছেন। আপনার মতন ক'জন বাদসা থাকতে পারে—হুজুরালি! আপনি বেশ আছেন।

ইব্রা। আর সব বেটার রাজা বাদশা—রাজ্য রাজ্য করে ম'ল।

মোসা। আজ্ঞে জাঁহাপনা—ম'ল ব'লে ম'ল—রাজ্যে রাজা বাদসার মড়ক লেগে গেছে।

ইব্রা। আমার কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

মোসা। নসীব দোস্ত—আপনার ঝঞ্ঝাট কেন থাকবে জাঁহাপনা!

ইব্রা। পিয়ালা লে-আও—

মোসা। এই—এই—বিবিজান—পিয়ালা লে-আও।

ফয়। জাঁহাপনা আর সরাব পান করবেন না।

ইব্রা। কি!

মোসা। কি—বিবিজান—কি!—

ফয়। জাঁহাপনা শুনছি রাজ্যে বিপদ উপস্থিত।

ইব্রা। (হাস্য) বলে কি—ওহে শোন বাইজী আমাদের বলে কি শোন—

মোসা। ওহে তোমরা শোন—বাইজী কি বলতে চাচ্ছে শোন। জাঁহাপনা হুকুম করছেন শোন—

ইব্রা। আরে মর্—বলা হয়ে গেছে।

মোসা। ওহে বলা হয়ে গেছে—তবে শুনো না—শুনো না।

ফয়। জাঁহাপনা! আমোদের সময় অসময় আছে—

১ম মো। কি জাঁহাপনার আমোদের আবার অসময় আছে!

সকলে। এ বাইজী সুবিধে নয়, দেলজানকে ডাকো, গহরজানকে ডাকো—

ফয়। জাঁহাপনা! আগে বাঁদীর কথা শেষ করতে দিন।

ইব্রা। তাইত তোমরা কি আহাম্মক—বাইজীর কথাটা শেষ করতে দাও।

মোসা। তাইত হে তোমরা কি আহাম্মক—বাইজীর কথাটা শেষ করতে দিলে না—একেবারে দেলজানকে ডেকে ফেললে—

সকলে। দেলজান চলে যাও—

ইব্রা। কি বিবিজান! কি বলছিলে বল?

সকলে। বল—বল—গোপনে বল, প্রকাশ্যে বল।

ফয়। হুজুরালি! প্রথমে আপনার এই সম্পদের সহচরগুলিকে চুপ করতে বলুন।

ইব্রা। সকলে চুপ কর—চুপ ক'রে বিবি কি বলে শোন।

সকলে। (ইঙ্গিতাভিনয়)

ফয়। জাঁহাপনা! জন্মভূমি বিপন্ন—আগে তাঁকে বিপন্মুক্ত করুন। বাঁদীরে আবার আপনার পদপ্রান্তে ব'সে—আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করবে।

ইব্রা। জন্মভূমির সঙ্গে তোদের সম্পর্ক কি?

ফয়। সে কি জাঁহাপনা—আমরা কি আকাশ থেকে ঝরে পড়েছি।

সকলে। (অনুচ্চস্বরে) গেল—কোতল হ'ল!

ইব্রা। কি বলছিস কস্‌বি?

ফয়। নসীবের দোষে কসবী হয়েছি—নসীবের দোষে প্রাণহীন ছলনাই আমাদের উপজীবিকা, কিন্তু সকল মর্ম্ম ছিঁড়ে নিস্পন্দ হয় নি জাঁহাপনা! মায়ের জন্য এখনও প্রাণ কাঁদে—বাঁদী কস্‌বীর গোস্তাকি মাফ্ হয়, এক বিষয়ে আমরা—এই ঘৃণিতা অভাগিনী—আপনার চেয়ে ভাগ্যবতী।

ইব্রা। কি বল্লি—বাঁদী কসবী। (দণ্ডায়মান)

সকলে। গেল—গেল—কম্‌বখ্‌তি গেল।

ফয়। হত্যা করতে হয় করুন—কিন্তু বাঁদীর শেষ কথাটা শুনে করুন। জন্মভূমির জন্য সময়ে সময়ে আমাদের চক্ষে জল পড়ে—কিন্তু জাঁহাপনা আপনি এমনি হতভাগ্য, ঈশ্বর আপনার চক্ষুকে মরুভূমি করে সৃষ্টি করেছেন। দেশের জন্য ফেলবার এক ফোঁটাও তাতে লুকুনো নেই।

ইব্রা। হুঁ! ঠিক বলেছিস্—তুই যদি ঠিক না বলতিস্, তোকে আমি এখনি কোতল করতুম। জন্মভূমির কি হয়েছে?

ফয়। তা জানি না জাঁহাপনা। শুনলুম সহর দুস্মনে আক্রমণ করতে আসছে—সহর যায়।

ইব্রা। (বোতলাদি নিক্ষেপ) সব দূর হও—তোমরাও ভাইসব চলে যাও। মরণের পর যখন জাহান্নমে যাবো, সেই সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'র। তোমাদের খোসদা—তোমার এই পুরস্কার—তোমাদের এই সেলাম। [সকলের জানুপাতিয়া প্রত্যভিবাদন] কোই হ্যায়!

(প্রহরীর প্রবেশ)

উজীরকে খবর দে—কাল ফজরে আমি দরবার করবো। যাও সকলে প্রস্থান কর।

[ইব্রাহিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জন্মভূমি যায়—আমায় শোনালে কে? দেশের দুঃখে দুঃখিনী এক সমাজ-পরিত্যক্তা রমণী! আমার মতন মূর্খ রাজার যোগ্য শিক্ষক। বললে কি? জন্মভূমি যায়। আজ যদি জন্মভূমি যায়, কাল এই অভাগিনী রমণীগুলোর সঙ্গে আমার সমান অবস্থা। ওদের দুর্দ্দশায় তবু দু'এক জনেরও চক্ষুজল পড়বে, কিন্তু আমার বেলায় কেউ ফেলবে না। আমি নরাধম। স্ত্রীকে, পুত্রকে পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে প্রমোদোদ্যানে আমোদ উল্লাসে মেতে আছি—তারা নির্জ্জনে, ব'সে মৃত্যুকামনা করছে! আর আমার প্রজা—তারা রাজা'

মরেছে ব'লে, একবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তাদের সুমুখে কি আর একবার জীবিত দেহ নিয়ে ফিরতে পারবো না! একবার পরীক্ষা করবো?—করবো?—করি—একবার করি। সহায় কে? আমার অসৎকার্য্যের সহায়তো সহস্র—সৎকার্য্যের সহায় কে? তুমি—ঈশ্বর! তুমি। পা টলছে মাথা ঘুরছে—তুমি প্রাণটাকে আমার অটল রাখ!

চতুর্থ দৃশ্য।

আমেদনগর—মল্লজীর কক্ষ।

মল্লজী ও যশোদা।

মল্লজী। বিজাপুররাজ যা ব'লে গেছেন তা করবেন। আমেদনগর আক্রমণ না ক'রে তিনি যে দেশে ফিরবেন তা আমার মনে হয় না।

যশোদা। দেশে ফিরবেন কি—শুনলুম এরই মধ্যে ত্রিশ হাজার সৈন্য ভীমানদীর তীরে সমবেত হয়েছে।

মল্লজী। ভগবানের কি ইচ্ছা জানিনা। কিন্তু যোশী, আমিই দেখছি আমেদনগর ধ্বংসের কারণ হলুম।

যশোদা। তাতে তুমি কি করবে? এরূপ অবস্থায় যে পড়তো সেই ধ্বংসের কারণ হ'ত। উজীর যে তোমার উপর ক্রোধ করেছে—সত্য কথা বলতে গেলে সে অন্যায় করেনি। আমি হ'লে রাজাকে মুক্তি দিতুম না। আমি রমণী, যতটা রাজার দোষ বুঝেছি, তোমরা পুরুষ সেটা তত বুঝতে পারবে না। রাজা ছদ্মবেশী—যদি মরিয়মের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ত, তাহলে সে কথা সহরে গোপন থাকতো না—লোকের মুখে মুখে চালাচালি হয়ে, ভাই ভগিনীর সেই নির্দ্দোষ সম্মিলন রাণীর বিশাল কলঙ্ক গাথায় পরিণত হত। ভাই বলে কেউ তাকে বিশ্বাস করতে

চাইতো না। মর্য্যাদাময়ী রাণী আমেদনগরের কুলমর্য্যাদায় ভ্রাতৃপ্রেম আহুতি দিয়ে মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। তা যা হোক পঁচিশ ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আদিল সা ছদ্মবেশে ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন কেন?

মল্লজী। সৈন্য তিনি কি এনেছেন যশোদা—আমি আনিয়েছি।

যশোদা। তুমি আনিয়েছ?

মল্লজী। তবে আর বলছিলেম কি যশোদা! বিধাতার অভিলাষ কি কিছুইত বুঝতে পারছি না। আমেদনগরের মঙ্গলের জন্য জীবন পণ চেষ্টা ক'রে, আমিই তার ধ্বংসের কারণ হলুম।

যশোদা। কথাটা যে কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু!

(দেলওয়ায়ের প্রবেশ)

দেল। বা! বা! আমার কি ভাগ্য—একবারে সম্মুখে যুগল! সেলাম যুগল সাহেব! ঘরে বৃদ্ধ অতিথি—প্রেমালাপ শ্রবণ পিপাসা কিঞ্চিৎ প্রবল হয়েছে—পিপাসা মিটবে কি?

মল্লজী। আর দাদা ভাই! প্রেমতরঙ্গিনীতে চড়া পড়ে তাতে দক্রময় খর্জ্জুর বৃক্ষের উদ্ভব হয়েছে।

দেল। তা যদি হয়েই থাকে তাতে ক্ষতিই বা কি! তাহলেও ত জিরেন কাটের রস পাব। কি বিবি! ভাই সাহেবকে দেখে একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করলে নাকি?

যশোদা। আর ভাই সাহেব, আপনার নাতি বড়ই মুস্কিলে পড়েছেন।

দেল। আসান একেবারে রগ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছ, তবু মুস্কিল!

যশোদা। আসানে আর কুলুচ্ছে না—যদি আমাদের ছুটীকে পাষাণ চাপা দিতে পারেন, তাহালেই সকল দুঃখের অবসান হয়।

দেল। কতক কতক শুনেছি—ভাই রাজা নাকি ভগিনী রাণীকে অপহরণ করতে ত্রিশ হাজার ফৌজ ভীমানদীর তীরে খাড়া করেছেন?

মল্লজী। রাজাত আনেন নি ভাই সাহেব—আনিয়েছি আমি।

দেল। তুমি কেমন করে আনলে!

মল্লজী। মনে নেই? এখলাস খাঁ আর উজীরে যখন বিরোধ বাধবার উপক্রম হয়, তখন আপনার আদেশমত আমি বিজাপুর রাজের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখি। সেই পত্রের উত্তরে তিনি হামিদ খাঁর অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তার সৈন্য পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, এদিকে মা চাঁদসুলতানার কল্যাণে বিনা রক্তপাতে উভয়ের বিবাদ মিটে গেছে।

দেল। তাহলে এই হরণ কার্য্যে সহায়তা করতে আমাদের দাদা নাতীরও কিছু কিছু হাত আছে!

মল্লজী। তাইত আপনার পৌত্রবধূকে বলছিলুম, ঈশ্বরের কি ইচ্ছা—আমেদনগরের মঙ্গল খুঁজতে গিয়ে উলটে তার সমূহ ক্ষতি করে ফেললুম।

দেল। এ রকমে যদি আমেদনগরের ক্ষতি হয়, তাহলে তো বুঝলুম আমেদনগর থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। তাহলে তুমিই-বা তার জন্যে দুঃখ করবে কেন? যতদিন ভাল করতে পারবে বোঝ, ততদিন থাক—যখন দেখবে হালে পানি পায় না, তখন খোদার নাম নিয়ে দরিয়ার তরী স্রোতের গায়ে ঢেলে দিও। এখন আমি কি করতে পারি বল।

যশোদা। ভাই সাহেব! করবার ত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

দেল। পাচ্ছিনা বললে ত চলবেনা—যতক্ষণ নজর থাকে ততক্ষণ দেখতে হবে। এ বিবাদ কি হ'তে দিতে আছে! লোকে শুনলে বলবে কি! আমি চাঁদ সুলতানার কাছে যাই। ভাই ভগিনীর চিরদিনের সদ্ভাব একটা তুচ্ছ অভিমানে ভেঙ্গে যাবে? বর্ত্তমানেই যেন আমেদনগরে রাজা নেই—কিন্তু ভবিষ্যতেও কি থাকবে না?

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

মল্লজী। কে তুমি? রঘুজী—রঘুজী!

ইব্রা। রঘুজী আছে—ভয় নেই—সজাগ প্রহরী জেগে আছে—কোন ভয় নেই সরদার।

মল্লজী। কে আপনি? য়্যাঁ একি! একি স্বপ্ন দেখছি, না সত্য?

যশোদা। কেও, জাঁহাপনা! এ গভীর নিশীথে, এই দীনবেশে সঙ্গীহীন পরিচারকহীন—একি মূর্ত্তি জাঁহাপনা!

ইব্রা। আমি বিকৃত চক্ষে সত্য দেখি, আর তোমরা শাদা চোখে স্বপ্ন দেখ। বেশ, বেশ মালোজী—বেশ বাইজী। আরে তুমি কে!—বৃদ্ধ সরদার দেলওয়ার!—আজও বেঁচে আছ?

দেল। বড়ই দুর্ভাগ্য, আজও বেঁচে আছি জাঁহাপনা।

ইব্রা। বেশ করেছো—বেঁচে থাকা যদি দুর্ভাগ্য সরদার, তাহ'লে আমার জন্য তোমরা দুঃখ কর কেন? আমি মরে বেশ সুখে আছি।

যশোদা। সর্ব্বাগ্রে উপবেশন করুন।

ইব্রা। বেশ বাইজী—বেশ। রাজ্য কি একেবারেই নেই দেলওয়ার খাঁ?

দেল। থাকলে কি আমেদনগরের একেবারে স্কন্ধের উপর দুস্‌মন্ চেপে পড়ে।

ইব্রা। স্কন্ধে চেপেছে। স্কন্ধ থেকে মাথা এখনো অনেক দূর। আগে মাথা যাক, তার পর বলো রাজ্য নেই। তখন বৃদ্ধ পায়ে ভর দিয়ে যদি নৃত্য করতে পার, তাহ'লে নৃত্য ক'র। কিন্তু কেঁদোনা—দোহাই বৃদ্ধ কেঁদোনা। আমার সজাগ প্রহরী সব জেগে আছে—আমার দুস্‌ম আমার রাজ্য কাড়তে এসে দোস্ত হয়ে গেছে—আমার ঘরের দোর থেকে, ভগিনীকে দেখতে এসে, বিজাপুরের রাজা অপমানিত হয়ে ফিরে গে

আর তার নিজের ঘরে প্রবেশ করতে, রাজা ইব্রাহিম প্রহরীর কাছে ধাক্কা খেয়েছে—এতেও দেলওয়ার খাঁ তুমি বল রাজা নেই!

মল্লজী। তাইত, কোন কম্‌বখ্‌ৎ এমন কাজ করলে! হুকুম করুন, এখনি তার শিরশ্ছেদ করি।

ইব্রা। সেই কমবখ্‌তের শিরশ্ছেদ কর, আর আমার ঘরে চোর প্রবেশ করুক। কি বল যোশী বিবি? তোমার স্বামী আমার কি সুহৃৎ!

(রঘুজীর প্রবেশ)

মল্লজী। রঘুজী! জাঁহাপনার শরীরের ওপর কেউ কি অত্যাচার করেছে?

রঘুজী। আমিই করেছি হুজুর।

মল্লজী। আমাকে একবার তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

রঘুজী। কি জন্যে জিজ্ঞাসা করবো? আর কখনই বা করবো? সম্মুখে দেখলুম, একজন অপরিচিত পুরুষ উন্মত্তাবস্থায় টলতে টলতে অন্দরের পথে চলেছে। যে অন্তঃপুরের প্রান্তদেশে পা দিয়ে বিজাপুরের মহিমান্বিত রাজা লাঞ্ছিত হয়ে চলে গেছেন, তার ভেতরে কেমন ক'রে একটা মাতালকে ঢুকতে দিতে পারি হুজুর!

ইব্রা। তুমি বেশ করেছো।

রঘুজী। জাঁহাপনা গোলামের কি শাস্তি বিধান করুন।

ইব্রা। করবো—এখন আমি অযোগ্য দীন, এখন ত আমার শাস্তি দেবার ক্ষমতা নেই। ব্যস্ত হয়োনা—সময়ের অপেক্ষা কর—শাস্তি বিধান করবো। এখন এই যৎকিঞ্চিৎ (অঙ্গুরীয় উন্মোচন) রঘুজী! কাছে রেখো! একটা কসবী, আমাকে কেতাব পড়িয়ে, সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে—এখন আর আমার কিছু নেই। দেলওয়ার! রাজা কি সত্য সত্যই মরে গেছে?

দেল। আজকে দেখে বোধ হচ্ছে যেন বেঁচে আছেন। কিন্তু জাঁহাপনা! আপনাকে প্রকৃতিস্থ না দেখলে যে আমাদের সাহস হচ্ছে না!

ইব্রা। মাতাল দেখে ভয় পাচ্ছ, খান্‌খানান? যত নেশা ছাড়ছে, ততই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে। একটু চোক মেলে চেয়েছি, অমনি দেখি—না থাক্—আর বলবো না। দেলওয়ার খাঁ! ঈশ্বরের এ কি লীলা—সারা দুনিয়াটায় একি সাম্য! এক দিকে দোস্ত দুস্‌মন্ হয়েছে, অন্য দিকে দুস্‌মন্ দোস্ত হয়েছে। এক দিকে চিরপরিচিত আমার বুকের উপর ছুরি ধরেছে—অন্য দিকে কোথাকার কোন্ অজানা দেশের অপরিচিত ছুটে এসে তার হাত ধরেছে—এক দিকে চিরঘুমন্ত দুর্দান্ত মাতাল গৃহস্বামী—অন্য দিকে চিরজাগন্ত নির্ভীক নির্ম্মম প্রহরী—রঘুজী! আদর ক'রে, যে সুমিষ্ট টীপে হাত খানি ধরেছিলে!

রঘুজী। জাঁহাপনা! তাহ'লে গোলাম আপনার এ দয়ার নিদর্শন আপনাকেই ফিরিয়ে দেবে।

ইব্রা। না না—আর বলবো না—কিন্তু খান্‌খানান্—দুনিয়ার এ অদ্ভুত বৈষম্যের ভিতর এ কি অপরূপ সাম্য! দেলওয়ার খাঁ—এ সব প্রহরীত কখন দেখিনি!

রঘুজী। এই জাঁহাপনার—এই মধুর—এই মনোহর নিজাম সাহের লোকে নিন্দা করতো! আসুন জাঁহাপনা, এ নির্ম্মম নিন্দুকের দেশ ছেড়ে বনে যাই।

ইব্রা। প্রাণের কথা কয়েছো রঘুজী, চল তোমার সঙ্গে বনে যাই।

যশোদা। যেতে হয় পরে যাবেন, আগে একবার রাণীর সঙ্গে দেখা করুন জাঁহাপনা! নইলে আমি আপনাকে ছাড়বো না।

ইব্রা। রঘুজী! রাণীকে একবার দেখতে হবে।

রঘুজী। তবে একবার দেখুন জাঁহাপনা।

ইব্রা। চল বিবি! একবার চিরপরিত্যক্তা রাণীকে দেখে আসি।

মল্লজী। তৎপূর্ব্বে গোলামকে একটা আদেশ করে যান।

ইব্রা। রঘুজী! তৎপূর্ব্বে গোলামকে একটা আদেশ ক'রে যেতে হবে।

রঘু। বেশ, করুন।

মল্লজী। আপনার গৃহ রক্ষার ভার নিয়ে, আমার পরম সুহৃৎ বিজাপুর রাজের সঙ্গেতো বিরোধ বাধিয়ে বসেছি। এখন কি করবো আদেশ করুন।

ইব্রা। যদি মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য কর, যুদ্ধ দাও—যদি মমতার দিকে লক্ষ্য কর—মিটিয়ে ফেল।

মল্লজী। এখন সেটা অসম্ভব। মেটাতে গেলে আমেদনগরপতিকে মাথা হেঁট করতে হয়।

ইব্রা। কি দেলওয়ার খাঁ! আমেদনগরপতি আছে?

দেল। এখন দেখছি আছে।

ইব্রা। মল্লজী! তাহ'লে আজই রাত্রি প্রভাতে আমি ভীমা নদীর এ পারে সমস্ত আমেদনগরী সৈন্যকে সজ্জিত দেখতে চাই।

মল্লজী। যো হুকুম জাঁহাপনা! বিজাপুর পশ্চাৎপদ হয় হোক—আমেদনগর হবে না।

ইব্রা। বস্—কথা মিটে গেল। কি দেলওয়ার খাঁ—রাজা আছে?

দেল। যদি উভয় পক্ষের মর্য্যাদা রেখে মিটিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে এ যুদ্ধের প্রয়োজন নেই জাঁহাপনা!

ইব্রা। খান্‌খানান্! এখন দেখছি রাজা আছে, কিন্তু সেই পূর্ব্ব যুগের দুর্দ্ধর্ষ দেল্‌ওয়ার মরে গেছে। দু'পক্ষ কখন এক সঙ্গে মেটাতে

আসে না, এক জনকে অন্ততঃ এগিয়ে যেতে হয়। আমেদনগরের রাজ-প্রতিনিধি! তুমিই কি অনুরোধ আগ্রহ নিয়ে প্রথমে বিজাপুরে যেতে ইচ্ছা কর?

দেল। না জাঁহাপনা! তা পারি না।

ইব্রা। তাহ'লে এস সহচরী যশোদা সুন্দরী! সেই নীরব বিচারকের এজলাসে, এই উন্মত্ত অপরাধীকে, পেয়াদা স্বরূপ হয়ে, একবার হাজির করবে এস।

যশোদা। আসুন জাঁহাপনা, এমন শুভ দিন বাঁদীর জীবনেত আর কখনও আসেনি—আসুন আপনাকে একবার কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে ধন্য হই।

দেল। আর কেন সরদার আমরাও যাই চল—জীবন মরণ সংগ্রামে এই বৃদ্ধ বয়সে একবার মেতে দেখি।

পঞ্চম দৃশ্য।

আমেদনগর—মরিয়মের কক্ষ।

মরিয়ম।

মরি। কে কোথা থেকে যেন কথা কইলে না! ঈষন্মুক্ত বাতায়ন পথে, যেন কার, কত দিনের পরিচিত মুখ—আমার ঘুমন্ত চোখে চোখ দু'টী রেখে বললে—মরিয়ম! এত ঘুম! যেন কোন্ যুগান্তে, কোন্ সন্ধ্যায়—কোন মরীচিবিক্ষোভিনী তটিনী-তটে কোন্ শুভলগ্নে দেখা শোনা—কত চেনা মুখ! কি আদর ক'রেই না বললে—"মরিয়ম! এত ঘুম! হৃদয়ে তোমার অন্ধকার, ঘরে অন্ধকার—আকাশ জুড়ে অন্ধকার—কিন্তু মরিয়ম! সে আঁধার সাগরের মৃদু-কম্পিত তরঙ্গ-

শিরে তারকা কুসুম নেচে নেচে মৃদু হাসির তরল রঙ্গে নিশি যাপন করছে। মরিয়ম! তারা তোমার জন্য জেগে,—আর তোমার চোখে এত ঘুম! অন্ধকারের সমবেদনা অন্ধকারে—আকাশের অন্ধকারে ফুলের নৃত্য—আর তোমার অন্ধকার স্থির! ছিছি মরিয়ম! জাগো মরিয়ম! জাগো—হৃদয়ের ঘুমন্ত কামনা-কুসুমগুলিকে জাগিয়ে তোল—তারা কিছু না চায়, শুধু জেগে নাচুক!" কে বললে? বলতে বলতে কি মিলিয়ে গেল! আমার স্বপ্নটুকু আঁচলে বেঁধে কে চুরি ক'রে নিয়ে গেল!—

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। হাঁমা! আমার ঘুম হচ্ছে না কেন?

মরি। তোমারও ঘুম হচ্ছে না? তাহ'লে এ রাজ্যে বুঝি ঘুম-চোর কোথা থেকে এসেছে! বুঝি কোন দেশে কার ঘুমের ভাণ্ডার খালি হয়েছে—তাই ঘুমচোর তার ভাণ্ডার পোরাতে দেশ বিদেশে চুরি ক'রে বেড়াচ্ছে।

বাহা। সবার ঘুম কি চুরি করবে মা?

মরি। যে সতর্ক তার ঘুম চুরি করবে কেমন ক'রে—সে যে বাপ্ আগে থাকতে চোখের পলকে ঘুম বেঁধে তবে শয়ন করে। যে পথ-হারা, যে অসাবধান, যে ঘুমের ঘরের প্রবেশ পথে চিন্তার কণ্টক ছড়িয়ে রাখে—তারই ঘুম চুরি যায়।

বাহা। তাহ'লে কি হবে?

মরি। ঘুম না আসে, আমার কাছে এসে শয়ন কর— আমি বসে বসে ঘুম-চোরকে খেলাত দিই—যদি সে দয়া ক'রে অন্ততঃ তোমার চোখের ঘুমটুকু ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

বাহা। আর তুমি?

মরি। সেই সঙ্গে যদি সে স্নেহেরবাণী ক'রে আমাকেও একটু দিয়ে যায়।

বাহা। হাঁমা, কি হবে?

মরি। কিসের কি হবে বাপ্?

বাহা। দুনিয়ায় তোমার যারা আপনার ছিল, তারাও যে মা পর হয়ে গেল!

মরি। হ'ক না—কে কত পর হ'তে পারে দেখাই যাক্ না।

বাহা। দেখতে দেখতে যে মা দুনিয়া উজোড় হয়ে গেল!

মরি। তা হচ্ছে বটে, কিন্তু দুনিয়াত থাকবে—সে যতদিন আমাদের বুকে ক'রে রাখবে, ততদিন দুনিয়া আমাদের বন্ধু—না রাখে, আরত কেউ আমাদের পর করতে আসবে না।

বাহা। মাতুল রাজা আমাকে আলিঙ্গন করতে এলেন—কিন্তু বিধির বিপাকে আমি সে স্নেহের বন্ধন থেকে ঝরে পড়লুম।

মরি। তিনি স্নেহময়—সে বন্ধন থেকে ঝরে পড়বার আশঙ্কা ক'র না বাহাদুর।

বাহা। হাঁমা! সত্যি?

মরি। তোমার কাছে বসে আছি, এ যেমন সত্য—তোমার প্রতি তাঁর ভালবাসা তেমনি সত্য। তুমিই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছ। বালক! তিনিত তোমায় করেন নি! বিজাপুরের প্রতাপান্বিত রাজা তাঁর ভাগিনেয়কে দেখবার জন্য দীন বেশ পরিধান করেছেন। এর চেয়ে ভাগ্য আর কি প্রত্যাশা কর বাহাদুর!

বাহা। তাইত মা সে কথাতো ঠিক!

মরি। কিন্তু বাহাদুর তার স্নেহ রক্ষা করা না করায় তোমার অধিকার। তিনি তোমার আমার দর্শন ভিখারী হয়ে তোমার দ্বারে এসেছিলেন, তুমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছ। এবারে তিনি আর এক

মূর্ত্তিতে সেই স্নেহের প্রতিষ্ঠা করতে আমেদনগরে ফিরে আসবেন। বাহাদুর! সে মূর্ত্তির যোগ্য প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে যদি বিজাপুর রাজের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে না পার, তাহ'লে আর তিনি তোমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখবেন না।

বাহা। বুঝতে পেরেছি—লড়াই—তা আমি দেবো! মা! তুমি মনে করেছ আমি পেছপাও হব?

মরি। পারবে?

বাহা। যদি না পারি, তাহ'লে তুমিও সন্তানের মুখ দেখো না।

মরি। বাপ্! এসো এইবারে মাতা পুত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাই।

বাহা। কিন্তু তুমি ঠিক থেকো মা,—যদি মরি?

মরি। তাহ'লে এতকালের স্বামী-অদর্শন-শোক সমর-বিজয়ী মৃতপুত্রের নাম-গানে সমাধিস্থ করবো।

বাহা। মা! আমার বড় ঘুম পাচ্ছে—

মরি। আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোও। (বাহাদুরের শয়ন) আমারও ঘুম পাচ্ছে! বিষাদের পরিণতিতে এ কি মধুর অবসাদ! এসো, কি জানি কি আকাঙ্ক্ষিত! আমার অপহৃত ঘুমটুকু, বসনাঞ্চল থেকে খুলে, আবার আমার চোখে ছড়িয়ে দাও।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। মরিয়ম!

মরি। আবার! তাইত! আমি জেগে আছি—না এখনও স্বপ্নে ডুবে আছি! নিদ্রালসার কর্ণকুহরে—হে বিরহরূপী মহাজন!—আজ তোমার কি এত উল্লাস হয়েছে যে, কথায় কথায় এত মধুর ঝঙ্কার করছ! দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, আর ডেকোনা।—(নিদ্রার উদ্যোগ)

ইব্রা। (পদপ্রান্তে বসিয়া) মরিয়ম! প্রাণেশ্বরী মরিয়ম!

মরি। না, তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করলে—ওগো! নব কমল-কিসলয়চুম্বিত, প্রত্যাখ্যাত ব্যাকুল বিরহ! আমি জেগে আছি। চিরবিয়োগীর জীবনে কি সন্ধ্যা আছে? ওই যে লোহিততপ্ত রবি—ও উত্তাপ দিয়ে নিষ্প্রভ—আমি দ্বিপ্রহরের জাগরণে জেগে আছি।

ইব্রা। মরিয়ম!

মরি। তাইত! একি! (ইব্রাহিমকে দেখিয়া) একি!—কে তুমি? কোন হায়—

বাহা। কি মা! কি মা!

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কি হুকুম রাণী? এই যে আমি প্রহরিণী দোর আগলে দাঁড়িয়ে আছি।

মরি। এ কে?

যশোদা। চোখ মুছে চেয়ে দেখুন।

বাহা। কই কেমা?

মরি। য়্যাঁ! একি!—জাঁহাপনা! একি বেশ!—(শয্যা হইতে উত্থান)।

ইব্রা। মরিয়ম! তীর্থ যাত্রীর বেশে এসেছি। পাপী তার বহু দিনের সঞ্চিত পাপ ধৌত করতে তীর্থে এসেছে। প্রেম ভিক্ষা করবার অধিকার নেই, কিন্তু করুণাময়ি! করুণা—

মরি। বাঁদীকে একি বলছেন জাঁহাপনা! আমার নিজের নসীবের দোষ, আপনাকে দোষী করতে আমার অধিকার কি?—বাহাদুর! দেখছো কি, নিদ্রা আসেনি কেন—তার কারণ নিরীক্ষণ কর।

বাহা। য়্যাঁ—কিমা! পিতা—পিতা!

মরি। উঠে বসুন—কে তুমি মধুময় স্বপ্নরাজ্যের রাজা, তুমি আমাকে আজ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দেবার জন্য জাগিয়ে রেখেছিলে! কিন্তু একি বেশ! আমেদনগরের ঈশ্বর! এ দীনভিখারী ক'রে আপনাকে কে সাজিয়ে দিলে?

যশোদা। রাণী! এইবারে আমি যেতে পারি!

মরি। কেন সই! সখীর কেবলই কি দুঃখেরই সঙ্গিনী হ'তে এসেছো—সুখের সময়ের মুহূর্ত্তও কি তোমার প্রাণে সহ্য হচ্ছে না!

যশোদা। কেমন ক'রে হবে! বহুদিন অদর্শনের পর—এই প্রথম দেখা—মর্ম্মপীড়িতা বিরহিনী! তোমার প্রাণে কি একটুও অভিমান জাগলোনা! রাণী! রমণীর হৃদয় কি এতই সুলভ?—একবার এসে উৎপীড়ক ভিক্ষুক সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলে, আর হৃদয়ের সমস্ত বেদনা উন্মুক্ত আকাশে ভাসিয়ে দিয়ে, তাকে অম্লান বদনে মুক্ত হৃদয় দান করে ফেললে! আমি কেমন করে সহ্য করবো?

ইব্রা। কি করবে! একে নাছোড়বন্দা ভিখারী—তাতে মাতাল—না দিলে যে, সে পিপাসার তীব্র পীড়নে ঠায় মারা যাবে। সুন্দরী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে মেরে ফেলাই কি তোমার অভিপ্রায়?

মরি। কাছে এস যশোদা, পাশে বস যশোদা।

যশোদা। বসবার সময় কই সুলতানা! স্বামী দেখে সব ভুলে গেলেন!—মনে নেই কি জীবন মরণের ব্যাপারে সমস্ত আমেদনগরকে লিপ্ত করেছেন?

মরি। তাইত তাইত! ভুলে গেছি! অভিমান করবার আমার সময় আছে। এখন বাঁদী একটা কি বিষম কাজ করেছে শুনুন—

ইব্রা। আমি শুনেছি—আমি তোমাকে পশুর ন্যায় পদদলিত ক'রে চলে গিয়েছিলুম—কিন্তু ভূপতিতা হয়েও তুমি নিষ্ঠুর স্বামীকে

পরিত্যাগ করনি—বংশের সন্তান হয়েও যে বংশ-মর্য্যাদা আমি রাখতে পারলুম না—নিজামশাহীর কুলবধূ! তুমি আজ সেই শ্বশুরবংশের মর্য্যাদা রাখতে ভ্রাতৃস্নেহ বলি দিয়েছ। কি করেছো মরিয়ম! উন্মত্ত আমি ভাবের উন্মেষেই আত্মহারা—রুদ্ধবাক্—আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারছিনা। আমার পিতৃপুরুষ স্বর্গে ব'সে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন—আর নরাধম আমাকে শিক্ষা দেবার জন্য, আমার সেই নরকের ঘরে কসবীর মূর্ত্তিতে এক দূত পাঠিয়েছেন। মরিয়ম! তুমি মানময়ী হয়ে আমাকে ভয় দেখাবে কি! এক কসবী আমাকে ধিক্কার দিয়ে আমোদ ছাড়িয়ে দিয়েছে, কসবীর লাঞ্ছনায় আমি তোমার দ্বারে কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি। কৃপাময়ী! তোমার মান বোঝবার প্রাণ কই! (নেপথ্যে দুন্দুভি)

যশোদা। জাঁহাপনা! দুন্দুভি বেজে উঠলো!

ইব্রা। আরে বাজুক দুন্দুভি! সুমতি আজ কুমতির স্কন্ধে আরোহণ করেছে—দুন্দুভি বাজবেনা? বাজা কাড়া নাকড়া—বাজা, বাজা দুন্দুভি বাজা।

মরি। জাঁহাপনা! আর আমি আপনাকে থাকতে দেবোনা।

ইব্রা। দেবেনা? চাতক মর্ম্মপিপাসায় আকাশ পানে চেয়ে জল চাইলে—কাদম্বিনী! করুণার ধারার সঙ্গে সঙ্গে শিলা হানলে কেন?

মরি। আসুন জাঁহাপনা! বাঁদী আপনাকে নিজ হাতে রণ-সাজে সাজিয়ে দেবে। এস বাহাদুর! জাঁহাপনার হাত ধর!

ইব্রা। এস বাপ্—বুকে এসো—এস প্রেমময়ী পাশে এসো—এস সই দেখবে এসো—বাজা দুন্দুভি বাজা—সই! প্রেম তীব্র, কি রণ তীব্র? দুইয়েই দুন্দুভি বাজে—দুয়েই প্রাণ নাচে—এখন তবে কোন বেশে—প্রেম সাজে, কি রণসাজে?

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

এখলাস খাঁর উদ্যান।

এখলাস খাঁ।

এখ্। কি হ'ল! আমার সমস্ত বল নিয়ে মালোজীকে সাহায্য করতে গেলুম, কিন্তু কই, মালোজীর ত কোনও সন্ধান পেলুম না! তাহ'লে উজীর যা বলে তাই ঠিক নাকি! মালোজী কি গোপনে গোপনে আমেদনগর ধ্বংসের জন্য বিজাপুর রাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে! ব্যাপারতো কিছুই বুঝতে পারছিনা। আমাদের দুই সরদারকে বন্দী করবার অভিপ্রায়েই কি সে তার স্ত্রীকে দূতরূপে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল! স্ত্রীকে সম্মুখে রেখে, সে হয়ত অন্তরালে থেকে আমাদের বিনাশের চেষ্টা করছে। আমরা মূর্খ হাবসী বুঝতে পারছিনা—উজীর বুঝেছে—বুঝে প্রতীকারের চেষ্টা করছে। শুধু আমাদের মূর্খতার জন্য কিছুই ক'রে উঠতে পারছেনা। আমরা একটা কুহকিনী স্ত্রীলোকের কথায় মুগ্ধ হয়ে, তার গোলামের মত তার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে চলছি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

এখ। কিরে কি খবর? তুই ছত্রমঞ্জিলের পাহারাদার না?

প্র। আজ্ঞে হাঁ হুজুর!

এখ। কি মনে ক'রে এমন সময় এখানে এলি! রাজার খবর কি?

প্র। খবর আচ্ছা নয় হুজুর! রাজা ছত্রমঞ্জিল ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন।

এখ। সে কিরে!

প্র। আজ্ঞে হুজুর! জাঁহাপনার চাকরী এতকাল করছি, কিন্তু তাঁর এত ক্রোধ আমি কখন দেখিনি। পিয়ালা ঝাড় আসবাব ফরাস সব ভেঙ্গে ছিঁড়ে ছত্রনছ্ ক'রে, একেবারে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে কোথায় চলে গেছেন।

এখ। বলিস্ কি?

প্র। যাবার সময় আমাকে বলে গেছেন, "সরদারদের খবর দে আমি ফজেরে দরবার করবো।"

এখ। কই আমিত এখনও হুকুমনামা পাইনি।

প্র। না পেয়ে থাকেন—এখনি পাবেন। খুব হুঁসিয়ার থাকবেন জনাব! ব্যাপার কিছু গুরুতর। সব মোসাহেব জানের ভয়ে রাজার সুমুখ থেকে পালিয়েছে।

এখ। বেশ—তোমার খবর দেওয়ায় আমি বড়ই খুসী হলুম।

প্র। তাহ'লে আমি চল্লুম হুজুর—অন্যান্য সরদারদের খবর দি।

এখ। উজীর খবর পেয়েছেন?

প্র। উজীর পেয়েছেন—নেহাচ খাঁ পেয়েছেন।

এখ। তারা খবর শুনে কিছু বললেন?

প্র। বলবো হুজুর? রাগ করবেন না?

এখ। না, করবো না—

প্র। উজীর সাহেব, আপনাদের গাল দিয়েছেন। বলেছেন "এখলাস খাঁর মূর্খতাতেই দেখছি সর্ব্বনাশ হ'ল।"

এখ। উজীর ঠিকই বলেছেন—তুমি চলে যাও। (প্রহরীর প্রস্থান) উজীর কুটীল-প্রকৃতি ব'লে আমি তাকে ঘৃণা করতুম, এখন

দেখছি সেই প্রশংসার পাত্র। ঘৃণার পাত্র আমি। উজীর মালোজীর অভিপ্রায় ঠিক বুঝতে পেরেছিল—শয়তানীর কুহকে পড়ে আমারই সব নষ্ট করলুম। আসুন সরদার!

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

নেহাঙ। তারপর—ব্যাপারখানা কি এখলাস খাঁ?

এখ। ব্যাপার আবার কি—আমরাই সর্ব্বনাশ করেছি। সে শয়তানীর কুহকে না মজে যদি সে সময়ে মালোজীকে গ্রেপ্তার করতুম, তাহ'লে এ অনর্থ হ'তনা।

নেহাঙ। এখন উপায় কি?

এখ। শয়তান ভোঁসলে স্ত্রীকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনি গোপনে গোপনে ছত্রমঞ্জিলে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। সাক্ষাৎ ক'রে তার কাণ ভাঙ্গিয়েছে।

নেহাঙ। তাতো বুঝেছি—তারপর এখন উপায় কি?

এখ। উপায়—একবার উজীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নেহাঙ। তা যা করবেন, শিগগির করুন। এদিকে আর সময় নেই। উন্মত্ত রাজা একমুহূর্ত্তে মত্ততা পরিত্যাগ ক'রে আমোদ ছেড়ে ঘরে ফিরেছে। ফিরেই দরবার করেছে। বুঝতে পারছনা ব্যাপার কি বিষম?

এখ। কতক কতক বুঝতে পারছি বই কি।

নেহাঙ। কতক কি—সম্পূর্ণ বোঝ—বোঝ তোমার আমার অবস্থা—

এখ। আমি ও আপনি চিরদিনত রাজার সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছি। আমি ইস্‌মাইলের পক্ষ, আপনি সা আলির পক্ষ। রাজা উজীরের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য, কারে প'ড়ে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছিল।

নেহাঙ। তার পর, মাতাল হয়ে রাজা সব ভুলে গিয়েছিল—এখন আবার জেগেছে। বাল্যের সেই বুদ্ধিমান ইব্রাহিম—সরদার! মনে রেখো।

এখ। না সরদার—বিলক্ষণ বিপদ উপস্থিত।

নেহাঙ। আপনাদের বেলাতো বিপদ কিছুই নয়—আপনারা সরদারে সরদারে বিবাদ করেছেন—সুতরাং ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু আমি যে বিদ্রোহীর মূর্ত্তিতে আমেদনগরে প্রবেশ করেছি!

এখ। চলুন এখনি উজীরের কাছে যাই।

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। আর উজীরের কাছে যেতে হবে কেন—উজীর নিজেই আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে।

এখ। আপনার কথা না শুনে, আমরা বড়ই গর্হিত কার্য্য করেছি!

মিয়ান। আমাকে কুচক্রী স্থির ক'রে আপনারা আমার সব কথাই উড়িয়ে দেন, এখন বুঝুন। আমিত গিয়েইছি—এখন আপনারা যদি কোনও উপায়ে থাকতে পারেন, তার উপায় করুন্।

এখ। থাকতে হয় সকলেই থাকবো—যেতে হয় একসঙ্গে যাবো।

নেহাঙ। আপনার বোধ হয় কি, আমাদের বিপদ উপস্থিত?

মিয়ান। এখনও বোধ হয় সরদার! তাহলে আর আমি আপনাদের বোঝাতে পারবো না।

এখ। বোধ হয় কেন, বিপদ নিশ্চয়ই।

মিয়ান। নিশ্চয়—বুঝতে পারছেন না। বিজাপুররাজ গোপনে এলো, গোপনে চলে গেল। চাঁদ সুলতানা গোপনে এলো, দেখা দিলে—তারপর যে কোথায় গেল, কেউ জানতে পারলে না। তারপর রাজা ছত্রমঞ্জিল থেকে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে, আমি গোপনে সন্ধান

নিয়েও তার খোঁজ পাইনি। আমরা কে কি করেছি, কারো যখন অবিদিত নেই—তখন রাজার কি তা জানতে বাকি আছে? আমাদের হাত থেকে রাজাকে নিস্তার দেবার জন্য, মালোজী রাণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিজাপুর রাণীকে সংবাদ দিয়েছে। রাণী শুনেই এখানে চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুররাজ, সরদার হামিদ—আর ত্রিশ হাজার সওয়ার।

এখ। এখন বুঝতে পেরেছি সরদার! পশ্চাতে অসামান্য বল না থাকলে কি একটা হরিণ, ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে প্রবেশ ক'রে, তার সঙ্গে রহস্য করতে পারে! একটা বান্দা এসে মুখের সামনে মুখ তুলে কথা কয়! পশ্চাতে অসাধারণ বল না থাকলে, সুলতানারও এত সাহস—আমেদনগরীর শ্রেষ্ঠ সরদারদের সুমুখে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে, তাদের ওপর সম্রাজ্ঞীর মতন হুকুম করে!

মিয়ান। তারপর রাজা এলো—গোপনে গোপনে ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—গোপনে প্রত্যাখ্যান—গোপনে গোপনে অন্তর্দ্ধান। মালোজী তাকে বন্দী করলে, অথচ গোলামের মতন সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে এগিয়ে রেখে এলো। যোশী বাই সব জানলে—কেবল ত্রিশ হাজার সৈন্য বিজাপুর রাজ্যের প্রান্তে, একেবারে আমাদের এলাকার গায়ে কেন যে জড় হয়েছে, সেইটি জানলে না।

নেহাঙ। এখন কর্ত্তব্য কি, শীগগির বলুন—এখনি দরবারে যে তলব হবে উজীর সাহেব!

মিয়ান। আমি বললে, আপনারা কি শুনবেন?

এখ। বাধ্য হয়ে শুনতে হচ্ছে যে উজীর সাহেব! এ ত দরবারে তলব নয়, এযে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

এখ। আমাদের প্রবল পরাক্রান্ত জেনে, মালোজী বিজাপুরের সাহায্যে আমাদের ধ্বংস করবে। যুদ্ধ করা একটা অছিলামাত্র। প্রতি-

শোধ নেবার ছল ক'রে, বিজাপুররাজ এখানে আসবে, তারপর সহসা রাজা ও মালোজীর সঙ্গে যোগ দিয়ে—আমাদেরই আক্রমণ করবে।

মিয়ান। তারপর কি করবে জানেন?

এথ। তারপর আমাদের হত্যা করবে।

মিয়ান। আরে আল্লা! সে ত গ্রেপ্তারের সঙ্গে চুকে গেল। তার পর কি?

নেহা। তারপর কি উজীর সাহেব?

মিয়ান। তারপর রাজাকে বন্দী ক'রে আমেদনগরের পৃথক নাম বিলুপ্ত করবে। নিজামসাহী বংশ এই ইব্রাহিম সা হ'তেই শেষ। সাত বৎসর পূর্ব্বে বেরার যেমন আমেদনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সাত বৎসর পরে আমেদনগর তেমনি বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এথ। এখনও রক্ষা করবার কি উপায় নাই?

মিয়ান। আপনি বড়ই স্বদেশভক্ত বীর, তাই আপনাকে বলতে সাহস হয় না।

এথ। আমি কি করতে পারি, বলুন।

মিয়ান। এখন আপনাকে আর কিছু করতে হবে না—কিছু করতে গেলেও পারবেন না। প্রথম কাজ মালোজীকে শেষ করতে হবে। সমস্ত পল্টন এখনও আমাদের হাতে। কিন্তু রাজা একবার মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়ালে আর আপনাদের সমস্ত থাকবে না। অর্দ্ধেক ভেঙ্গে যাবে! তাই বলি, রাজার হুকুমনামা আসতে না আসতে, আপনারা সৈন্য ভীমানদীর তীরে সমবেত করুন। কিন্তু সাবধান, আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন কিছুতেই যুদ্ধ দেবেন না। কেবল আগ্‌লে সহরের দিকে পেছিয়ে আসবেন।

এথ। আপনি কোথায় যাবেন?

মিয়ান। আমি মোগলের কাছে সাহায্যের জন্য গমন করবো।

এথ। মোগলের সাহায্য!

মিয়ান। দেখুন, এখনও বুঝুন—এর পর আমাকে যেন দোষী করবেন না। মোগলের সাহায্য ভিন্ন কিছুতেই বিজাপুরীকে হটাতে পারবেন না।

নেহাঙ। মোগলের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন সরদার! তারা আমাদের রাজ্যলোপ করবে না। আমাদেরই রাজা, আমাদেরই সব, শুধু আকবর সাকে কিছু কিছু কর দেওয়া, আর তাকে প্রধান স্বীকার করা। এই হলেই যথেষ্ট।

মিয়ান। তাতে রাজী আছেন, না রাজ্যটা আদিল সাকে দেবার অভিলাষ আছে?

এথ। বেশ, আপাততঃ যখন উপায় নেই, তখন তাই করুন।

মিয়ান। তা হলে আর দাঁড়াবেন না, চলে আসুন। রাজার লোক যেন আমাদের কাউকেও খুঁজে না পায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিজাপুর—চিত্রশালা।

চাঁদবিবি চিত্রণকার্য্যে নিযুক্ত।

পশ্চাতে আদিল ও তাজ।

আদিল। স্বর্গীয় মুহূর্ত্তে দীন সংসারীর আবেদন নিয়ে আমি মায়ের কাছে উপস্থিত হতে পারব না। যেতে হয় তুমিই যাও।

তাজ। আপনি যা পারবেন না জাঁহাপনা, তা আমি কেমন ক’রে পারবো! আপনি পুরুষ, আমি রমণী। আপনারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়-বিকম্পী শাসকের প্রাণ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন, আর

আমরা ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা স্বরূপ হয়ে উৎপীড়িতকে শান্ত করতে এসেছি। আপনি এই শান্তিময় নীরবতার গণ্ডীতে প্রবেশ করতে পারছেন না, আমি কেমন করে পারি জাঁহাপনা!

আদিল। আমি বড়ই বিপন্ন হয়ে এসেছি!

তাজ। সে কথা বাঁদীকে বোঝাতে হবে কেন। বীর বিজাপুর-রাজ যখন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে একটা সামান্য স্ত্রীলোকের কাছে আগ্রহ সহকারে আবেদন করছেন—

আদিল। আবেদন নয় বিজাপুরেশ্বরী, ভিক্ষা। আমি ইচ্ছা ক'রে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন আমি নিরাশ্রয় —দয়া ক'রে তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও। যে কোন উপায়ে মায়ের ধ্যান ভঙ্গ কর।

তাজ। ভাল, কিয়ৎক্ষণের জন্য অপর গৃহে বিশ্রাম করুন।

[আদিল ও তাজের প্রস্থান]

চাঁদ। না আর হ'ল না! মনে করলুম, আজ প্রভাতে মনের মতন ক'রে একখানি প্রভাতী প্রকৃতির চিত্র আঁকবো। কেদার-বাহিনী তটিনী-তীরের একটি কুঞ্জ এঁকে তার নবারুণ তরঙ্গকম্পিত শীতল ছায়ায় কল্পনাতে বসে, একটু আপনাকে ভুলে থাকবো—কই তা আর হ'ল না। চিত্রপটে কুঞ্জের ছবি তুলতে, প্রথম তুলিতেই মরিয়মের মুখ অঙ্কিত ক'রে ফেললুম। ভাবলুম, বুঝি মরিয়ম সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে বিশ্রাম নিতে কোন ছায়াময় রাজ্যের কুঞ্জঘরের অনুসন্ধান করছে। কুঞ্জ আঁকার সাধ ছেড়ে তরঙ্গিণীর ছবি আঁকতে গেলুম, তাতেও প্রথম অঙ্কনে আমার সোনার মরিয়মের সুডোল মুখের ছবি উঠলো! যেন নদীতে নিক্ষিপ্তা বালিকা উদাস দৃষ্টিতে আকাশ পানে চেয়ে, লবঙ্গলতা দেহখানি নীরব তরঙ্গে নাচিয়ে কোন দূরদেশের কমল-বনের অন্বেষণে চলে যাচ্ছে! রাগে একটা নীরস বিশাল মরুভূমি আঁকবার

চেষ্টা করলুম, সেখানেও কি ছাই মরীচিকাসরসীর প্রফুল্ল শতদলের মত বালুকা সাগরের মধ্য হ'তে মরিয়মের মুখচ্ছবি ভেসে উঠলো! মরিয়ম! প্রাণের মরিয়ম! মায়ের মমতার আশ্রয় পেলিনি ব'লে কি, তার তুলিকার অগ্র জড়িয়ে ধরেছিস্? দূর ছাই, আর ছবি আঁকবো না।

(তাজের প্রবেশ)

তাজ। হাঁমা, আজ কাছে এসে এত সাড়া দিলুম—এলুম, চলে গেলুম—তবু তোমার আঁখি ফিরলো না!—এত তন্ময়!—কার ছবি আঁকছিলে মা!

চাঁদ। ছবি আঁকা হ'ল না।

তাজ। হ'ল না! এত তন্ময়তা বৃথা গেল!—

চাঁদ। যে তোমরা শত্রুতা আরম্ভ করলে।

তাজ। আমরা! শত্রুর মধ্যে আমিই ত তোমার একা মা!

চাঁদ। কেন, তুমি একা হ'তে যাবে কেন? তুমি আছ, তোমার ছেলে আছে—আর সেই পাগলটা আছে। বিজাপুরে আমার শত্রুর অভাব কি? তার ওপর আবার শত্রু—

তাজ। আবার শত্রু—সে শত্রুটা কে মা?

চাঁদ। হাঁমা! পাগল কি আজও ফিরলো না!

তাজ। সে খবর আমার রাখবার সময় নেই।

চাঁদ। বলিস্ কি তাজ, স্বামীর খবর রাখবার সময় নেই!

তাজ। কেমন ক'রে থাকবে—সংসারে আমাকে কত কাজের ভার দিয়েছ, তা কি মনে আছে! একটা কচি ছেলের ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চাপিয়ে আপনি বসে বসে ছবি আঁকছো। আমায় ত সব দেখতে হবে!

চাঁদ। সে যেমন বেইমান, তাকে জব্দ করাই হচ্ছে যুক্তি—কিন্তু কি

করবো তাজ! সামান্য মাত্র সময়ের অদর্শনেই আমি তার জন্য কাতর হয়ে পড়েছি।

তাজ। তা তুমি যত পার কাতর হও। এখন বল মা, সে শত্রুটা কে?

চাঁদ। তোর প্রাণে কি সত্য সত্যই মমতা নেই তাজ!

তাজ। কেন থাকবে!—মায়ে পুত্রে ঝগড়া হ'ল, ফল হ'ল কি, নিরপরাধা স্ত্রী—তাকে পরিত্যাগ! কেন মমতা রাখতে যাবো? বল মা সে শত্রুটা কে—

চাঁদ। আচ্ছা এখন নয়, পরে বলবো।

তাজ। আচ্ছা, তবে এখন ছবি দেখি—

চাঁদ। ছবি আঁকতেই পারলুম না, তা দেখবে কি?

তাজ। কেন পারলে না, তাই দেখবো!

চাঁদ। বেশ, দেখ—দেখেতো কিছুই বুঝতে পারবে না! ও শুধু তুলির আঁচড়।

তাজ। (চিত্র তুলিয়া) আঁচড়েই এই—বিনা বর্ণ গৌরবে, তুলিকার প্রথম স্পর্শেই যদি এত শোভা—পূর্ণ হ'লে এ কি হত মা!

চাঁদ। বল কি তাজ! বুঝতে পারছ!

তাজ। মা! এই অপূর্ব্ব রত্ন ফেলে, তুমি একখানা কাচ আঁচলে বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে!

চাঁদ। বিজাপুরেশ্বরি! আত্মগ্লানি ক'র না—তুমি আমার সর্ব্বরত্নসার —ফণীর মাথার মণি। হীরকের আকর গোলকুণ্ডা থেকে তোমায় এনেছি।

তাজ। তাতেও তো আমার গৌরব বাড়লো না মা! যদি এরূপ আমি না দেখতে জানি, তা হ'লেত আমি অন্ধ! মা বালিকার কোমল কটাক্ষে বিজাপুররাজের ছলনাময় চক্ষু লুকুনো রয়েছে—এই বুঝি তোমার মরিয়ম?

চাঁদ। আর গোপন করবার প্রয়োজন কি—ওই আমার মরিয়ম।

তাজ। মা! আমি মরিয়মকে দেখবো।

চাঁদ। আমি অভাগিনী নিজেই তাকে দেখতে পাইনি—

(আদিলসার প্রবেশ)

আদিল। মা!

চাঁদ। এসেছো—আদিল এসেছো!—এস সুলতান,—জননীকে তিরস্কার করবার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে আত্মসন্ধান ক'রে তিরস্কার করলেনা কেন? ছি বাপ! তুমি তাকে লুকিয়ে রইলে!

আদিল। মা! অপরাধীকে ক্ষমা করবে?

চাঁদ। সেকি! শত অভিমানের উপরে তোমার সিংহাসন। শতটা যদি কখন ঈশ্বরনিগ্রহে ভাঙ্গে, তখন এসে ক্ষমার কথা জিজ্ঞাসা ক'র। তোমার মুহূর্ত্তের অদর্শন সহ্য করি এমন শক্তি নাই।

আদিল। কেমন ক'রে তুমি মরিয়মকে না দেখে ফিরে এলে মা!

চাঁদ। বাপ্! এই কি আমার তিরস্কার!

আদিল। তিরস্কার! তোমাকে তিরস্কার! ভাষা কোথায় পাব মা! প্রশংসা ও তিরস্কার শব্দ-বৈচিত্র্যে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দণ্ডায়মান—মধ্যে বিস্ময় বিপন্ন—জ্ঞানশূন্য আমি। আদিল-সাহী বংশের মর্য্যাদা রাখবার জন্য মমতাময়ি! তুমি হৃদয় থেকে মমতা সকল ছিঁড়ে ভূমে নিক্ষেপ করেছো—কিন্তু কি ক'রে করলে মা? মধুময়ী মধুযামিনীর সর্ব্বসন্তাপহারিণী কৌমুদী কি ক'রে নিদাঘের রবিরশ্মিতে পরিণত হ'ল!

চাঁদ। তিরস্কার কর সুলতান! তিরস্কার কর। কিন্তু ভাষার কি সে তীব্রতায় অক্ষর সমাবেশ আছে!—বাপ্! আমি মরিয়মের ঘরের কাছে গিয়ে মাকে না দেখে এসেছি।

আদিল। কিন্তু আমি যে পারিনি মা!

চাঁদ। আদিল—আদিল—রহস্য কর না—সত্য বল, মরিয়মকে দেখতে গিয়েছিলে?

আদিল। গিয়েছিলুম।

চাঁদ। তারপর?

আদিল। কি শুনতে চাও মা!

চাঁদ। কথা কইতে কইতে নিবৃত্ত হয়ো না। শীঘ্র বল, মরিয়মকে দেখেছো? বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন—সে আমাকে তিরস্কার করেছে? করুক—আমাকে স্মরণ ক'রে কেঁদেছে? কাঁদুক—বল বাপ্! মরিয়মকে দেখেছ?

আদিল। দেখতে পাইনি।

চাঁদ। পাওনি!

আদিল। প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছি।

চাঁদ। প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছো!—কে করলে—ইব্রাহিম?

আদিল। তোমার মরিয়মই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

চাঁদ। বটে!

আদিল। মা! মরিয়মকে দেখবার ভিক্ষা চাই—

তাজ। মা! মরিয়মকে দেখবার ভিক্ষা চাই।

চাঁদ। তোমাদের ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে আমার জীবনে তো সুখ নেই! বেশ—দেখবার আয়োজন কর।

আদিল। কই হ্যায়? (মল্লুর প্রবেশ) সুবেদারকে খবর দাও! এখনি যেন সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে—খাস কামরায় আমার অপেক্ষা করে।

[মল্লুর প্রস্থান।

চাঁদ। কি করবে ঠিক করলে?

আদিল। যে কাজ বিজাপুর-রাজ্ঞী বিনা রক্তপাতে নিষ্পন্ন করে এসেছেন, আমি তারই জন্য ত্রিশ হাজার সওয়ার ভীমানদীর তীরে সমাবেশ করেছি—সরদারদের মিলনের জন্য যে আয়োজন তা আজ তাদের দমনের জন্য নিযুক্ত করবো। অনুমতি করুন—এ শুভকার্য্যে অগ্রসর হই।

চাঁদ। প্রেমাভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য বিরাট রণরঙ্গের আয়োজন! ঈশ্বর! একি তোমার বিচিত্র অভিলাষ!

আদিল। মা! যদি তোমার প্রিয়তমা নন্দিনীকে দর্শন করবার ক্ষীণ সাধ অন্তরে গোপন রাখ, আর সে সাধ পূরণ করবার বিন্দুমাত্রও অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ ক'রে রাখ, তা হ'লে সন্তানকে অনুমতি দাও। আমি রাজার অভিমান নিয়ে তোমার দ্বারে উপস্থিত নই। আমি ভিখারী। আদিল-সাহী রাজবংশের প্রতিনিধি স্বরূপ হয়ে, তোমার কৃপায় আমি এতদিন যে গর্ব্ব রক্ষা করে এসেছি, সে গর্ব্ব চূর্ণ হবার উপক্রম। মা! আমি শুধু অভিমান পোষণের জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইনি। আমি ভগিনী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়েও পশ্চাদ্‌পদ হইনি, পরদিন প্রভাতে দূত দিয়ে রাজসভায় সম্মিলন ভিক্ষার আবেদন করেছিলুম। দূতও অপমানিত হয়ে রাজসভা থেকে ফিরে এসেছে।

চাঁদ। দেখবার সুষুপ্ত অভিলাষ অনলরূপে সহস্র শিখায় আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে আলিঙ্গন করেছে। কিন্তু কি করলুম তাজ! উভয় রাজ্যের মঙ্গল কামনায় আমি নীরবে যে কার্য্য সাধন করতে গিয়েছিলুম, কোন দুরদৃষ্টে সে নীরব আয়োজন রণ-কোলাহলে পরিণত হ'ল! ওঠ—বিজাপুর রাজ! খোদার অভিলাষ পূর্ণ কর।

আদিল। কি কুক্ষণে আমি তোমার শক্তিমত্তায় সন্দেহ ক'রেছিলুম। সেই সন্দেহের ফলে প্রভাতের নবোদিত কমল আজ বিষগন্ধ উদ্‌গীরণ করলে—প্রেম তীব্র শত্রুতায় পরিণত হ'ল।

চাঁদ। প্রেম—চির দিনই প্রেম—নবকাদম্বিনীর সলিলাঞ্জলি মৃত্তিকায় পড়ে পঙ্কিল হয়। প্রেমের নিন্দা ক'র না রাজা, অদৃষ্টের নিন্দা কর। এস তাজ! রক্ততরঙ্গিণীতে সাঁতার দিতে দিতে যদি আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলতে চাও, তাহ'লে সঙ্গে এস।

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত।

যশোদা ও রঘুজী।

যশোদা। পর্ব্বত শিখরে আলো জ্বলছে, কিন্তু সমস্ত তলদেশটা অন্ধকার! ভীমার জলে শুধু একটা আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। তাতে অন্ধকার, আরও নিবিড়—ভেতরে যেন শয়তানের লীলা! এ কি রঘুজী! ভীমার উভয় পারে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার বিশাল সৈন্য। কিন্তু সকলেই যেন মৃত্যু নিদ্রায় নিস্তব্ধ! এ কি যুদ্ধ ব্যাপার কিছুই ত বুঝতে পারছি না।

রঘুজী। ব্যাপার অজাযুদ্ধ। শালা সম্বন্ধীর লড়াই—ও শুধু বহ্বারম্ভ—কাজ বড় কিছু হবে বলেতো বোধ হচ্ছে না।

যশোদা। আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ব্যগ্রতার সহিত রাজা সৈন্য সমাবেশ করতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এত আগ্রহ কি শুধু কথাতেই পরিণত হ'ল!

রঘুজী। যা হবে কাল প্রভাতেই বোঝা যাবে।

যশোদা। আমাদের যে মাওলী সৈন্য, তাদেরও ত কোন খবর পাচ্ছি না!

রঘুজী। তারা যেখানেই থাক না কেন, তারা কিন্তু নিদ্রিত নয়।

যশোদা। তারা কোথায়?

রঘুজী। কোথায়—এ অন্ধকারে কেমন ক'রে ঠাওর করবো!

যশোদা। ঠাওর করতে হবে। আমি তাদের অবস্থান না জেনে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।—এস আমার সঙ্গে।

রঘুজী। তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?

যশোদা। কেন, ভয় হচ্ছে না কি!

রঘুজী। নির্ম্মম বাক্য প্রয়োগ ক'র না মা! এখনও কি তোমার সন্দেহ গেল না! তা যদি না যায়, বল এখনি ওই পাহাড়ের শৃঙ্গটার উপরে উঠে ঝাঁপ খাই।

যশোদা। না রঘুজী! কথাটা অন্যায় বলে ফেলেছি। মনে ক্ষোভ কর না।

রঘুজী। তোমার উপর যে ক্ষোভ করবার যো নেই মা! কিন্তু যে বীরত্বাভিমানী পুরুষ রমণীর কাছে পরাস্ত হয়ে জীবিত থাকে, তার বেঁচে থাকা যে ক্ষোভের বিষয় তাতে সন্দেহ নাই।

যশোদা। কিছুমাত্র ক্ষোভ ক'র না বাপ্! মনের কোণে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও স্থান দিয়ো না যে, তুমি এক অবলার কাছে হেরে গেছ। শক্তিমান্! যতই তোমাদের শক্তি থাক্ না কেন, অবলা যখন সতীত্ব গৌরব নাশ ভয়ে, মনে মনে সর্ব্বশক্তির আধাররূপা শঙ্করীর শরণাপন্ন হয়, তখন তার হৃদয় হ'তে সহসা যে শক্তিসলিলধারা প্রবাহিত হয়, ঐরাবত পর্য্যন্ত তার গতি রোধ করতে পারে না। বীর, তুমিও সেই স্রোতমুখে পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিলে। আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছি, এ কথা এক বারও আমার মনে কখন উদিত হয়নি। যে দিন হবে, সে দিন জানবে আমি জ্ঞানহীনা উন্মাদিনী।

রঘুজী। বেশ ক্ষোভ দূর হয়েছে—কোথায় যাবে চল।

যশোদা। সে দিনের সন্ধ্যায় কোন যে নির্দ্দিষ্ট অভিলাষে ঘর থেকে

বেরিয়েছিলুম, তা নয়। মৃগয়ার ছল ক'রে গৃহত্যাগ করেছিলুম। অরণ্যের সন্নিধানে গিয়ে তোমাদের বনমধ্যে লুক্কায়িত দেখে আমি যে ভীত হয়েছিলুম, তা তোমাকে কথায় প্রকাশ করে বলতে আমার শক্তি নাই। বন্দিনী হবার ভয়ে, ভবানীকে ঐকান্তিক মনে স্মরণ করলুম, তাঁরই কৃপায় প্রকৃতিস্থ হলুম। তখন ত জানতুম না বাপ্! একটী সন্তান আমাকে দান করবার জন্য ভবানী আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিছলেন। মুদ্রিত চক্ষে সারা পথ ছুটেছিলুম—গৃহপ্রবেশ মুখে যখন চোক-চেয়ে দেখি, তখন দেখি হাতে আমার অপূর্ব্ব রত্ন তুমি। দোহাই বাপ্, মায়ের ওপর অভিমান ক'র না।

রঘুজী। মিটে গেল—এখন কোথায় যাবে চল।

যশোদা। যা ভয় ক'রে এসেছিলুম, তাই দেখছি। আমি আবার ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করছি। রঘুজী! তোমাদের কাউকেও আমি বলিনি—এখন দেখছি না বলে ভাল করিনি!

রঘুজী। কি মা! আমার প্রভু কি বিপন্ন!

যশোদা। তোমার প্রভুই বিপন্ন। মিয়ানমঞ্জু বোধ হয়, তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।

রঘুজী। বল কি!

যশোদা। এক ষড়যন্ত্রের সময় হঠাৎ আমি মিয়ানমঞ্জুর সুমুখে উপস্থিত হয়ে তাকে সে কার্য্য হ'তে নিরস্ত করি। ভগবানের অনুগ্রহে দুই জন হাবসী সরদার সে দিন আমার পক্ষ অবলম্বন করায় উজীরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর রাজা জেগেছেন—জেগে তিনি আমার স্বামীর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। ঈর্ষায় আমার বোধ হয়, সমস্ত সরদার সমবেত হয়েছে। কৌশলে উজীর আমাদের মাওলী সৈন্যদের স্থানান্তরিত ক'রে স্বামীকে আমার একা করেছে।

রঘুজী। তাহ'লে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

যশোদা। আমরা কি করতে পারি রঘুজী।

রঘুজী। কি করতে পারি দেখি না।

যশোদা। রহস্য নয় রঘুজী! আতঙ্কে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। সরদারদের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে, এমন শক্তিমান্ যে আমি কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না বাপ্!

রঘুজী। শক্তি দেনেওয়ালা যিনি তিনিতো নিরাকার—তা হ'লে কে কি শক্তি ধরে তুমি কেমন করে দেখতে পাবে! কিন্তু মা আমি জানি ঈশ্বর যদি প্রভুর সহায় হন, তাহ'লে তোমার এই ক্ষুদ্র সন্তান একা এত ক্ষমতা ধরতে পারে যে, সমস্ত সরদারের সৈন্য একত্র করলেও তার সমকক্ষ হয় না।

যশোদা। বাপ্! সাহস দিলে এইতেই তোমাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি।

রঘুজী। সাহস কি মা, কার্য্যে দেখাব। নেহাঙখাঁর পলটনদের ভেতর আমার এক হাজার গুপ্ত সৈন্য আছে, তাদের যদি আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি, তারা তর্ক না করেই আগুনে ঝাঁপ দেবে। আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেহাঙ খাঁ পর্য্যন্ত জানে না। কেউ জানতে পারতো না, তুমি মা ব'লে জানতে পারলে। আমি তোমার কাছে ভৃত্য, কিন্তু নেহাঙ খাঁর পলটনে পরাক্রান্ত সৈনিক। একেবারে বিশ হাজার সৈন্য ত একজন লোককে আক্রমণ করতে পারে না। মা! তাহ'লে আর দাঁড়ালুম না— আমি প্রভুর সন্ধানে চল্লুম।

যশোদা। রঘুজী! ওই শত্রুশিবিরে আলো জ্বললো। রজনীর অন্ধকারের সহায়তায় সরদার হামিদ অসংখ্য বিজাপুরী সমবেত করেছে দেখতে পাচ্ছ না? বোধ হয় পলটন আমেদনগর বিজয়ে অগ্রসর হ'ল! এই রাত্রেই বিজাপুরী নদী পার হবে। রাজার মর্য্যাদা—স্বামীর প্রাণ, কোনটা রক্ষা করতে অগ্রসর হ'তে চাও, শীঘ্র হও।

রঘুজী। ও দুইই করবো—চলে এস মা, চলে এস। কারা আসছে—শীঘ্র পাহাড়ের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি আর দাঁড়ালুম না—দাঁড়াতে পারলুম না।

যশোদা। তুমি আমার কথা ভেবো না, শীঘ্র যাও—স্বামীকে আমার রক্ষা কর। [রঘুজীর প্রস্থান] তাইতো লোকটা এই দিকেই আসছে যে।

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। আশ্রয়ে কুলুচ্ছে না যোশীবিবি! এবারে সজাগ প্রহরী জেগে আছে। চতুর্দ্দশ বৎসরের নিদ্রা—তোমরা অত্যাচার ক'রে ভাঙ্গিয়েছো। এক দীর্ঘ যুগের পর জাগরিত ক্ষুধার্ত্ত চক্ষু চারিদিকে আহারের অন্বেষণে রূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পালাবে কোথা?

যশোদা। এ কি দেখছি জাঁহাপনা! সমস্ত আমেদনগরী নিদ্রিত—শত্রুর গতিরোধ করবার এতটুকুও ত চেষ্টা দেখছি না।

ইব্রা। ও তুমি দেখ, আর তোমার স্বামী দেখুক—আমি তোমাদের দেখি।

যশোদা। কেন জাঁহাপনা, আমেদনগরে দেখবার কি আর বস্তু নেই!

ইব্রা। আর সব গুরুপাক, যোশীবিবি—হজম হয় না! দেখতে গেলে চোক ঝলসে যায়।

যশোদা। জাঁহাপনা! আমার স্বামী বোধ হয় বিপন্ন।

ইব্রা। বোধ হয় কেন যোশীবিবি—নিশ্চয়। শুধু কি তোমার স্বামী—আমিও ত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন—আমার বিপদে তুমি যে স্বামীর বিপদের চেয়ে কম দুঃখিত তাতো নয়। কিন্তু সুন্দরি! আমি তাতে অণুমাত্র দুঃখিত নই। আমি যখন ঘুমিয়েছিলুম তখন খোদা অভয়বাহু বিস্তার ক'রে আমার রাজ্য রক্ষা করেছে। তোমাদের কৃপায় যেই জেগে নিজ তরীর হাল নিজে ধরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি নদীতে প্রচণ্ড

তুফান। উপরে চেয়ে দেখি, যোশীবিবি, সে অভয় বাহু অন্তর্হিত হয়েছে। বল ত সুন্দরি, আমি কি আবার একবার ঘুমুবো ? আমাকে বিপদে ফেলে সমস্ত সরদার পালিয়েছে। বিজাপুরের রাজা নিজের ভুল বুঝে দূত দিয়ে সন্ধি করতে পাঠিয়েছিলেন, তাকে আমার অসাক্ষাতে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। (মল্লজীর প্রবেশ) অথচ যুদ্ধ করতে কেউ নেই। সমগ্র সৈন্য তাদের হাতে।

মল্ল। জাঁহাপনা!

যশোদা। এই যে এই যে সরদার! এসেছেন ? আমি আপনার বিপদের আশঙ্কা করেছিলুম। মনে করেছিলুম, আপনি চক্রীদের হস্তে বন্দী।

মল্ল। আশঙ্কা! তুমি আমার সমস্ত বিপদের জন্য প্রস্তুত হও। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন আমার উপর দিয়ে জাঁহাপনার সমস্ত বিপদ চলে যায়।

যশোদা। তা যদি হয় সরদার! তাহ'লে কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা—আমাদের বিপদে জাঁহাপনা বিপন্মুক্ত হন।

মল্ল। জাঁহাপনা! আমাকে যদি পরিত্যাগ করেন, তাহ'লেই আপনার রাজ্য রক্ষা হয়।

ইব্রা। কি ক'রে হয় ?

মল্ল। আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ ব'লে সমস্ত সরদার ঈর্ষান্বিত হয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করতে চলেছে। তারা আমাকে মারবে, আপনাকে বন্দী করবে। তারপর মোগলের সাহায্যে বিজাপুরী-দের দূর করে দেবে। আমেদনগর এর পরে মোগল নির্দ্দিষ্ট রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হবে।

ইব্রা। মোগল ত এখন অনেক দূরে। আজ বিজাপুরীর আক্রমণ ব্যর্থ করে কে ?

মল্লজী। ভীমানদীর তীরে তারা কেউ বিজাপুরীকে বাধা দেবেনা। মোগল যতক্ষণ না এসে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ যুদ্ধের একটা অছিলা দেখাবে মাত্র।

ইত্রা। আমাকে এখনও বন্দী করছে না কেন? আমিত নিরস্ত্র নিঃসহায়। আমি যে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ঘরে ফিরেছি, এখনও পর্য্যন্ত কোন আমেদনগরীত তা জানেনা! ভিখারীর বেশে সেই যে ছত্রমঞ্জিল ত্যাগ করেছি, এখনও তাই আছি—তবে এরা আমাকে এখনও বন্দী করছেনা কেন সরদার?

মল্লজী। আমার সমস্ত মাওলী সৈন্যকে আপনার শরীর রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিয়ে রেখেছি—তারা আপনার অলক্ষ্যে আপনার দেহের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই পারছেনা।—

ইত্রা। বলকি!

মল্লজী। তারা আমাকে পরিত্যাগ করবে, তবু আপনাকে করবেনা।

ইত্রা। ক্ষমা কর সরদার, আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা!

মল্লজী। কি ক'রে বিশ্বাস করাবো?

ইত্রা। এখানে কেউ আছে?

মল্লজী। থাকাতো উচিত। যদি একজনও কেউ না থাকে, তা'হলে তারা মাওলী নয়।

ইত্রা। পরীক্ষা করবো?

মল্লজী। করুন।

ইত্রা। কি ব'লে ডাকবো?

মল্লজী। যা ব'লে ডাকতে ইচ্ছা করেন।

ইত্রা। আমার প্রহরী এখানে কেউ আছ?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

যশোদা। জাঁহাপনা! এসেছে। তোমরা এখানে ক'জন?

সৈনিক। আজ্ঞে মা! আমি একা।

মল্লজী। একলা কি সাহসে জাঁহাপনার সঙ্গে এসেছো!

সৈনিক। প্রভু! একা না পারি, এক ইঙ্গিতে এক হাজার হব। ডাকবো হুজুর?

ইব্রা। না আর ডাকতে হবেনা—যেখানে ছিলে সেইখানে থাকে।

[সৈনিকের প্রস্থান।

ইব্রা। তুমি কি মালোজী?

যশোদা। আপনার গোলাম।

ইব্রা। তবে আমার ভয় কি? এই নিয়ে আমরা লড়াই করিনা কেন?

মল্লজী। আপনি যদি নিজে নিয়ে লড়াই করতে পারেন, করুন। আমি করতে গেলে সমস্ত সরদার আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। তাতে আমার কিছু করতে না পারুক, কিন্তু আপনাকে তারা রাখবেনা।

ইব্রা। আর, আমি যদি তোমার সৈন্য নিই?

মল্লজী। তাহ'লে, আপনি যদি রাখতে পারেন, ত আপনার মর্য্যাদা রক্ষা হবে, কিন্তু গোলাম বোধ হয় প্রাণে বাঁচবে না।

যশোদা। তা হ'লে সরদার! আপনি সমস্ত সৈন্য জাঁহাপনাকে দান করুন না কেন?

ইব্রা। কি বলছ যশোদা বিবি?

যশোদা। সরদার!

মল্লজী। আমিতো এখনি প্রস্তুত যশোদা?

ইব্রা। হুঁ! বীরদম্পতি! বুঝেছি—আমাকে বিপন্ন ক'রে তোমরা নিজেদের জীবন রাখতে চাওনা। আমারও জীবন মরণ দুই সমান।

যশোদা। জাঁহাপনা! গ্রহণ করুন—আমার স্বামীর জীবন আপনার মঙ্গলার্থে অঞ্জলি প্রদান করি।

ইব্রা। বেশ দাও।

যশোদা। ভগবান! আমার স্বামীকে গ্রহণ করে সুলতানের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

ইব্রা। বেশ, দাও। স্বর্গে দুন্দুভি আছিস্? এই ফাঁকে বেজে নে—এই ফাঁকে বেজে নে।

মল্লজী। কি প্রতিজ্ঞা করলে যশোদা, বুঝতে পেরেছ?

যশোদা। আমাকে সন্দেহ হচ্ছে কি প্রভু?

মল্লজী। তোমাকে আদর ক'রে ডাকবার, আজ পর্য্যন্ত, একদিনও অবকাশ পাইনি। নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে সোহাগ কুসুম উপহার দিয়ে তোমার তৃপ্তি সাধন করি, এমন ভাগ্য আমার হ'লনা।

ইব্রা। কিন্তু ক্ষত্রিয় এইরূপ ভাগ্যেই চিরদিন ভাগ্যবান। প্রেমময়ী অথচ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়না সহধর্ম্মিনী—ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের ভূষণ। বিপন্ন জন্মভূমিকে রক্ষা করতে ক্ষত্রিয় ললনা সাগ্রহে স্বামার কণ্ঠে রণমালা পরিয়ে দেয়। বীরদম্পতি! আমি পাথরে দাঁড়িয়ে আছি—কি দেবসরোবরে সাঁতার কাটছি তা বুঝতে পারছিনা।

মল্লজী। দোহাই যশোদা! তুমি আমার অনুসন্ধান ক'রনা।

যশোদা। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) তাহ'লে কি করবো?

মল্লজী। কেবল রাণীর রক্ষিণী হয়ে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অবস্থান কর। জাঁহাপনা! তাহ'লে গোলাম বিদায় গ্রহণ করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমার মৃত্যুতে আপনার কল্যাণ হয়।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভীমার তীর।

হামিদ ও সেনানী।

হামিদ। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করনা। যাও, পূর্ব্ব দিকের সমস্ত পদাতিদল নিয়ে নদী পার হও। সন্ধান পেয়েছি মিয়ানমঞ্জু মোগলের সাহায্য নিতে বুরহানপুরে লোক পাঠিয়েছে। মোগল যদি আসে, তা'হলে আমেদ নগরীর পরাভব দুর্ঘট হবে। মোগল আসতে না আসতে নদী পার হওয়া চাই।

সেনানী। যো হুকুম। কিন্তু হুজুর! শুনলুম সরদারে সরদারে বিবাদ বেধেছে—তা যদি হয়, তাহ'লে মোগলকে আমেদনগরে আনতে মিয়ানমঞ্জু কেমন করে সক্ষম হবে বুঝতে পারছিনা।

হামিদ। সে বোঝবার আমাদের প্রয়োজন নেই। তুমি নদীপারের জন্য প্রস্তুত হও। বিলম্বে কার্য্যহানি—আমি এতটা পথ এসে কার্য্যহানি করে ফিরে যেতে পারবোনা। তুমি দক্ষিণে, জাঁহাপনা মধ্যে—আর আমি উত্তরে। মোগল যদি আসে তাহ'লে আমারই সঙ্গে সাক্ষাৎ। যদি না আসে, তাহ'লে দু'জনে দুইদিক থেকে গিয়ে সহরের মধ্যে আমার সন্ধান ক'র।

সেনানী। যো হুকুম— [প্রস্থান।

হামিদ। সরদারে সরদারে বিবাদ বেধেছে। বাধিয়েছে কে? আমি। কিন্তু একটী মহামূল্য রত্নের বিনিময়ে আমি আমেদনগরী সরদারদের বিশ্বাসঘাতকতা ক্রয় করতে চলেছি।—সেটী আমার পরম সখা মালোজী! মালোজী তার প্রভুর মান বজায় রাখতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে প্রস্তুত— আমিও আমার প্রভুর মান রাখতে সর্ব্বস্ব নিয়ে বদ্ধপরিকর। 'অভিমানের

প্ররোচনায় যুদ্ধ—ভাই ভগিনীর ওপর অভিমানে সংগ্রামের আয়োজন করেছে—আমিও সেই সংগ্রামে বন্ধুত্বকে বলি দিতে চলেছি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমিও মালোজীর কাছে মাথা হেঁট করতে পারিনা! একদিন প্রেমের বিনিময় দিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুতার সমকক্ষতা করেছি—আর আজ কঠোরতায় তার সঙ্গে দুস্‌মনির সমকক্ষতা করবো। ঈশ্বর! যুদ্ধ ব্যবসায়ী আমি, এ কার্য্য ভিন্ন আমার এ ক্ষেত্রে আর কোনও উপায় নাই। মালোজী! ভাই! তোমার ভীষণ পরিণাম স্মরণ করে, ক্ষমা প্রার্থনার স্বরূপ দূর থেকে আমি তোমায় অভিবাদন করছি। কোন হায়?

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। সরদার!

হামিদ। কেও, জাঁহাপনা! একি জাঁহাপনা! আপনি আপনার কটক ছেড়ে এখানে এলেন কেন? আমি সমস্ত পল্‌টনকে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করেছি।

আদিল। তাইত কি করলুম হামিদ!

হামিদ। সে চিন্তার ত সময় নেই জাঁহাপনা!

আদিল। মালোজীকে রক্ষা করতে পারনা?

হামিদ। আমি তা করতে আসিনি—আমি জাঁহাপনার অপমানের শোধ নিতে এসেছি। সৈনিকের কঠোর কার্য্য, আত্মীয় স্বজন, এমন কি পুত্র সম্মুখীন হলেও সৈনিকের তরবারি নিরস্ত হয় না। কঠোর কার্য্যে অগ্রসর হয়েছি। হৃদ্‌বন্ধু মালোজীকে বলি দেওয়া আমার কার্য্য, উপায় কি? আমি আজ্ঞাবাহী সৈনিক। সুলতান স্বয়ং আত্মীয় সংহারে প্রবৃত্ত, আমি তার সেনাপতি, আমার আক্ষেপের আবশ্যক কি?

[প্রস্থান।

আদিল। তবে যাও। উদ্যানের চির-পরিত্যক্ত প্রান্তের চির-বিস্মৃতি-মাখা ফুল্লকুসুম কোন দুরদৃষ্ট বশে আমার দৃষ্টিতে পড়েছিলো! লতা হাতে তুলে আঘ্রাণ করতে গিয়ে, কিসলয় মধ্যস্থ অদৃশ্য অভিমান-কীট মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড নাগিনীর পাকে আমাকে বন্ধন ক'রে, ভীম ফণা তুলে, মাথায় দংশন করেছে—তাগা বাঁধবার স্থান নেই—প্রচণ্ড জ্বালা! জয়ে যন্ত্রণা—পরাজয়ে বিজাপুরের সমস্ত গৌরব অন্ধকারে ডুবে যাবে! ঈশ্বর! ডাকতেও তোমাকে সাহস করি না। মমতাকে বক্ষে ধরতে গিয়ে পদদলিত করে এসেছি। কি করলুম, আদিলসাহী রাজবংশের গর্ব্ব বজায় রাখতে আমার মা আদিলসাহী সুলতানা, আমার সঙ্গে এসেছেন। কিন্তু এসেই যে নীরব সজল দৃষ্টিতে মা তাঁর পিত্রালয়ের পানে চেয়েছিলেন, আমার সৈন্যের ভীম কোলাহলও তাঁকে কিছু ক্ষণের জন্য ফেরাতে পারেনি। কিয়ৎকালের জন্য সন্তান স্নেহ অবহেলার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। দেখে হৃদয় আমার সহস্র আকুল তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়েছে। যে মায়ের করুণায় ক্ষুদ্র শিশু গৌরবময় মনুষ্যত্বে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, যে মায়ের নাম বিজাপুরের সমৃদ্ধির সঙ্গে অসংখ্য বন্ধনে জড়িত, আমি তাঁর পিতৃকুল নির্ম্মূল ক'রে কি তাঁর অপার স্নেহের প্রতিদান দিতে এলুম!

(চাঁদবিবির প্রবেশ)

চাঁদ। আদিল!

আদিল। এ কি মা! এ কি বেশ! তুমিও কি আমেদনগরীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছো?

চাঁদ। কি করবো বাপ্! আমি কি বিজাপুর সুলতানের প্রজার তালিকা থেকে অপসৃতা হয়েছি? রাজার দুর্জ্জয় মান-বহ্নিতে ইন্ধন দিতে আমার কি অধিকার নাই? বিজাপুররাজ! শুনলুম আমেদনগরী সরদারেরা ভীষণ আত্মকলহে লিপ্ত হয়েছে। পরস্পরের চেষ্টায় বাধা দিয়ে তারা

আগে থাকতে আপনাদের গুণেই পরাজিত। রাজা সেই চক্রের মধ্যে পড়ে একরূপ বন্দী। বন্দীকে পুনর্ব্বন্দী করতে এত বীর বিজাপুরীর বেড়াজাল কেন? আমার মতন অবলাই এ ক্ষেত্রে যোগ্য সেনাপতি। বাপ্! তোমার একটী ক্ষুদ্র পলটন ভিক্ষা করতে আমি তোমার কাছে এসেছি। ভিক্ষা দেবে?

আদিল। ভিক্ষা দেবো? কি ভিক্ষা দেবো? বিজাপুর-রাণী! রাজ্য তোমার, প্রজা তোমার, রাজ্য-শাসন-গৌরব, যা নিয়ে রাজার রাজত্ব—তা সমস্ত তোমার। কি ভিক্ষা দেবো? আছে—একটা সামগ্রী আছে—সেটা যাকে তাকে দেবার নয় বলে নিজস্ব রূপে এখনও আমার মনের ভিতরে ধরে রেখেছি—সর্ব্বসন্তাপহারিণী মহীয়সী চাঁদরাণীর সন্তান বলে আমার যে অহঙ্কার, সেইটী কেবল পূর্ণমাত্রায় আমার হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান। জ্ঞানময়ি! জ্ঞানসলিলে সেটী জন্মের মতন নির্ব্বাপিত কর। যেই অহঙ্কারে মরিয়ম আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—সেই অহঙ্কারে আমি মরিয়মকে দেখবার এই বিরাট আয়োজন করেছি। এস মা চরণ কমল বাড়িয়ে দাও—আজ দ্বিধাশূন্য প্রাণে আমার সেই প্রচণ্ড অহঙ্কার তোমার পাদমূলে সমর্পণ করি।

চাঁদ। তোমার মর্য্যাদা যাবে, এমন কাজ আমি কখন করবো না বিজাপুররাজ! আমি কাউকে অনুরোধ করতে যাবো না। বিজাপুর-রাজের প্রতিনিধি হয়ে আমি আদেশ করতে যাবো। প্রয়োজন হয়, রণ-তরঙ্গে ঝাঁপ দেবো—উত্তীর্ণ হই ভাল—না হই, দেহ আমার জন্মভূমির কোলে বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

আদিল। এখনি চল, তোমাকে দিয়ে আসি।

[নেপথ্যে কোলাহল]

(জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। জাঁহাপনা জল্‌দি এ স্থান ত্যাগ করুন। শত্রুর চর এখানে

বিচরণ করছে। যদি জাঁহাপনাকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে, তা'হ'লে সর্ব্ব-নাশ হয়ে যাবে। দোহাই জাঁহাপনা, দোহাই সুলতানা! এখানে দাঁড়াবেন না।

চাঁদ। উল্লুক! তবে তোরা কি করতে এখানে আছিস্? তোদের সমস্ত লোকবল থাকতে সুলতানের শরীরের কাছে আমেদনগরী এসে উপস্থিত হ'ল!

রক্ষী। আমরা মা, এই টের পেয়েছি। পাহাড়ের আড়াল দিয়ে অন্ধকারে তারা নদী পার হয়েছে। এ পারে আসতেই জানতে পেরেছি।

আদিল। শুধু জানতে পারলেই হবে না। যদি না তাকে ধরতে পারিস্, যদি সে এসে আমাদের ভেতরকার খবর জেনে ফিরে যায়, তা'হলে তোদের সবাইকেই গর্দ্দান দিতে হবে।

(প্রহরিগণ বেষ্টিত রঘুজীর প্রবেশ)

রক্ষী। যেতে পারেনি জাঁহাপনা, ধরা পড়েছে।

১ম প্র। জাঁহাপনা! লোকটা নদী পার হয়ে এখানে খবর নিতে এসেছিল, আমরা ধরে ফেলেছি।

রঘুজী। তাতে কোনও ফল হয় নি জাঁহাপনা! ধরামাত্র সার। আসল জিনিষ পগার পার। খবর এতক্ষণ ওপারে পৌঁছেছে।

১ম প্র। মিথ্যে কথা জাঁহাপনা!

রঘুজী। চোপরাও বেটা! এ শর্ম্মা কখন মিথ্যে কথা কয় না। আর ধরা? কে ধরেছে, তোরা? আরে পাগল—রঘুজী নিজে না ধরা দিলে, পাঁচ টাকা মাইনের কটা সেপাই, তোরা আমাকে ধরতে পারতিস্? আমার সঙ্গীকে পরপারে পৌঁছিয়ে যখন আমি নিশ্চিন্ত হলুম, তখন আনন্দে করতালি দিলুম। তোরা শুনতে পেয়ে ছুটে এলি, বাধা দিলুম না, ধরলি। কেও—মা! বিজাপুররাণী! আপনি! রক্তমুখী প্রকাণ্ড বাহিনী—উপরে

রুধির-পিয়াসিনী ডাকিনী—প্রান্তরে শোণিত-গন্ধে উন্মত্ত ফেরুর ফেউ ফেউ ধ্বনি—তাইত ভাবি—মধ্যে কে? রণরঙ্গিণী! তুমি মাঝে না থাকলে যে শোভা ফোটে না মা! এসেছো বেশ করেছ—গোলামের সেলাম নাও।

চাঁদ। কে তুমি?

রঘুজী। কি বলব মা! যাঁকে নিয়ে আমার পরিচয় তাঁকে যে আগে থাকতে সরিয়ে দিয়েছি। আপনি এসেছেন জানলে, তাঁকে আমি এত শীঘ্র নদী পার হতে দিতুম না। এত শীঘ্র এদের হাতে ধরা পড়তুম না।

চাঁদ। কে সে?

রঘুজী। আমার মা!

চাঁদ। তোমার মা! বৃদ্ধাকে তুমি হাতে ধরে মৃত্যু মুখে এনেছিলে কেন?

রঘুজী। বৃদ্ধা! আমার মায়ের যে মা তাঁরই রূপসৌন্দর্য্যে বার্দ্ধক্য এলোনা—আমার মা বৃদ্ধা! জগজ্জননী চিরষোড়শী, কখনও বৃদ্ধা হ'ন না।—ওই দেখুন—ওই দেখুন—ভীমার ওপারে, সমস্ত সৌন্দর্য্য মুখে ধ'রে কৃষ্ণ পরিচ্ছদে অঙ্গ ঢাকা আমার মা। আপনাদের সমস্ত খবর নিয়ে মা রাজার শিবিরাভিমুখে ছুটে চলেছেন।

আদিল। আরতো আমি বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট করতে পারি না। ওসব হিঁয়ালীর কথা রাখ—শীঘ্র বল্ কে তুই?

রঘুজী। আমি কে চিনতে পারছেন না জাঁহাপনা? আজ জাঁহাপনার কাছে গোলামের যে দশা, দুদিন পূর্ব্বে গোলামের কাছে জাঁহাপনার সেই দশা হয়েছিল।

আদিল। বুঝেছি—তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

রঘুজী। মাফ করুন, সে কথা বলতে পারবো না জাঁহাপনা।

আদিল। নইলে তোমাকে গর্দ্দান দিতে হবে।

রঘুজী। তাহ'লে ত সমস্ত খবরই জাঁহাপনার জানা হয়ে যাবে! বিজাপুররাজ! একথা বলে কেন বৃথা পরিশ্রম করলেন! গুপ্তচর ধরা পড়লেই প্রাণ দেয়। প্রাণ চান আলবৎ দেবো। প্রাণ দেবার লোক খুঁজতে আমি ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু বড় আক্ষেপ আজও প্রাণ-দেবার লোক পেলুম না। কি বলবো জাঁহাপনা! আপনি একটা মুলুকের মালিক, আর আমি নগণ্য সৈনিক—অভিমানের তীব্র তাড়নে স্নেহের বন্ধন ছিঁড়তে এসেছেন—মধুর সম্পর্ক কটু হবে, সোণার কুসুম জ্ব'লে যাবে—তাতে আমার মাথাই সর্ব্বপ্রথম উপহার। জাঁহাপনা! এ মাথা কি পছন্দ হবে!

আদিল। এই—একে ছেড়েদে—দিয়ে চলে যা। হুঁসিয়ার! কেউ এর গায়ে হস্তক্ষেপ করিস্‌নি। চলমা—আমরা যাই।

রঘুজী। আর গোলাম?

আদিল। তুমি ফিরে যাও—কেউ আর তোমার কোন অনিষ্ট করবে না।

চাঁদ। যে গেল, ওকি যশোদা?

রঘুজী। হাঁমা—আপনার কন্যা।

চাঁদ। গেল কোথায়?

রঘুজী। এই যে বল্লুম মা—রাজাকে সংবাদ দিতে।

চাঁদ। রাজা কোথায়?

রঘুজী। তা বলবোনা।

আদিল। বলবার প্রয়োজন নেই—তুমি যথেচ্ছা গমন কর।

রঘুজী। কোথায় যাবো?

চাঁদ। সে কি! কোথায় যাবে কি—কেন আমেদনগরে কি তোমার স্থান নেই?

রঘুজী। বোধ হয়, এতক্ষণ বিলীন হ'ল।

চাঁদ। একি বলছ বাপ্—শীঘ্র বুঝিয়ে বল—বিলীন হ'ল কি!

আদিল। কেন, এইত তুমি বললে, তোমার মা রাজার শিবিরাভিমুখে যাচ্ছেন।

রঘুজী। মা যাচ্ছেন, আমি যাব না।

আদিল। বেশ, তাহ'লে তোমার প্রভুর কাছে যাও।

রঘুজী। সেখানে যাব বলেইত জাঁহাপনার শরণাপন্ন হয়েছিলুম। কিন্তু জাঁহাপনাতো ক্ষুদ্র সৈনিকের আবেদন নিলেন না।

আদিল। তোমার প্রভু কোথায়?

রঘুজী। ঊর্দ্ধে।

আদিল। ঊর্দ্ধে!

চাঁদ। এখনও বুঝতে পারলে না সুলতান! আর কেন—এ যুদ্ধের অবসান কর। যুদ্ধের যা ফল—শ্রেষ্ঠ প্রাণ বলিদান, তা নিষ্পন্ন হয়েছে। যশোদার সর্ব্বস্ব এ রণানলের আহুতি—বীরপ্রবর মালোজী আমাদের পাপে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন।

রঘুজী। এখনও ত্যাগ করেছেন কিনা বলতে পারিনা—কিন্তু ত্যাগ করতে আর বিলম্ব নাই। নিরাশ্রয় রাজাকে আপনার সমস্ত সৈন্যবল দান ক'রে—জীবনে স্পৃহাশূন্য বীর—নিরস্ত্র, নিঃসহায়—কৃতঘ্ন ষড়যন্ত্রী সরদারদের শিবিরে প্রস্থান করেছেন।

আদিল। মা! তাহ'লে আদেশ করুন—যদি সরদার এখনও বেঁচে থাকে, আমি তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করি।

চাঁদ। না সুলতান! তুমি বিপন্ন রাজাকে রক্ষা করবার উপায় কর। মালোজীকে রক্ষা করতে আমি চললুম।

রঘুজী। তাহ'লে শোন মা! সন্তানের আবেদন শোন। আমি প্রভুর জীবন রক্ষা করতে আমার মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। কিন্তু যে উপায়ে রক্ষা করবো, আমি সে উপায় হারিয়েছি—আমার প্রভুভক্ত সহস্র

সৈনিক নেহাঙ খাঁর সঙ্গে মোগলকে আনতে চলে গেছে। আমেদনগরের কোনস্থানে তাদের একটীকেও আমি খুঁজে পেলুম না। মর্ম্মবেদনায় সুলতানের কাছে, প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে এসেছিলুম। যদি প্রভুকে রক্ষা করতে পার মা, তাহ'লে অবিলম্বে অগ্রসর হও—নইলে গোলামের শিরচ্ছেদ ক'রে, তাকে ভীমার জলে বিসর্জ্জন দাও।

আদি। আর বিলম্ব ক'রনা মা! রক্ষা কর—বীর মালোজীর জীবন রক্ষা কর।

চাঁদ। এস বীর! সঙ্গে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

আদি। কোই হ্যায়! (জনৈক সৈনিকের প্রবেশ) সমস্ত ত্রিশহাজার সওয়ার নিয়ে মায়ের পৃষ্ঠ রক্ষা কর। হুঁসিয়ার! ত্রিশহাজারের একজন থাকতে যেন মায়ের জীবন বিপন্ন না হয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবিরাভ্যন্তর। ইব্রাহিম ও সৈনিক।

[নেপথ্যে রণকোলাহল]

ইব্রা। এত অল্প সৈন্য নিয়ে, আমরা প্রকাণ্ড-প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়েতো শত্রুর গতি রোধ করতে পারবো না!

সৈনিক। তা'হলে কি করবো আদেশ করুন জাঁহাপনা! শত্রু দক্ষিণদিক থেকে ভীমানদী পার হয়েছে।—পূর্ব্বে হামিদখাঁ সওয়ার পলটন দুই নিয়ে, একেবারে সহরে ঢোকবার জন্য রওনা হয়েছে। মোগলের আক্রমণে আপনার দুর্ভেদ্য পশ্চিম ও বিপন্ন। কোন পথে যাবো, কার গতিরোধ করবো—আদেশ করুন।

ইব্রা। সরদার! আমার এ ত যুদ্ধ নয়, আমার এ চৌদ্দবৎসরের সঞ্চিত রাশি রাশি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বল সরদার! কোন্ দিকে গিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়।

সৈনিক। জাঁহাপনা যদি হামিদের গতিরোধ করতে পারি, তাহ'লে পরাজয়ে ও আমাদের জয় আছে।

ইব্রা। বেশ, চল ভাই হামিদেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।—(সৈনিকের প্রস্থান) প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—দুর্নিবার জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায়। জ্বালা—কোথায় জ্বালা—কিসের জ্বালা! কেন জ্বালা? না—না—ভ্রমাত্মক মন! তুমি স্বেচ্ছায় এই জ্বালারূপী মায়াসরোবর সৃষ্টি করেছ। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ না—মায়ার আবরণ ভেদ ক'রে, অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে যে চিরমধুময় শান্তি—তা তুমি অনুভব করতে পারছ না। সরোবরে তোমারই রচিত তরঙ্গে তুমি ধাক্কা খেয়ে পেছিয়ে পড়ে, আবার নির্ম্মম কূলহীন সাগরগামী স্রোতে নিপতিত হচ্ছ। জ্বালা—কিসের জ্বালা? চিরানন্দময়ের রাজ্যে কি জ্বালা আছে? বস্! সব ঠিক্, ইব্রাহিম প্রকৃতিস্থ হও—তোমার যে কার্য্য চৌদ্দবৎসরে ঘুমের ঘোরে অল্প অল্প সঞ্চিত হয়েছে—তার ফল স্তূপীকৃত হয়ে, একদিনে তোমার জাগরণে তোমাকে বরণ করবার জন্য ছুটে এসেছে। বস্—আনন্দ কর—ইব্রাহিম আনন্দ কর। শত্রু ভয়ে আর ভীত হয়ো না—অন্তঃশত্রুর ধ্বংসসাধনে বহিঃশত্রু তোমার পুরদ্বারে সমবেত হয়েছে—দে আমেদনগরী। সহরের ফটক খুলেদে—দে ইব্রাহিম, হৃদয়ফটক খুলেদে। পাওনাদারে আর দেনাদারে সাক্ষাৎ—একদিকে কর্ম্ম অন্যদিকে ফল—দুয়ে মিশে হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গ নীথর হোক—নিদ্রিত নগরীর শ্যামপ্রান্তরে শশাঙ্কের সুষুপ্ত কৌমুদী ঢলে পড়ুক।—কে তুমি? মরিয়ম? কেন মরিয়ম! বিষাদ মাথা মুখে তুমি পুত্রের হাত ধরে আমার কাছে আসছ?

(মরিয়ম ও বাহাদুরের প্রবেশ)

মরি। জাঁহাপনা!

ইব্রা। র'স—এত ব্যস্ত কেন মরিয়ম! জাঁহাপনা ব'লে মুখ বন্ধ ক'রে বিশাল বিষাদের তালিকা আমার মুক্ত চক্ষুর কাছে তুলো না! যতদিন ঘুমিয়ে ছিলুম, ততদিনত তুমি বেশ আনন্দে দিন কাটিয়েছিলে! তবে ও জলভারাবনত চক্ষু কেন—নীলনলিনাভ নয়নে অরুণিম কিসলয়ের বেড়া কেন? আমিত জেগেছি মরিয়ম! তাহ'লে জাগরণের প্রথম দিনে বিষাদের গান তুলো না।

মরি। না জাঁহাপনা বিষাদের গান তুলবো না।

ইব্রা। বেশ মরিয়ম—বেশ।—মরিয়ম জল এগোয় কি তৃষ্ণা এগোয়? মরিয়ম! গোলাপের প্রাচীরের ঘেরা দিয়ে, শিরিষকুসুমের শয্যা বিছিয়ে আমার প্রমোদোদ্যানে দীর্ঘশয়নে ঘুমিয়েছিলুম—জেগে দেখি রবিকরোত্তপ্ত মরুপ্রান্তরের বালুকা আমার দেহের প্রতি পরমাণুকে আলিঙ্গন করছে—দারুণ তৃষ্ণায় উঠে দেখি, সহস্র শতদলে সাজানো সরসীবক্ষে প্রলোভনময়ী মরীচিকা—এগিয়ে যাই,দেখি সরসী পিছিয়ে যায়—দাঁড়াই,সরসী দাঁড়ায়—আমি ফিরি, সরসী আমার অনুসরণ করে। বুঝে ফিরে চলেছি—কাতর হয়ে সরসী আমার সঙ্গে চলেছে! সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য কিছু চেয়োনা—তারা সেবাদাসীর মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। যাও,—সরে যাবে। বুকের কাছে ধর, কলিজার উত্তাপে মিলিয়ে যাবে। যাও মরিয়ম! পুত্রকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও—কিন্তু দোহাই ঘরে আর আমার প্রতীক্ষা ক'রনা!

মরি। কিছু করবো না জাঁহাপনা! প্রতীক্ষার শেষ আকর্ষণ ছিঁড়তে এসেছি। আপনি আপনার এই পুত্রকে সমরক্ষেত্রে সঙ্গী করুন।

ইব্রা। কেন?

বাহা। বিশ্বাসঘাতকের ছুরীতে না ম'রে, রণক্ষেত্রে প্রাণদান কি ভাল নয়। পিতা! দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নিন্।

ইব্রা। বেশ, এস।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। করছ কি মরিয়ম! আর আবদ্ধ ক'র না, জাঁহাপনাকে ছেড়ে দাও—

ইব্রা। কি যোশীবিবি! তোমার স্বামী এখনও আছে, না গেছে?

যশোদা। আপনি ত জানেন না সুলতান! মহেশ্বরের মাথায় দেওয়া অঞ্জলি—শিবনির্ম্মাল্য—দুনিয়ার কোনও কাজে আর লাগে না। সুতরাং আমি তাঁর স্মরণ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি।

ইব্রা। তুমি হিন্দু—তোমার নির্ম্মাল্যের প্রয়োজন তুমি জান—আমার সন্ধানে তাতে দোষ কি?

যশোদা। সে আপনার অভিরুচি, জাঁহাপনা।

ইব্রা। বেশ, মালোজীকে না চাও—তার বন্ধুর পত্নীটীকে গ্রহণ কর।

যশোদা। এই যে বহুমানে গ্রহণ করছি জাঁহাপনা৷

(নেপথ্যে কোলাহল—সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জাঁহাপনা! আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে—হামিদখাঁকে আটকাতে পারবো না।

ইব্রা। এই, যে প্রস্তুত ভাই!

সৈ। আসুন আমরা, এইবেলা থেকে পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্যপথ অধিকার ক'রে, হামিদখাঁর আক্রমণের বেগ রোধ করি।

ইব্রা। যেখানে যেতে ইচ্ছা কর, চল। বন্যা প্লাবিত দেশ ঘরের ভেতরে জল ঢুকেছে—মাঠের এককোণে একটু বাঁধ দিতে চাও—দাও ভাই, দাও।

[বাহাদুর, সৈনিক ও ইব্রাহিমের প্রস্থান।

যশোদা। স্বামীর দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না রাণী। বিপদ চারি ধারে—বিশাল সৈন্য নিয়ে আকবরসার পুত্র মুরাদ আমেদনগরকে গ্রাস করতে আসছে—রমণীর কোমলতা স্বামীর সাথে পাঠিয়ে দাও রণসাজ, পর—এস যতশীঘ্র পার কেল্লার ফটক বন্ধ কর। যতদিন না খোলবার প্রয়োজন বুঝবো, ততদিন আমাদেরই তার দোর আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।—নিশ্চিন্ত হয়ে উজীর রাজ্যগ্রাসের স্বপ্ন দেখ্‌ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোক বুজে পুরপ্রবেশ পথে চলে আসছে। কিন্তু আসতে আসতে আবদ্ধ লৌহকবাটে যখন তার মস্তক আহত হবে, তখন বুঝবে, আমেদনগরের সিংহাসন এখনো তার কাছ থেকে অনেক দূরে। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রনা—চলে এসো রাণী—চলে এসো।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আমেদনগর—প্রাসাদ।

মল্লজী।

মল্লজ। কাতারে কাতারে মোগল পশ্চিম ফটক দিয়ে সহরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ছে।—দেশের সরদার সেই নিদারুণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। মন্দভাগ্য বুঝতে পারলে না যে, মোগল একবার দৃঢ়ভিত্তিতে আমেদনগরে বসতে পারলে, সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাসঘাতকের টুঁটি কেটে তাদের স্বদেশদ্রোহিতার পুরস্কার প্রদান করবে। যাক—বিধির ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমার আর ভাববার অবসর কই? তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে আস্‌ছে। প্রথমেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আমি সঙ্গীশূন্য নিঃসহায়—পরিত্যক্ত প্রাসাদে মোগলের প্রচণ্ড বাহিনীর প্রবেশে বাধা দিতে একজনমাত্র বিষাদ-বিদগ্ধ অক্ষম প্রহরী—নশ্বর সংসারে মহান

ঐশ্বর্য্যের ভোগবিলাসে পুষ্ট ইব্রাহিমসার বিষম পরিনামের সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তবু আমি প্রহরী—মোগল আমার বক্ষ ভেদ করে মহলে প্রবেশ করুক।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(অনুচরের প্রবেশ)

অনু। হুজুর! আর কেন দাঁড়িয়ে আছেন?—উল্লাসে মোগল নগরে প্রবেশ করছে। সকলেই আত্মরক্ষার পথ দেখলে, আপনি এ শ্মশানে কি লোভে দাঁড়িয়ে আছেন হুজুর!

মল্লজী। তুমি আর থেকোনা ভাই, তারা আসতে না আসতে এস্থান পরিত্যাগ কর।

অনু। আর আপনি?

মল্লজী। আমি এখানে থাকবো।

অনু। দোহাই হুজুর! অমূল্য প্রাণ নিষ্প্রয়োজনে বিসর্জ্জন দেবেন না।

মল্লজী। প্রাণ বিসর্জ্জন আগে থাকতেই হয়ে গেছে—শুধু দেহের বিসর্জ্জন অবশিষ্ট—সময় নষ্ট ক'রনা—কোলাহল ক্রমে সন্নিকটে এলো—চলে যাও—চলে যাও—

অনু। প্রভু!

মল্লজী। কথার অবাধ্য হচ্ছ কেন মূর্খ! আর যদি একবার তুমি আমার কথার অবাধ্য হও, তাহ'লে বলপ্রয়োগে তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবো।

[অনুচরের প্রস্থান।

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। হুজুর!

মল্লজী। কি খবর?

রঘুজী। একি, আপনি একা!

মল্লজী। তুমি কোথা থেকে আসছ?

রঘুজী। সে কথা পরে বলছি—কিন্তু একি! সমস্ত মহল যেন প্রাণীশূন্য। আপনি একা এখানে কি করছেন সরদার?

মল্লজী। সে কথা আমিও পরে বলছি। আগে আমাকে বল, শীঘ্র বল—জাঁহাপনার সংবাদ কি?

রঘুজী। তিনি পলটন নিয়ে রওনা হয়েছেন।

মল্লজী। রাণীর খবর কি?

রঘুজী। মা তাঁকে আর পুরবাসিনীদের কেল্লায় নিয়ে ফটক বন্ধ ক'রে দিয়েছেন!

মল্লজী। রাজকুমার?

রঘুজী। পিতার সঙ্গে রণক্ষেত্রে চলে গেছেন।

মল্লজী। আপাততঃ নিশ্চিন্ত—তুমি কোথায় যাবে?

রঘুজী। আমি আবার কোথায় যাব?—আপনি যেখানে আমিও সেখানে।

মল্লজী। রঘুজী! এখনি এস্থান ত্যাগ কর।

রঘুজী। বাপ্! দশক্রোশ রাস্তা ছুটে আসছি—পা ভেরে গেছে, কোথায় যাব? সরদার আমাকে এস্থানত্যাগে আদেশ করবেন না—অবাধ্য হব।

মল্লজী। রঘুজী! এখনি শত্রুকর্ত্তৃক এ গৃহ আক্রান্ত হবে।

রঘুজী। আক্রান্ত হবে? কখন হবে হুজুর! প্রাণ আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—আজ শত্রু দিয়ে শত্রু তাড়াবো। প্রাণের অত্যাচার আর সইবো না। হুজুর! বড়ই ক্লান্ত আমি—আর দেহের ভার সইতে পারছি না। আমি এইখানে একটু বিশ্রাম করি!

মল্লজী। উঠে যাও উন্মাদ! আমি তোমায় থাকতে দেবো না।

রঘুজী। আপনার সাধ্য কি, আপনি আমাকে এখান থেকে উঠিয়ে দেন।

মল্লজী। অন্তিম সময়ে আমাকে আর কেন যন্ত্রণা দাও রঘুজী!

রঘুজী। দোহাই প্রভু! ওকথা বলবেন না—আমি আপনাকে ছাড়বো না।

মল্লজী। তাহ'লে দ্বার বন্ধ ক'রে—শীঘ্র চলে এসো।

[প্রস্থান।

রঘুজী! যথা আজ্ঞা—তবু যতক্ষণ তোমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারি।—কই মা! কোথায় আছ অভয়দায়িণী—আমার মুখ রক্ষা কর মা! প্রভুর আমার জীবন রক্ষা কর।

(নেপথ্যে কোলাহল)

[প্রস্থান।

নেপথ্যে মিয়ান। ভাঙ্গো—দরজা ভাঙ্গো—আরকি কাম ফতে! কাম ফতে।

রঘুজী। তাইত কি করলুম—চোকের উপরে প্রভুর মৃত্যুটা দেখতে এলুম! এলিনি মা! শুধু আশ্বাস দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দিলি!—কি করলি—কি করলি!

(নেপথ্যে দ্বারভঙ্গ শব্দ)

(মল্লজীর পুনঃ প্রবেশ)

মল্লজী। ভবানী! শেষ পরীক্ষা—প্রভুর সমস্ত বিপদ আপদ মাথায় ক'রে, যেন সহাস্যমুখে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি। সাহস দাও মা সাহস দাও। রঘুজী! গুপ্তদ্বার দিয়ে এখনও পালাও—জীবন রক্ষা কর—জীবন রক্ষা কর।

রঘুজী। শুধু হাতে চলে এলেন যে প্রভু!

মল্লজী। তাইত! অস্ত্র! কই, কোথায়, কেন? অসংখ্য নরঘাতী দস্যু—রক্তপিপাসু শার্দ্দুলের মতন ছুটে আসছে—অস্ত্রে বাধা দেব—না শুধুহাতে বলির স্বরূপ, রাজার কল্যাণে গলাটা তাদের অস্ত্রমুখে বাড়িয়ে দেবো? রঘুজী! কি করবো শীঘ্র বল—চিন্তা করবার সময় নেই—থাকছে থাকছে—দারুণ অভিমান জেগে উঠছে। অথচ প্রাণ দেবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছি—যদি অস্ত্র ধ'রে নিজের প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হই, তাহ'লে আমার বিশ্বাস রাজার প্রাণ বাঁচবে না। বল রঘুজী! তুমি কি চাও—

রঘুজী। সরদার আমি আপনার প্রাণরক্ষা চাই।

মল্লজী। ভাই! এ ত প্রীতিময় বন্ধুর কথা হ'লনা! আমি যা চাই, তুমিও তাই চাও ভাই! বল ইব্রাহিমসার জীবন সসম্মানে রক্ষিত হ'ক।

রঘুজী। আপনার বিনা চেষ্টায় যদি আপনার প্রাণ বাঁচে সরদার?

মল্লজী। তাহ'লে বুঝবো, রাজার মঙ্গল সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেছে।—রঘুজী! প্রভুর পবিত্র সিংহাসন ধরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চললুম—এখনও তোমাকে বলছি—জীবন রক্ষা কর।

রঘুজী। বেশ, আপনি যে ভাবে থাকতে চান, সেই ভাবেই থাকুন—আমার যে ভাব ভাল লাগে, আমি সেই ভাবে পিশাচদের সম্মুখে উপস্থিত হই।—(নেপথ্যে কোলাহল) অভয় দায়িনী—কি করলি মা? আসতে পারলিনি!—যাক—হ'লনা—এলো—সম্মুখে প্রভুর অপঘাত মৃত্যু দর্শন! প্রাণ থাকতে পারবো না!—যাই—যাই—কোথায় যাই—কোথায় যাই—আয় মৃত্যু! দুনিয়ার অন্তরাল থেকে ছুটে এসে আমাকে কুক্ষিগত কর। আমি সহজে প্রভুর ঘরে ঘাতক ঢুকতে দেবনা—যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ বাধা দেবো—এর মধ্যেও কি, হে ঈশ্বর, তোমার বরাভয়কর থেকে আশীর্ব্বাদ অঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হবে না?

[প্রস্থান।

(মিয়ানমঞ্জু ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

মিয়ান। বস্—চলে আয়—চলে আয়। বেইমান রাজা, আজ তোমার বেইমানীর ফলভোগ কর।—কেউ নেই—রাজা পালিয়েছে, তার সেই বেইমান দোস্ত মালোজী পালিয়েছে। আ আল্লা! কি হ'ল! তলোয়ার আমার খাপেই রইল! তলোয়ার রাঙ্গা করবো এমন একটা প্রাণী নেই।

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। কেন থাকবেনা শয়তান—তবে কার তলোয়ার রাঙ্গা হয় সেইটে আজ তোকে দেখিয়ে দেবো।

মিয়ান। এই—এই—মেরে ফেল্—মেরে—ফ্যাল্—(পশ্চাতে গমন)

(সকলে রঘুজীকে আক্রমণ)

রঘুজী। পৌঁছিতে পারলুম না—বুঝতে পারছি এখনও তোর পাপ সম্পুর্ণ হয়নি—তবে আয়—কে এ পবিত্র গৃহে প্রবেশ করতে পারিস আয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

এব্রাহিমের দরবার গৃহ।

মল্লজী।

(নেপথ্যে কোলাহল)

মল্লজী। মৃত্যুর অপেক্ষায় হৃদয় পেতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কই মৃত্যু—কোথায় মৃত্যু? হা ঈশ্বর! তোমার চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে আমি বহুক্ষণ ধ'রে তোমার ভীম কালদণ্ড প্রহারের প্রতীক্ষা করছি। পাঠাতে এত বিলম্ব করছ কেন প্রভু! বিশ্বাসঘাতকদের নারকীয় উল্লাস-নিশ্বাসে সমস্ত আমেদনগরের বায়ু কলুষিত হয়েছে। সহ্য করতে পারছিনা! দয়া কর দয়াময়! শীঘ্র আমার এ মর্ম্মভেদী যাতনার অবসান কর। লোকবল অর্থবল, সমস্ত থাকতে প্রাণপূর্ণ রাজা ইব্রাহিমের রাজ্য নিঃশব্দে মোগলের হাতে চলে যাবে! কেউ একেবারও স্বদেশের মুখপানে চাইলে না! প্রতিশোধ নেবার অদম্য বাসনা হৃদয়ে চেপে স্থানুর মত নিশ্চল হয়ে আমি সে নিদারুণ দৃশ্য দেখতে পারবোনা। আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও। [নেপথ্যে কেলাহল তাইত! একি হ'ল! বিশ্বাস-ঘতকেরা এ পবিত্র প্রাসাদের দ্বারা ভঙ্গ করলে—তবু এখনও এলোনা কেন? বাহিরে বিষম কোলাহল—বাধা দিতে ত কেউ নেই—তবে এ পিশাচদের গতিরোধ করেছে কে?—একি রঘুজী—

[নেপথ্যে কোলাহল]

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। আর পারলুম না প্রভু—হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দু পাত হয়েছে। এখন আপনার জীবন আপনার হাতে। অত্মহত্যা করতে চান—করুন, আত্মরক্ষা করতে চান—এখনও স্থান ত্যাগ করুন—আর আমার

মতন মরতে চান—এই অস্ত্র—শতাধিক সেপাইয়ের রক্তে স্নান করিয়ে আপনার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করলুম।—(অস্ত্র নিক্ষেপ ও পতন)

মল্লজী। তাইত! শুধু শুধু মরবো—মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে আত্মরক্ষার প্রলোভন। আত্মরক্ষা! কেমন ক'রে হবে—একজন মারবো—দশ মারবো—শত মারবো—সহস্র মারবো—কিন্তু তাতেও ত আততায়ীদের নিঃশেষ করতে পারবোনা! শেষ অনিবার্য্য মৃত্যু! কিন্তু মারবো কাকে? লক্ষ সৈন্য নিয়ে সম্রাট পুত্র মুরাদ—সহর দখল করতে আসছে। তার একটাকেও ত মারতে পারবোনা। মুরাদ আমেদনগরী দিয়ে আমেদ-নগরীর ধ্বংস ক'রে, আপনার অটুট বলে আমেদনগরীর এই তীর্থ মন্দিরে প্রবেশ করবে! বিদেশী আমাদের উভয় দলের মৃত্যু দেখে হাসবে—এ অভাগাদের মৃতুদেহের উদ্দেশে বিজয়ী সেনাপতির এক ফোঁটাও ত চখের জল পড়বে না! না—বিজয়ীকরশোভী অসি তুমি আমাকে আর প্রলুব্ধ ক'র না। যদি আমা হ'তে প্রভুর সিংহাসন রক্ষিত হয়, সহস্র জীবন-মধুপানে উজ্জীবিত হ'তে আমার কর স্পর্শ কর। নতুবা শুধু নরঘাতী হ'তে আমার হাতে উঠোনা।

(কোলাহল করিতে করিতে সৈন্যগণ ও মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। দেখ্ এখনও বেঁচে আছে কিনা দেখ্।

১ম সৈ। না হুজুর মরে গেছে।

মিয়ান। গেছে, ঠিক গেছে?

১ম সৈ। ঠিক গেছে—

মিয়ান। তবু একটা খোঁচা দে।

১ম সৈ। মরাকে মারতে যাব কেন হুজুর!

মিয়ান। নে বেটা! বাক্যি রাখ্—একটা ফিবরু লোক মারতে একশো লোক জাহান্নমে গেলি—শুধু মরাই তোরা মারতে জানিস, তোদেরই আবার মুরদ কি?

১ম সৈ। বৃথা তিরস্কার কেন করছেন হুজুর! সে এসেছিল দেশের জন্যে মরতে, আর আমরা এসেছি মারতে—যে মরতে জানে তাকে মারে কে?

মল্লজী। ঠিক বলেছ—যে মাতৃমন্দিরে আত্মবলি দিতে এসেছে—সে নিজে না সরে গেলে তাকে দুনিয়া থেকে সরায় কে—যে শয়তান সরাতে চাইবে, সে মায়ের চারিধারে হাজার প্রাণের বেড়া সৃষ্টি করবে।

মিয়ান। এই—এই—মালোজী—মার্ মার্—

মল্লজী। ভয় নেই উজীর আমি নিরস্ত্র—

মিয়ান। ওরে—নিরস্ত্র—এই বেলা মার্। এই বেলা মার্।

১ম সৈ। শুধু মারতে পারবোনা—হুজুর! ওঁর হাতে অস্ত্র দিন—

মিয়ান। তবেরে শয়তান—তুমি আমাকে ইমান দেখাতে এসেছো—(অস্ত্রাঘাত ও সৈনিকের পতন) (অন্যের প্রতি) এগিয়ে যা—এগিয়ে যা—যে প্রথম অস্ত্র গায়ে ঠেকবে সে হাজার আসরফী বকসিস্ পাবে।

মল্লজী। এস বক্ষ বাড়িয়ে রেখেছি—কে আসবে এস।

মিয়ান। যদি ধরা দিস্, তা'হলে তোকে মারবোনা।

মল্লজী। মারতে পারিস্, আয় নরপিশাচ! নইলে তোর কাছে বন্দী হ'বনা! (ভূতল হইতে অস্ত্র গ্রহণ)

সকলে। মার্—মার্—

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার—বেইমান হুঁসিয়ার—

নেপথ্যে। ওরে দুস্‌মন্—দুস্‌মন্—বিজাপুরী দুস্‌মন্—পালা—পালা—

সৈন্য। হুজুর—পালাও—পালাও—

মিয়ান। সেকি! মোগল নয়—মোগল নয়—হা আল্লা একি হ'ল।

(সৈন্যগণের পলায়ন)

(সৈন্যসহ চাঁদবিবির প্রবেশ)

চাঁদ। কই বেইমান উজীর! গ্রেপ্তার কর! গ্রেপ্তার কর! (সকলে মিয়ানমঞ্জুকে ধারণ) যদি মালোজী বেঁচে থাকে, তবেই বেইমান তুমি রইলে, নইলে এখনি তোমার বুকে ছোরা ঢুকবে। যাও—শয়তানকে দেখতে নেই—শৃঙ্খলে বেঁধে বন্দী করে রাখ। মালোজী—মালোজী—বেঁচে থাক ত উত্তর দাও।

মল্লজী। এইযে মা বেঁচে আছি—

চাঁদ। বেঁচে আছ—বেঁচে আছ—ঈশ্বর তোমার নামে জয় যুক্ত হ'ক। আমার প্রথম পরিশ্রম সার্থক হ'ল।

মল্লজী। রঘুজী! রঘুজী, ভাই! তোমার আত্মত্যাগের পুরস্কার দেখ—এত আকাঙ্ক্ষায় মরতে চাইলুম, সিদ্ধ হ'লনা!

চাঁদ। কই রঘুজী? রঘুজী! বাপ—তুমি মৃত্যুমুখে—রঘুজী।—

রঘুজী। এসেছো মা—বেঁচেছো প্রভু! [ঈশ্বরকে ধন্যবাদের ইঙ্গিত ও মৃত্যু]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গিরিশঙ্কট।

আদিল।

আদিল। একটা গিরিপথ অতিক্রম করতে যদি এত সৈন্যক্ষয়, তাহ'লে আমেদনগরে পৌছান ত আমার দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো! এরূপ অপূর্ব্বভাবে শিক্ষিত সৈন্যত আমি আর কখনও দেখিনি—এরা হেরে ও হারাতে চায়না! আমাদের সৈন্য যতই সাহসী হক, যতই ক্ষিপ্রগতি, যতই রণকুশল হক—এরূপ যুদ্ধত তারা জানেনা! পরাস্ত হলে ভগ্ন হৃদয় না হয়, সেনাধ্যক্ষ মরলে যুদ্ধজয়ে হতাশ না হয়, এমন সৈন্যত আমি কখন দেখিনি। সৈন্যের পর সৈন্য মরছে, আবার কোথা থেকে সৈন্য এসে তার স্থান 'অধিকার করছে। সেনাপতির পর সেনাপতি মরছে, কোথা থেকে নূতন বীর আবির্ভূত হয়ে, সওয়ার শূন্য অশ্বে আরোহন ক'রে, আবার সেনাদের উৎসাহিত করে যুদ্ধ করছে। যেন কেউ মরেনি, যেন কোন অনিষ্ট হয়নি। কি ধীরতার সহিত সংগ্রাম!—এমন অপূর্ব্ব নীরব আত্মরক্ষা—রণোন্মত্ত সৈন্যের এমন ধীর অবস্থান, আমি কখনও স্বপ্নেও দেখবার আশা করিনি। যুদ্ধ করে আমার জীবন সার্থক হ'ল!

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা! শীঘ্র আসুন—আমরা উপর অধিকার করিছি। শত্রুর বন্দুক নিস্তব্ধ।

আদিল। পালিয়ে নিস্তব্ধ, না নিঃশেষে নিস্তব্ধ?

হামিদ। যুদ্ধের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেননা জাঁহাপনা, ও সব বীর কি পালিয়ে নিস্তব্ধ হয়! সমস্ত নিঃশেষে নিস্তব্ধ হয়েছে।

আদিল। এরকম সৈন্য পেলে আমি সমস্ত হিন্দুস্থান জয় করতে পারি।

হামিদ। গোস্তাকী মাফ হয়—গোলাম পেলে দুনিয়া জয় করতে পারতো। কিন্তু জাঁহাপনা পেয়েও কিছু করতে পারলেন না।

আদিল। আমি পেলুম কবে হামিদ?

হামিদ। গোলাম কি আর জাঁহাপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা কইছে! পেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে আপনি তাদের ধ্বংস করেছেন।

আদিল। আমি—এরূপ বীর সৈন্য ধ্বংস করলুম! কি বল'ছ হামিদ!

হামিদ। জাঁহাপনা, আজ যাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমরা কৃতার্থ হয়েছি, তারা সমস্তই সরদার মালোজীর মাওলী সৈন্য।

আদিল। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সরদার, যতদিন মালোজী বিজাপুরে ছিল, ততদিন তার সৈন্যের রণকৌশল আমাকে এক দিনের জন্যও দেখায়নি।

হামিদ। দেখাবার প্রয়োজন কবে হয়েছিল, তা দেখাবে।

আদিল। প্রয়োজন যথেষ্ট হয়েছিল, সে ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাকে দেখায়নি।

হামিদ। তা যাই হ'ক, আপনার জন্য শিক্ষিত সৈন্যদল, আপনিই আমেদনগরে নির্ব্বাসিত করেছিলেন।—শেষে আপনিই তাদের ধ্বংস করলেন।

আদিল। নিয়তির পরিহাস এ হ'তে আর কি হ'তে পারে? কিন্তু হামিদ, সে আমার জন্য এ অদ্ভুত সৈন্যদলের সৃষ্টি করেনি। স্বদেশ ভক্ত মাহারাট্টাবীর স্বদেশ রক্ষার জন্য এই নব সৈন্যসম্প্রদায় গঠিত করেছিল। আমি বিজাপুরে দেখেছি, মালোজী এক খানা কাগজ নিয়ে মাঝে মাঝে কি

কালীর আঁচড় কাটতো। এক দিন কৌতুহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ছিলুম—"সরদার! পাগলের মতন বসে, কাগজের ওপর কি ও নিরর্থক চিহ্ন অঙ্কিত কর?" হাসতে হাসতে মালোজী বলেছিল—"কি করি, আপনিত শুনে তুষ্ট হবেন না জাঁহাপনা!" তবু আমি তাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। তাইতে সে বলেছিল—"আপনাদের দক্ষিণী পাঠান রাজাদের ভেতর যেরূপ পরস্পরে শত্রুতা, তাতে এ সকল ধ্বংস হ'তে কেবল একজন কুটনীতি বিশারদ প্রবল পরাক্রান্ত রাজার অভ্যুদয়ের অপেক্ষা। কিন্তু রাজা! এই সমস্ত রাজার ধ্বংসেত রাজ্যের ধ্বংস হবে না। আপনারা যাবেন, কিন্তু দক্ষিণের হিন্দু মুসলমান প্রজা এরা যাবে কোথা? তাই তাদের রক্ষা করবার জন্য, দেশবাসীর ভবিষ্যৎ জীবন কণ্টক শূন্য করবার জন্য, ভগবানের আশীর্ব্বাদ অনুসন্ধানে পথের অন্বেষণ করছি। আমি তার কথা শুনে উচ্চহাস্য করেছিলুম! এখন বুঝতে পারলুম, মালোজী কি পথ অন্বেষণ করছিল। শত্রু সৈন্য ধ্বংসের জন্য সে কাগজে নিজের সৈন্য সমাবেশের চিত্র আঁকছিল, তাতো আমি তখন বুঝতে পারিনি! বুঝলে মালোজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতুম। কিন্তু বুঝে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় যে অস্থির হলুম হামেদ! দেশ স্বাধীন করিবার শাণিত অস্ত্র আমি নিজ হাতে ভেঙ্গে দিলুম। আপনাকে দুর্ব্বল করলুম, আমেদনগর ধ্বংস করলুম। হিন্দু স্থানে প্রবল শক্তিশালী কুটনীতি বিশারদ রাজা জন্মেছে। আকবর আমাদের এই আত্মকলহ লোলুপ নয়নে প্রতীক্ষা করেছে। চল হামিদ, বিজপুর ধ্বংসের পূর্ব্বসূচনাস্বরূপ আমেদনগর ধ্বংসের সাথী হইগে চল।

(চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা! বুঝে, অতি সতর্কতার সঙ্গে সহরে দিকে অগ্রসর হ'ন। পশ্চিমে গুজরাট থেকে, পিলপিল ক'রে মোগল সহর মধ্যে প্রবেশ

করছে। এই খান থেকে দেখতে পারেন—ওই দেখুন সহরের পশ্চিম প্রান্তর লোকারণ্য।

আদিল। তাইত! তাহ’লেত সর্ব্বনাশ! সুলতানা যে সৈন্য নিয়ে সহরে প্রবেশ করতে চলে গেছেন!

হামিদ। তাহ’লে আর দাঁড়াবেন না জাঁহাপনা। মোগল সহর দখল করতে না করতে মাকে রক্ষা করুন।

আদিল। শুধু মা নয়—মা, ভগিনী, সুলতান আর তার পুত্র—রক্ষা করতে না পারলে দুনিয়া পেলেও আক্ষেপ দূর হবে না। হামিদ! সমস্ত শক্তি নিয়ে গিরিরন্ধ্রে প্রবেশ কর। এসেছি আমেদনগরীর সঙ্গে যুদ্ধে—মোগলের মুখ ফিরিয়ে এ পাপ যুদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত কর। হুঁসিয়ার আমেদনগরী সরদার—মোগল কেল্লা অবরোধ করেছে—চলে যাও—চলে যাও। যার যেখানে যা আছে নিয়ে চলে যাও—কে কোথায় প্রতিবাসী বিজাপুরী আছ, ক্ষণেকের বিরোধ ভুলে এক হও—আমেদনগর রক্ষা কর—সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুর রক্ষা কর।

হামিদ। জল্‌দি খবর দাও—সমস্ত গোলোন্দাজদের জল্‌দি আমার কাছে হাজির হতে বল।

(১ম চরের প্রস্থান—২য় চরের প্রবেশ)

২য় চর। জাঁহাপনা হুঁসিয়ার—সরদার হুঁসিয়ার।

হামিদ। আবার কি খবর?

২য় চর। প্রবল বেগে আসছে—

আদিল। কে আসছে—কে আসছে?

২য় চর। তা জানি না—উত্তর দিকে ধূলোর পাহাড়—গগণভেদ করেছে—দিক্‌ অন্ধকার—কে আসছে—কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে বলতে পারি না।

হামিদ। জাঁহাপনা—বড়ই বিপদ—কি করবেন স্থির করুন। এখনি প্রতিকার না করলে, দুই সৈন্যের মধ্যে পড়ে সমস্ত বিজাপুরীর ধ্বংস হবে। এখন থেকে সতর্ক না হ'লে এর পরে আর আত্ম রক্ষা করতে পারবো না। আসুন জাঁহাপনা, এখনি এ স্থান ত্যাগ করি।

আদিল। কেন?

হামিদ। বুঝতে পারছেন না! গুজরাট থেকে আকবর পুত্র মুরাদ—আর বুরহানপুর থেকে, আকবরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মীরজা খাঁ—দু'দিক থেকে দুই বাহিনী—মাঝখানে যে পড়বে, সে পিশে যাবে।

আদিল। তাতো যাবে! কিন্তু আমেদনগর আক্রমণে শক্তির পরিচয় দিলে, তার রক্ষা সময়ে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে।

হামিদ। রক্ষা করা যে কঠিন জাঁহাপনা—উল্‌টে জাঁহাপনার জীবন শঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে।

আদিল। কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী আদিলের জীবনে প্রয়োজন কি আছে সরদার?

হামিদ। আপনার আপত্তি না থাকলে, আমার তাতে আপত্তি কেন থাকবে জাঁহাপনা!—তাহ'লে এক কাজ করুন,—হয় আমি পৃষ্ঠ রক্ষা করি, আপনি সহরের দিকে অগ্রসর হন। নয় আপনি পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, আমি অগ্রসর হই।

আদিল। তুমি পৃষ্ঠ রক্ষা কর।

হামিদ। যো হুকুম। তাহ'লে আপনাকে সহজ পথ অবলম্বন করতে হবে। যে পথ মালোজীর পলটন অধিকার করেছিল, সেই পথ—হুঁসিয়ার পথ ভ্রষ্ট হ'লে আর আমি আপনাকে রক্ষা করতে পারবো না। আমি পাহাড়ের ওপর কামান সাজাতে চললুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

আদিল। আমিও সেই পথ অবলম্বন করলুম।

(এখ্‌লাস খাঁর প্রবেশ)

এখ। বেইমানের জন্য যে মৃত্যুর ব্যবস্থা, হে ঈশ্বর! দয়া ক'রে তুমি এখনি আমার সেই মৃত্যুর ব্যবস্থা কর। আমার মনুষ্যত্বে ধিক্, আমার মর্য্যাদায় ধিক্—আমার এ মূর্খের জীবনে শত ধিক্! বারবার প্রতারিত হয়েও আমার জ্ঞান ফিরলো না! চারিদিকে রণকোলাহল—আমেদনগরের ধ্বংস কথা আকাশে তীব্র তরঙ্গ তুলে, সমস্ত দুনিয়ার দারুণ বিষাদ সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে, আর আমি তার মধ্যে সমস্ত পলটন নিয়ে ছাউনি ক'রে কার প্রতীক্ষা করছি? কই, বিজাপুরীত এলোনা! কিন্তু দলে দলে চারিদিক থেকে মোগল এসে আমেদনগর ঘেরাও ক'রে ফেললে। যার সঙ্গে চিরশত্রুতা প্রতীক্ষা ক'রে এলুম, সাধু মালোজীর চরিত্র সন্দেহ ক'রে সেই শয়তান উজীরের সঙ্গেই যোগ দিলুম! একবারও বুঝলুম না, যে চির শত্রু মিত্রতার ভান ক'রে, সে আমার অসাক্ষাতে মরিচা ধরা তলোয়ার শাণিত ক'রে রাখছে। আমি সেই অস্ত্রে আহত হয়েছি। আমার প্রাণ গেছে, মান গেছে, ইমান ধ্বংস হয়েছে স্বদেশ ভক্ত বলে আমার যে গৌরব ছিল, হা ঈশ্বর! আমি তা জন্মের মত হারিয়েছি। জান দিলেও আর যে আমি সুনাম ফিরে পাবো না! মৃত্যু মৃত্যু—বেইমানের মৃত্যু আমি যে কোন দয়াবানের কাছে প্রার্থনা করি।

(আদিলের পুনঃ প্রবেশ)

আদিল। তোমার এ বিষময় প্রাণ নিয়ে, কোন হতভাগা পাপের ভারে তার নিজের জীবন বিষময় করবে! বিশ্বাসঘাতক সরদার! শত্রু দলিত জন্মভূমির চিরপরিচিত মুখখানা একবার নিরীক্ষণ কর। ওই দেখ সহস্র নাগিনীর পাকে বজ্র-বাঁধনে ম্লানমুখী জননী উচ্চ দুর্গ প্রাকারের ধ্বজশোভিত মস্তক তুলে দুনিয়ার কত দিকে তার রক্ষা কর্ত্তার অনুসন্ধান করছে! তবু তোমার দিকে সে ফিরছে না।

এখ। কে আপনি?

আদিল। আমিও মূর্খতায় তোমার এক দোসর। ক্ষুদ্র অভিমানে জ্ঞাতিবিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে—প্রবল বন্যার শুভাগমনের পথ প্রস্তুত করে দিয়াছি।—নইলে বিজাপুরের বিশ্ববিজয়ী মাওয়লী সৈন্য আমেদনগরের ভিতরে থাকতে আমেদনগর মোগল কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়? নিজের চরণ কেটে আমি দূরে বসে প্রতিবাসীর গৃহদাহ নিরীক্ষণ করছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ওই অনল অগ্রসর হয়ে যখন আমাকে গ্রাস করতে আসবে তখন আমার জীবন রক্ষায় পায়ে ভর দিয়ে পালাবারও উপায় থাকবে না।

এখ। বুঝতে পেরেছি জাঁহাপনা, কে আপনি? কিন্তু বিজাপুরেশ্বর এ দারুণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার কি কোন উপায় নেই?

আদিল। উপায়—এক উপায়—পার?

এখ। জাঁহাপনা! বার বার বিশ্বাস ঘাতকতায় গোলামের নিজের ওপরেই অবিশ্বাস হয়েছে।—পারি কি না পারি, আর বলতে পারবো না—তবে জাঁহাপনা যদি গোলামকে দয়া ক'রে বলেন, তাহ'লে শুনে কৃতার্থ হই।

আদিল। উপায় মৃত্যু—কিন্তু কোথায়! যেখানে যে পবিত্র তীর্থ পথে সহস্র সহস্র তীর্থ যাত্রীর পবিত্র পদধূলি তোমার রক্তাক্ত মৃতদেহের আচ্ছাদন হবে, সেই খানে। যদি শত্রু মিত্রের অজ্ঞাতসারে আমেদনগরের প্রবেশদ্বারে তোমার বীরজীবনের অবসান করতে পার, তবেই বুঝি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়!

এখ। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা, আর আমার পরিচয়ের প্রয়োজন কি? আমি এখনি চললুম।

[প্রস্থান।

আদিল। আমারও তাই—আমারও পরিচয়ের আর প্রয়োজন কি? এক ছদ্মবেশে আমেদনগর ধ্বংস করেছি, যদি অপর ছদ্মবেশে আমেদনগর

রক্ষা করতে পারি, তবেই আমার পরিচয়—নইলে আদিল সা ব'লে পরিচয়ের আমার এই শেষ। কে আছ? সুলতানাকে নিয়ে দেশে চলে যাও।

(তাজের ও ভৃত্যের প্রবেশ)

তাজ। কেন জাঁহাপনা?

আদিল। গভীর সমরতরঙ্গে আমি ঝাঁপ দিতে চলেছি।

তাজ। বাঁদীও ত একটু আধটু সাঁতার জানে জাঁহাপনা।

আদিল। ক্ষমা কর তাজ, তোমাকে আমি সঙ্গে নিতে পারবো না।

তাজ। অবশ্য প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করি, দাসীর এমন সাধ্য কি? কিন্তু যদি যাই, ভাঙ্গা ছবি বক্ষে নিয়ে ফিরে যাবো জাঁহাপনা। সত্যনিষ্ঠ বিজাপুরপতির আশ্বাস পেয়ে, আমি ননদীকে দেখতে মায়ের সঙ্গে আমেদ-নগরে চলেছিলুম। পথে মা আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। কিন্তু বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ ক'রে আছি, স্বামী আমাকে ত্যাগ করবেন না।

আদিল। জীবিত না ত্যাগ করতে পারি, মৃত্যুতে ত ত্যাগ করতে হবে তাজ! আমি মরণকে আলিঙ্গন করতে চলেছি।

তাজ। অবশ্য মরণ কিছু ছলনাময়ী উপনায়িকা নয় যে বিজাপুররাজ গোপন পথে তাঁর পত্নীর অলক্ষে তাকে আলিঙ্গন করতে চলে যাবেন। প্রকাশ্য সমর পথে তার সঙ্গে মিলন—প্রভু! দাসীকে বিশ্বাস করুন, যদি সেই শুভ দিনই উপস্থিত হয়, তা হ'লে দাসীই আগে তার গৃহে গিয়ে জাঁহাপনার আগমনের অপেক্ষা করবে। মরিয়মকে দেখবার অভিপ্রায়ে স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছি। মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হওয়া পর্য্যন্ত মরিয়ম দেখার অভিলাষ পরিত্যাগ করবো না।

আদিল। বেশ সঙ্গে চল।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। জাঁহাপনা। চর ভুল সংবাদ দিয়েছে। মোগল এ পথে

আসেনি। আমাদেরই সওয়ারের অশ্বপদধূলিতে গগন সমাচ্ছন্ন হয়েছিল —ওরা সব সুলতানের সঙ্গে আমেদনগরে প্রবেশ করেছে।

আদিল। বেশ সরদার! তা হ'লে তুমি দেশে ফিরে যাও। পররাজ্য জয় করতে এসে, আমি নিজের ঘর বিপন্ন ক'রে এসেছি।

হামিদ। আর আপনি?

আদিল। শুধু আমি নয়, আমি আর সুলতানা মরিয়মকে না দেখে ফিরবো না।

হামিদ। এ আপনি কি বলছেন! লোকে শুনলে বুদ্ধিমান বিজাপুর রাজের মস্তিষ্কবিকারের সন্দেহ ক'রবে।

আদিল। তা করুক, আমি ফিরবো না। প্রভুভক্ত বীর! তুমি আর আমাকে কোনও অনুরোধ ক'র না। তুমি বিজাপুরে গিয়ে আমার পুত্র মামুদের ভার নাও ফিরি, রাজ্য ফিরিয়ে দিও, না ফিরি পুত্রের নামে রাজ্য শাসন ক'র।

হামিদ। সৈন্য?

আদিল। সমস্ত বীরকে আমেদনগরে আবদ্ধ ক'রে শেষে কি বিজাপুর হারাবো।—আর বিলম্ব ক'র না।—এখনি তুমি ছাউনি তুলে বিজাপুরের দিকে অগ্রসর হও।

হামিদ। যো হুকুম।

আদিল। এস তাজ! দীনবেশ পরিধান করি। সত্যই যদি আমার চোখের ওপর আমেদনগরের ধ্বংস হয়, তা হ'লে আমার রাজবেশের কিছু মাত্র মূল্য নাই।

[প্রস্থান।

(চরের প্রবেশ)

হামিদ। তুমি আমাকে কি ভুল সংবাদ শোনালে মিয়া—কই মিরজা খাঁ এপথে এলো না।

চর। তখন বুঝতে পারিনি হুজুর! এখন বুঝতে পেরেছি। মিরজা খাঁ এইবার আসছে।

হামিদ। আসছে!

চর। ঠিক আসছে—দয়া ক'রে দেখবেন আসুন।

হামিদ। বেশ, ফেরবার মুখে খুব শুভ সংবাদ দিয়েছো।—বালক সা'জাদা মুরাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বিজাপুর সরদার হামিদ খাঁর আর কি গৌরব বৃদ্ধি হবে। মিরজা খাঁ—খানখানান—আকবরের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি—সাক্ষাৎ করবার যোগ্য প্রতিপক্ষ। একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারলে, মোগল কিছুকাল দক্ষিণদেশে পা বাড়াবার আর নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনবে না। চল, শীঘ্র চল—আমার প্রভু—আর প্রভুপত্নী—আত্মহারার মতন আমেদনগরে ছুটে গেছেন—কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। বীর আলি আদিলসা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হ'য়ে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মানে বৰ্দ্ধিত হয়ে, বিজাপুরে আমি এতকাল সগৌরবে অবস্থান করছি—সেই আমার প্রভু আমেদনগরে চলে গেলেন। তাঁর আবির্ভাবেই আমেদ নগরের কল্যাণ হবে না! যাও প্রভু! যে বেশেই যাও, তোমার সঙ্গে সঙ্গে—বরাভয়, বিপন্ন আমেদনগরকে আবৃত করুক। এস মিরজা খাঁ—শীঘ্র এসো—তোমাকে উন্মুক্ত হৃদয়ে একবার ভীমার পবিত্র তীরে আলিঙ্গন করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

ইব্রাহিম।

ইব্রা। জীবন সংগ্রামে আমার এই অপূর্ব্ব সুখের পরিণাম! দুন্দুভি বেজে বেজে নিরস্ত হ'য়েছে, তবু আমার প্রাণের ভেতরের কোলাহল নিবৃত্ত হচ্ছে না কেন? এখানে কেউ জীবিত আছ?

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। পিতা! আমি আছি।

ইব্রা। কে তুমি—বাহাদুর! তুমি কেমন ক'রে আছ বাহাদুর! প্রচণ্ড জ্বলন্ত গোলায় আমার সমস্ত মাওলী সৈন্য শেষ হয়ে গেছে—আমারও শেষ হ'য়ে এলো—তুমি কেমন ক'রে রইলে বাহাদুর!

বাহা। কেমন ক'রে তাতো জানি না পিতা! তবু আমি আছি।

ইব্রা। তোমার থাকা ভাল হয়নি। এর পরে নির্দ্দয় অদৃষ্টের খেলানা হ'তে বেঁচে রইলে! এই পবিত্র গিরিপথে এই অপূর্ব্ব যাজ্ঞিকগুলোর সঙ্গে শুতে পারলে না বাপ্! জীবনের সমস্ত ভার লাঘব হয়ে যেতো, আমারও দুনিয়া ত্যাগে চিন্তা থাকতো না।

বাহা। জাঁহাপনা! আর একবার যাবো?

ইব্রা। না পাবে মায়ের স্নেহের অঙ্কে স্থান—না শুনবে ঐশ্বর্য্যের সে মনভুলানো ভুলখেলানা গান,—কোথায় কোন পথে, কোন তরুতলে—কোন নির্ম্মম গৃহস্থের গৃহদ্বারে—তাইত! কি করলে বাহাদুর! এতগুলো রক্তাভ উত্তপ্ত গোলা, এতগুলো কাঞ্চনবরণ লৌহপিণ্ড—বীরের এমন পবিত্র আহার—এ ফেলে শত লাঞ্ছনার তীব্র আস্বাদ ভোগ ক'রতে বেঁচে রইলে!

বাহা। গোলা খেতে বুক পেতেছিলুম, কিন্তু কেন প'ড়ল না পিতা!

ইব্রা। দেখ দেখি, আমাদের আর কেউ এখানে আছে কিনা।

বাহা। অনেকক্ষণ অপেক্ষায় আছি আর ত কেউ এলো না; না এলো মিত্র—না এল শত্রু,—জাঁহাপনা শত্রুর গোলায় বুক দিয়ে মরা আমার ভাগ্য নয়। নইলে আপনাকে পেয়ে হারাবো কেন? পিতা! আত্মহত্যা ক'রবো?

ইব্রা। না, তা ক'র না—যখন বেঁচে আছ, তখন বেঁচে থাক। তোমার অকালমৃত্যু বুঝি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। তবে কিসের জন্য বেঁচে রইলে বাহাদুর, তা ব'লতে পারি না—যার জন্যই বেঁচে থাক—নিগ্রহই হ'ক, কি মঙ্গলই হোক মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ ক'র না—সে সময়ে আপনিই যাচক হ'য়ে তোমাকে সেলাম ক'রতে আসবে।—বেশ, বেঁচে যখন আছ, তখন সন্ধান ক'রে আমার জন্য একটু জল সংগ্রহ ক'রে আন দেখি—দারুণ পিপাসা!

বাহা। যথা আজ্ঞা। আমি এখনি যাচ্চি। কিন্তু পিতা আপনি যে একা, কার কাছে আপনাকে রেখে যাবো?

ইব্রা। কার কাছে—তাইত কার কাছে—বাহাদুর মনে পড়েছে—আমার সঙ্গী আছে।

বাহা। কোথায় পিতা? কে পিতা! বলুন ডেকে আনি।

ইব্রা। সে তোমায় ডাকতে হবে না। তুমি গেলেই সে খুঁজে খুঁজে এখানে আসবে!

বাহা। তা এতক্ষণ এলো না কেন?

ইব্রা। তোমায় দেখে বোধ হয় সে লজ্জায় আসতে পারছে না। সে অন্তরাল থেকে তোমাকে দেখতে পেয়েছে।

বাহা। বেশ আমি জল আনি।—ওগো! কে তুমি জানি না! ওগো অজ্ঞাত পিতৃবন্ধু! আমি জল আনতে চললুম—তুমি শীঘ্র এসে আমার মুমূর্ষু পিতার সেবা কর। (প্রস্থান)

ইন্দ্রা। বালক! তোমার পিতৃবন্ধু আর কেউ নয়, স্বয়ং মৃত্যু। নিজামসাহী রাজবংশের কুলপ্রদীপ! তোমার মুখচ্ছবি দেখে সে অন্ধকারময় মুখ নিয়ে আসতে পারছিল না। আর কেন এস—তোমাকে আলিঙ্গন দেবার জন্য, পুত্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করলুম—বিলম্ব করনা এসো। হে চিরশান্তিদাতা মৃত্যু—আমি দীন ভিখারীর বেশে তোমার দ্বারে। সেই ছত্রমঞ্জিলে যারা আমার জীবন্মৃত্যুর সহচর-সহচরী—তুমি একা তাদের স্থান পূর্ণ কর। আমেদনগরের সমস্ত স্মৃতি আমি সহরের ভেতর রেখে এলুম—সেই আমেদনগরের সকল সুখময় স্মরণীয়ের সার, আমার গৌরবান্বিত বংশের প্রতিনিধি ভবিষ্যতে ভীম দারিদ্র্য পৃষ্ঠে ক'রে মলিনমুখে আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে—তা আমি দেখতে পারলুম না। তবে এসো মৃত্যু! বালক ফিরতে না ফিরতে আমার নিশ্বাসের ক্ষীণ অবশেষ সমস্ত আকাশে বিলীন কর।

(চাঁদবিবি, মল্লজীর অনুচরগণ)

চাঁদ। পথে পথে গিরিগুহায়, তরুতলে, আধিত্যকাভূমির কোন স্থানে তোমার প্রভুভক্তির চিহ্ন নেই বাপ্! কি করলে—বৃথা প্রয়োজনে এই সব অমূল্যনিধি কালসাগরে বিসর্জ্জন দিলে? হা ঈশ্বর! মাতৃভূমির সুনিদ্রার ব্যবস্থা করবার জন্য, দেশভক্তের জীবনকুসুম দিয়ে আগে হ'তে কি তার শয্যা প্রস্তুত ক'রছ?

মল্ল। মা! আক্ষেপ ক'রবার অবসর নাই—এই গিরিমালার শৃঙ্গে শৃঙ্গে ব'সে আমি আমার প্রিয়তম ভাই সকলের উদ্দেশে অশ্রুধারা উপহার দেবো—মা! তাদের কথা আর তুলবেন না। এখানে পা দিয়েই আমি শোকের ভারে অবসন্ন। দিগ্বিজয়ের উচ্চাভিলাষে আমি দুর্ভেদ্য নরদুর্গ রচিত করেছিলুম। আমার দুর্ভাগ্যে তা সমূলে ধ্বংস হ'য়ে গেছে। আর তাদের কথা তুলবেন না। আমার কল্পনাসৃষ্ট উজ্জ্বল ছবি, আমার

নানদপটেই মিলিয়ে গেল—আর ধরণী তাকে কোলে ক'রবে না। মা! তাদের কথা পরিত্যাগ ক'রে রাজার সন্ধান করুন।

চাঁদ। সুলতান ইব্রাহিম! কোথায় আছ দেখা দাও।

ইব্রা। বহুদিনের আগে শোনা কথা—আসছে—কাণে ঝঙ্কার করছে—মিলিয়ে যাচ্চে। সঙ্গে সঙ্গে যেন বহুদিন আগে দেখা ছবি—চোকের সামনে উঠছে—ফুটছে—মিলিয়ে যাচ্চে। কেও—পিতৃস্বসা?

চাঁদ। এই যে, এই যে—ওঠ ইব্রাহিম, ওঠ সুলতান! উঠে দেখ, আমেদনগরে তোমার ঘরে অতিথি হ'তে এসেছি—দুসমনে সেখানে প্রবেশ ক'রতে দিচ্ছে না। ওঠ গৃহস্বামী, দুসমনদের গৃহদ্বার থেকে তাড়িয়ে তোমার পিতৃস্বসাকে আশ্রয় দাও। অতিথি সম্বর্দ্ধনা তোমাদের কুলধর্ম্ম—ইব্রাহিম! চক্ষু বুজে থেকো না চেয়ে দেখ, আশ্রয়প্রার্থিনী ভিখারিণী তোমার সম্মুখে—

ইব্রা। আর কেন মা! বুঝেছি চক্ষুলজ্জা ক্ষমা কর। কিন্তু মা! বড় অসময়—কাজ হবে না। বিজাপুর-সুলতানা! ফিরে যাও—এ তপ্ত বালুকাভূমে করুণাসুধার বিন্দু—কি হবে মা? কে জানবে মা, কে দেখবে মা—ফিরে যাও, ফিরে যাও।

চাঁদ। তুমি যদি সঙ্গে যাও তো ফিরি, নইলে আর কেন ইব্রাহিম! শত্রু মোগলকে আমেদনগরের ভার দিয়ে এসে আমরা নিশ্চিন্ত মনে নির্জ্জনে বসে ভগবানের আরাধনা করি।

ইব্রা। আরাধনা করেছি, বিধির আশীর্ব্বাদ আসতে আসতে পথ থেকে ফিরে গেছে—আমার নিশ্বাস বায়ুতে এখনও মদ্যগন্ধ—সইতে পারলে না—তাই সে চলে গেছে। তুমি যাও—ফিরে যাও, ফিরে যাও।

চাঁদ। কি হ'ল মল্লজী!

মল্ল। আর কি মা—ফুরিয়ে গেল।

ইব্রা। না, এখনও আছি—একটা কথা বলতে—

চাঁদ। কি বল?

ইব্রা। ব'লব! কঠিন ভিক্ষা—

চাঁদ। আমি তোমার দুঃখিনী পিতৃষ্বসা—না পারলে ত তোমার অপমান নেই—কি ক'রতে পারি বল।

ইব্রা। আমার দেহ—নিজামসাহীর সমাধিক্ষেত্রে—পিতৃপুরুষের পার্শ্বে—কাছে—মরিয়মের করস্পর্শ—সমাধি—

চাঁদ। তোমার শিক্ষক উজীর—আমার হাতে বন্দী। তোমার আদেশের অপেক্ষায় ব'সে আছি—

ইব্রা। শিক্ষক—গুরু—মাথা অবনত ক'রেছি—দেশদ্রোহীর অপবিত্র রক্ত—মাতৃভূমির ভক্তের শোণিত অঞ্জলি চাই—দিতে পার দাও—পবিত্র মৃত্তিকায় দেবতরু জন্মগ্রহণ ক'রে—স্বাধীনতা একদিন না একদিন ফিরবে।

চাঁদ। শুনলুম, তোমার পুত্র তোমার সঙ্গে এসেছে—

ইব্রা। পুত্র—পিপাসা—দূরে গিরিশিখরে—প্রেমময়! এত করুণা—

মল্ল। বল স্থলতান পুত্র কোথা?

চাঁদ। আর সংসারের কথায় রাজাকে উৎপীড়িত ক'র না। বুঝতে পারছ না—পুত্র—নাই—রাজা ঊর্দ্ধে দেবদূতের সম্বর্দ্ধনা ক'রছে।

ইব্রা। আছে—ঊর্দ্ধে—ঠিক বলেছ ঊর্দ্ধে—ওই ওই (মৃত্যু)

চাঁদ। আর পুত্রের অনুসন্ধানের সময় নেই—যদি পুরমধ্যে রাজার দেহ প্রবেশ করাতে হয়, তা হ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রলে চলবে না। রাজার দেহ উঠিয়ে নাও।

মল্ল। জ্বলন্ত পাবকশিখায় আহুতি, এস রাজা তোমার মৃতদেহকেই তার হোতা নির্ব্বাচন করি।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। পিতা! অতি কষ্টে গিরি নির্ঝরের নির্ম্মল জল এনেছি। কই পিতা কোথায় আপনি? পিতা! জাঁহাপনা! সুলতান! তবে কি স্থান ভুলে গেলুম! জাঁহাপনা!

[প্রস্থান।

(আদিল ও তাজের প্রবেশ)

আদিল। তুমি অগ্রসর হ'য়ে বালককে নিয়ে এস। আমাকে দেখলে বালক ভীত হ'তে পারে। এস তাজ—আশ্রয়হীন, বান্ধবহীন, গিরিদেশে পরিত্যক্ত মরিয়মের পুত্রকে অবলম্বন ক'রে এস আমরা নবজীবনের আরম্ভ করি।

(বাহাদুরের প্রবেশ)

বাহা। সুলতান! পিতা! পিতা! কই আপনি! আমি যে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না—না দেখে যে ভয় পাচ্ছি। উত্তর দিন।

তাজ। বোধ হয় তুমি পথ ভুলছো। এস বাপ, দেখছি তুমি রণক্লান্ত—আমার কোলে উঠে পিতার অনুসন্ধান কর।

বাহা। কে তুমি?

আদিল। আমরা তোমার পিতার প্রজা—তাঁর অবর্তমানে তোমার। সুতরাং আমরা তোমার পরিচারক-পরিচারিকা। এস সা'জাদা আমরা সকলে মিলে তোমার পিতার অনুসন্ধান করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আমেদনগর প্রাসাদ।

দেলওয়ার।

(নেপথ্যে রণকোলাহল)

দেল। ওরে কে আছিস? রণকোলাহল যে প্রবল। কে আছিস আমায় অস্ত্র দে। রাজা গেল—বৃদ্ধের ওপর মহল রক্ষার ভার দিয়ে গেল। বৃদ্ধবীরের যোগ্য ভার। কিন্তু মহলের মালিক রাণী থেকে আরম্ভ ক'রে একটা বাঁদী পর্য্যন্তও আমার সাহায্যের প্রত্যাশা রাখলে না! অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে রইলুম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘণ্টা গুনলুম, তবু ত কেউ আমায় ডাকলে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেল্লার বাইরে গগণভেদী চীৎকার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কামানের মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন—অথচ আমি—গৃহরক্ষী—সংবাদ জানবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে ব'সে আছি, কিন্তু কোথায় যে কি হ'চ্ছে, কেউ তো কিছু এসে বললে না! এরা কি আমাকে এতই নির্ব্বীর্য্য মনে ক'রেছে! পোনের বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ ক'রে তিন কুড়ি বৎসর আমি যুদ্ধব্যবসায়ী পাঠান—এই ষাট বৎসর আমি আমেদনগরে সাতজন রাজার উত্থান-পতন দেখলুম। বীরের পর বীর—রাজ্যের পর রাজ্য আমার চোখের উপর দিয়ে চ'লে মিলিয়ে গেল—আমারই সন্মুখে, আমার তীব্র আক্রমণের ফল স্বরূপ, বিজয়নগর ধ্বংস হ'ল—বেরার আমেদনগর ভুক্ত হ'ল—সেই আমি কি এতই অপদার্থ যে রমণীতেও কোন সাহায্যের প্রার্থনায় আমার কাছে আসে না! বেশ, কেউ আমাকে সাহায্য ক'রতে না চায়, আমি নিজেই নিজের সাহায্যে অস্ত্র ধরি না কেন? ওরে কে আছিস অস্ত্র দে? একি মা! তুমি এখানে এরূপভাবে ছুটে এলে কেন?

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। আপনি যে অস্ত্র চাইলেন খানখানান।

দেল। তা তুমি কেন এলে মা ?

মরি। আর ত কেউ নেই।

দেল। কেউ নেই।

মরি। কেল্লার চারিদিকেই আক্রমণ-- সমস্ত দিক রক্ষা ক'রতে পারে এত সৈন্য কেল্লার ভেতরে ত নেই। কাজেই মহলরক্ষী সমস্ত খোজা এমন কি রমণী পর্য্যন্ত কেল্লা বাঁচাইবার জন্যে লড়াই ক'রতে গেছে।

দেল। তুমি একা আছ ?

মরি। তাও আমি আছি কই---পশ্চিম কটকেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ---কিন্তু কে যুদ্ধ ক'রছে--কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছে জানতে পারছি না। তাই আমি প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ ছাদে উঠে তাই দেখতে চলেছি। এই নিন খান-খানান আপনার অস্ত্র নিন্। আমি চললুম।

দেল। হায় রে নসীব! কোন ফাঁকে তুমি মানবললাটে কি আঁচড় কাটে, তাতো কিছুই বোঝবার যো নেই। আমেদনগরে অনেকবার অনেক লড়াই হ'য়ে গেছে। বিজেতা শত্রু কর্ত্তৃক এ কেল্লা অনেকবার অবরুদ্ধ হ'য়েছে। এর চেয়েও রাজ্যের কত বড় বড় বিপদ গেছে---কিন্তু কই দেলোয়ার, এমন অবস্থা তো তোমার কখন হয়নি-- আদিলসার ভগিনী, ইব্রাহিমসার গৃহিণী, হ'ল তোমার পরিচারিকা! সৌভাগ্যের চরম--- অদৃষ্টের সর্ব্বোচ্চ আসন---দেলওয়ার! ভাগ্য এর চেয়ে আর ওপরে উঠতে জানে না। এইবারে গতি নিম্নগামিনী---তুমি এইবারে দুঃখের চরম দেখবার জন্য প্রস্তুত হও।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। ভাই সাহেব !

দেল। কি বিবি ?

যশোদা। এই যে আপনি আমার মন জেনে আগে থাকতেই প্রস্তুত হ'য়েছেন—শীঘ্র আসুন, আপনি আজ আমাদের জীবনযুদ্ধের সেনাপতি।

দেলা। সুন্দরী! তোমাদের নিয়েই আমাকে লড়াই ক'রতে হবে।

যশোদা। সুন্দরের মধ্যে আপনি, আর যে কেউ নেই সরদার।

দেলা। তা হ'লে যুদ্ধ কেন নাতিনী! এ অশীতিপর বৃদ্ধের বাসর বল।

যশোদা। ঠিক বলেছেন ভাই সাহেব! শুধু আপনার কেন—আজ আমেদনগরীর বাসর—পথে পথে স্বদেশভক্ত বীরের দেহকুসুমে সমস্ত সহর আচ্ছন্ন হ'য়েছে—উল্লাসের এমন সময় আর আসবে না। এমন সাজানো বাসর সরদার আপনার জীবনে আর মিলবে না। চলে আসুন—চলে আসন।

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। বাসর—বাসর—যোশী শীঘ্র আয় ভাই ফটক খুলে দে—পালঙ্কে শয়ন ক'রে ফুল্লকুসুমে সজ্জিত হ'য়ে, আমার হৃদয়রাজা পুরদ্বারে অতিথি! শীঘ্র আয় ভাই—মোগল সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর দেহের ওপর চেপে প'ড়েছে—সে পবিত্র দেহ রক্ষা ক'রছে এক রমণী—আমার জননী চাঁদ সুলতানা! আর যদি মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর, তা হ'লে আর প্রভু পুর-প্রবেশ ক'রতে পারবেন না। সাজান বাসর নাগর বিনে মলিন হবে। বিলম্ব ক'র না—বিলম্ব ক'র না।

দেলা। শীঘ্র চল—শীঘ্র চল।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আমেদনগর তোরণ সম্মুখ।

(নেপথ্যে—কামান ধ্বনি)

এখলাস।

এখ্। বস্—এতক্ষণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। খোদা! এখন আমি দিবা-দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড সূর্য্য সাক্ষী ক'রে, ঊর্দ্ধমুখে মাতৃভূমির কোলে শয়ন ক'রতে পারি। মোগলের আক্রমণ ব্যর্থ করেছি—রাজার দেহ ঘরে এনেছি—লোককে মুখ দেখাতে এখন আমার আর লজ্জা কি! মা! জন্মভূমি! অধম সন্তান তোমার উপর বড়ই অত্যাচার ক'রেছে—তোমার শান্তিময় বক্ষে মুখ লুকিয়ে একটু কাঁদবো, সে শক্তি আমার হ'ল না। দাও মা! তোমার চরণপ্রান্তে অধম অপরাধী পুত্রকে একটু স্থান দাও—

(শয়ন)

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। বীর কোথায় শুলে—উঠ—এখনও ত' তোমার শয়নের সময় আসেনি। ওঠ ভাই! আমি একবার বাইরে যাবো। নিরাশ্রয় বালকের রক্ষার ভার নিতে আর একটীবার ওঠ।

এখ। আর কেন জঁহাপনা! মাফ করুন—মূর্খ অসভ্য—জাগলে আবার কার কুচক্রে পড়ে দেশের সর্ব্বনাশ করবো—এবারে মায়ের চরণে আশ্রয় পেয়েছি—দোসরা বেইমানীতে আমেদনগরের কৃমিকীট যেখানে বাস করে সেখানেও আমার স্থান হবে না। আর নয়—জাঁহাপনা—সেলাম—বিদায় দিন—বিদায় দিন।

আদিল। ক্ষমা কর সরদার! তোমার মৃত্যুসময়ে তোমার পাশে ব'সে তোমার শুশ্রূষা ক'রতে পারলুম না। কিন্তু যে মহাপ্রাণ স্বদেশের এই কোমল ধূলি শয়নে আপনার জীবনের অবসান করে, তার পবিত্র দেহ

রক্ষার যোগ্য অসংখ্য দেবদূত চারিপার্শ্বে অবস্থান ক'রছে। তাদের কাছে তোমাকে সমর্পণ ক'রে বিদায় গ্রহণ করলুম। [প্রস্থান।

(কফিনস্কন্ধে বাহকগণ—পশ্চাতে চাঁদবিবি, মল্লজী ও সৈন্যগণ)

চাঁদ। যাও, নিজামসাহীর সমাধিস্থানে সুলতানের দেহ রক্ষা কর।—কিন্তু যে শক্তিমান সরদার, শ্মশানভূমে মৃত রাজার দেহের মান রক্ষা করেছে—অপূর্ব্ব বীরত্বে মোগল কটক ভেদ ক'রে আমাদের পুরপ্রবেশ করেছে—আমাদের প্রকৃত বান্ধব সে সাধু কই ?

মল্লজী। মা! এই খানে।

চাঁদ। এই যে, এই যে—বীর! যোগ্যশয্যায় শয়ন করেছো। আমাদেরও আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও যে তোমার মতন মায়ের কোলে এইরূপ ধূলিশয়নে বিশ্রাম নিতে পারি।

(সিপাহিগণের প্রবেশ)

১ম সৈ। এদিকে সুলতান্ মরেছে, ওদিকে মোগল পাঁচিল ভেঙ্গে গড়ে ঢুকেছে—আর কেন—পালা পালা।

(বেগে যশোদার প্রবেশ)

যশো। ফিরে আয়—কাপুরুষ ফিরে আয়। এক প্রাণী জীবিত থাক্‌তে যদি আমেদনগরের রাণী মোগলের হস্তে পতিত হয়, নরাধম, তা হ'লে অনন্ত নরকেও তোদের স্থান হবে না।

চাঁদ। মালোজী।

যশো। একে মালোজী! জীবিত না প্রেতমূর্ত্তি? যেই হও, কথা কবার সময় নেই, যে ভাবেই থাক, যে কার্য্যেই এসে থাক, মৃতপ্রায় আমেদনগরকে রক্ষা ক'রতে শত্রুর গতি রোধ কর। একি! বিজাপুররাণী! এসেছ মা! যদি এসেছো মোগলের হাত থেকে তোমার মরিয়মকে রক্ষা ক'রে আমায় নিষ্কৃতি দাও।

চাঁদ। এখন তোমায় নিষ্কৃতি দিতে পারি না। ভেবেছিলুম মরিয়মের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিয়ে পরস্পরবিরোধী রাজ্যের যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান করবো। সে দর্প চূর্ণ ক'রতে সশস্ত্র মোগল, দ্বারে উপস্থিত। এখন প্রাণ দানে এ দম্ভের অবসান করি। তোমরা আমার চির সহায়—আমার সঙ্গে এসো।

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্গের বহিরাংশ।

মিরজা খাঁ ও সৈন্যগণ।

মিরজা। কামান, কামান, মুহুর্মুহু কামান! আর কি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হ'য়েছে—আর আমাদের গতি রোধ করে কে? কেল্লা দখল কর, কেল্লা দখল কর। কামান, কামান—বাধা দিতে কেউ নেই। নিঃসঙ্কোচে ভগ্ন প্রাচীর দিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। খানখানান্—কৈ খানখানান্।

মিরজা। কি খবর সা'জাদা?

মুরাদ। শীঘ্র আসুন, ব্যাপার বুঝতে পারলুম না। যেখানে আমরা প্রাচীর ভগ্ন ক'রেছি, সেখানে দুর্গপ্রাকারে এক অপূর্ব্ব রণসাজে সজ্জিতা রমণী!

মিরজা। রমণী!

মুরাদ। মুখে এক অপূর্ব্ব অবগুণ্ঠন দিয়ে দীর্ঘ অসি হস্তে প্রাচীরের শিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মিরজা। বলেন কি হুজুরালি!

মুরাদ। তাহার মানসিক তেজে প্রজ্জ্বলিত এক অপূর্ব্ব তেজ সুড়ঙ্গ পথ অবরোধ ক'রে রয়েছে, কোন সৈন্য প্রবেশ করতে পারছে না।

(মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। ভয় নেই, তিনি বিজাপুর রাণী চাঁদ সুলতানা। ভয় নেই জাঁহাপনা, চলে আসুন। আমেদনগর বীরশূন্য, শুধু রমণী, শুধু রমণী—চলে আসুন।

মির্জা। কামান—কামান, কামান, উন্মাদিনীর জীবন লীলার অবসান কর।

[প্রস্থান।

———

ক্রোড় অঙ্ক।

রণস্থলের অপরাংশ।

আদিল ও হামিদ।

আদিল। হামিদ! আমার বীরত্ব প্রকাশ ক'রে মালোজীর শিক্ষিত মাওলি সৈন্য বিনাশ করেছি, যে অটল সৈন্যের প্রভাবে এই সম্মুখীন বিপুল মোগল সৈন্য ধূলিপটলের ন্যায় বিতাড়িত হত, তা হারিয়েছি। দেখ জননী একা এই বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে, দণ্ডায়মান! স্বজাতির বিরুদ্ধে, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে, বাহমনীবংশীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রচালনে পারদর্শিতা প্রকাশ করেছি। কিন্তু মোগলের বিরুদ্ধে কতদূর অস্ত্রচালনে সক্ষম তার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। পশ্চিমে দ্রুতগতি অশ্বারোহী-সৈন্য প্রেরণ কর। সম্মুখে পদাতিক মোগলের গতিরোধ করুক, পার্শ্বে কামান স্থাপন পূর্ব্বক শত্রুকে বিধ্বস্ত কর।

হামিদ। জাঁহাপনা! গোলাম, জননী চাঁদ সুলতানাকে স্মরণ করে উপযুক্ত স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেছে। পুরী অরক্ষিত জেনে মোগল আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হলে পরেই আমাদের সেনারা তাদের আক্রমণ ক'রবে।

আদিল। (অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক) ঐ যে হামিদ সচল মেঘ-শ্রেণীর ন্যায় মোগল সৈন্য দুর্গাভিমুখে অগ্রসর।

হামিদ। জাঁহাপনা ঐ কামান গর্জ্জন শ্রবণ করুন। গোলন্দাজে বিজাপুরী কামান অগ্নি উদ্গীরণ ক'রছে। দেখুন দেখুন—শত্রুর দক্ষিণ পার্শ্ব ভগ্ন, আমাদের অশ্বারোহী ঝটিকার ন্যায় বামভাগ আক্রমণ করতে অগ্রসর। মোগল এখনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আদিল। না হামিদ! মুরাদ, সৈন্য সঞ্চালনে সম্পূর্ণ সুনিপুণ। আমাদের

সৈন্য সমাবেশ অবগত হ'য়ে আপন বাহিনী রক্ষার্থ পশ্চাদপদ হচ্চে ; কিন্তু একজনও আমেদনগর হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন না করে। শীঘ্র যাও—গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে পথ রোধ কর।

হামিদ। জাঁহাপনা, রণ বিশারদ মোগল সত্য সত্যই পশ্চাৎপদ, মোগল শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আমাদের আক্রমণ হতে বহিষ্কৃত হবার চেষ্টা ক'রছে। মোগলের এরূপ সঙ্কল্প গোলামের লক্ষ্য হয়নি, গোলাম এখনি তাহাদের পথ রোধ করবে।

আদিল। যাও, শীঘ্র যাও, আমরা সৈন্য নিয়ে পার্শ্ব রক্ষা করি।

[প্রস্থান।

(মল্লজীর প্রবেশ)

(টলিতে টলিতে আসিয়া ভূ'পরি বসিয়া পড়িলেন। তরবারির উপর দেহভার ন্যস্ত করিলেন)

মল্লজী। পারলুম না, বড় আক্ষেপ রাণীর অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারলুম না! কিন্তু কি করবো নারায়ণ, শক্তি থাকতে আমি মায়ের কার্য্য অবহেলা করিনি, আমি একা ক্ষুদ্র, মোগল অগণ্য বিশাল। ক্ষত বিক্ষত দেহে আমি চলৎশক্তি হীন। সব গেল—সব গেল।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কোথায় আছ প্রভু একবার মাত্র দেখা দাও। যদি জীবন থাকে কথা কও।

মল্লজী। কেও, যশোদা! এখনও বেঁচে আছ?

যশোদা। আছি, স্বামীর জীবন দেখবার জন্য বেঁচে আছি, উঠে এস, শীঘ্র উঠে এস।

মল্লজী। আমি উত্থানশক্তি রহিত।

যশোদা। যদি এই ক্ষত বিক্ষত দেহে মারহাট্টা বীরের জীবনের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তা'হলেও তোমাকে উঠে আসতে হবে। নিরাশার

অন্ধকারে আশার এক ক্ষীণ তারা দেখা দিয়েছে, শীঘ্র উঠে নিরীক্ষণ কর। মোগলের শিবিরের পশ্চাতে সম্মুখে বিজাপুরী—মোগল এখনি নিষ্পেষিত হবে।

মল্লজী। সত্যই বিজাপুরীর আক্রমণ! ঐ উচ্চনাদে আদিল সার সৈন্য উত্তেজনা! ঐ দড় বড় শব্দে বিজাপুরী অশ্বের দ্রুত গমন। ঐ বিজাপুর পদাতিকের ঘোর সিংহনাদ! ঐ শত্রুর আর্ত্তনাদ, যশোদা আমায় ঐ উচ্চস্থানে নিয়ে চল। আমেদনগরের সিংহাসন রক্ষা—একবার মৃত্যুর পূর্ব্বে দর্শন করি।

[প্রস্থান।

(আদিল সার পুনঃ প্রবেশ।)

আদিল। বোধ হয় মহাপাতকের কতক প্রায়শ্চিত্ত হবে, কিন্তু আমার দেহ ভার বোধ হচ্চে। পৃথিবীও যেন আমার পদ ভরে কম্পিত- যেন প্রতি বায়ু তরঙ্গ আমাকে তিরস্কার ক'রে ব'লছে, এই দাম্ভিক আদিল, তার ভগিনীর সর্ব্বনাশ করেছে। ভগিনীপতির জীবন হন্তা, স্বজনের ধ্বংসকারী! আমেদনগরে বিপুল বাড়বানল, এ অনলে আমার রক্তস্রোত নির্ব্বাণ হলে আমি শান্তি লাভ করি—নচেৎ চিরদিন দগ্ধ হব। ঐ উচ্চরবে বিজাপুরীর জয়ধ্বনি গগণমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হচ্চে! কিন্তু ইব্রাহিম, ভাই, তুমি কোথা গেলে? এস আমায় তিরস্কার কর। এই ভাই! মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার চন্দ্রবদন একবার দর্শন করি! না, না, এখনও কার্য্য অবসান হয়নি। ঐ যে গম্ভীরনাদে নিরজা খাঁ পলায়িত সৈন্যের সমাবেশ ক'রছে। ঐ স্থানে আমার কার্য্য। আমার কার্য্যের অবসান হয়নি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দুর্গপ্রাকার।

চাঁদ বিবি।

(তোপনধ্বনি)

চাঁদ। কে আছ উন্মত্ত সন্ন্যাসী—কে আছ মরণে অনন্ত জীবন প্রয়াসী—কে আছ তরুতলবাসী—চলে এস। জীবন তুচ্ছ করে, সম্ভোগ সম্পদ তুচ্ছ করে—মান, যশ, নাম, গৌরব, জন্মভূমির পবিত্র ধূলিরাশির মধ্যে চির দিবসের জন্য আচ্ছাদিত করতে কে কোথায় আছ, চলে এস। নামহীন, রূপহীন মর্য্যাদাহীন, বিত্তহীন—সমস্ত হীনতা অবলম্বনে শুধু পথ পরিত্যক্ত গলিত দেহে শৃগাল শকুনীর ক্ষুধা নিবারক বন্ধু কে আছ—শীঘ্র এসো—মায়ের চরণরেণুতে অঙ্গ মেশাবার শুভ সুযোগ উপস্থিত—চলে এসো।

(রণবেশে বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। আমেদনগর জয়লক্ষ্মী! আমরা এসেছি—আমাদের গ্রহণ কর।

চাঁদ। আয় বাপ আয়—নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনবহ্নির শেষ শিখা! ভগ্ন-প্রাকারে দীপ্যমান দেবদেহের প্রাচীর দিয়ে আততায়ীর প্রবল আশা দগ্ধ করবি আয়। তোরাই আমেদনগরের ভরসা—তোরা ভিন্ন আর কেউ নাই।

(বালকগণের রণ-গীত)

ভাইরে জীবন মরণ রণ,
চল্ কাঁপায়ে গহন বন ;
এল রিপুদল দলবলে,
এসে সদল যাবারে দ'লে,
যদি থাক ঘুমে অচেতন॥

ঐ যে শত্রুবক্ষ-রুধির ধার,
কর ধরণীর গলহার,
তবে, যাবেরে যাতনা মার ;—
চলে চল্, চলে চল্, ভাই,—সলাই তোদের বল—
বিজয় তোদের চরমফল,
পেছোনাকো পিছে আর, যদি চলিতে করেছ পণ ॥

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরি। মা ! মর্ম্মের যাতনা বিষম চেষ্টায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলুম, আর যে পারি না মা ! এই সঙ্কট সময়ে আমেদনগরী বীর সন্তান যে যেখানে ছিল—সব এল, কিন্তু আমার পুত্র কই ? বাহাদুর ! যদি তুমি দেহ ত্যাগ করে থাক, নিশ্চয়ই বীরের ন্যায় তা করেছো কিন্তু বড় আক্ষেপ আমি তা দেখতে পেলুম না !

(তাজ ও বাহাদুরের প্রবেশ)

তাজ। আক্ষেপ কেন রাণী ! এই যে আপনার সন্তান !

মরি। তাই ত ! একি ! একি !—ঈশ্বর ! একি দেখালে !

চাঁদ। তাজ—তাজ ! একি উপহার !

বাহা। মা, এই যে আমি পিতৃ অন্বেষণ করবার জন্য তোমার চরণে বিদায় নিতে এসেছি। উপত্যকায় তাঁকে হারিয়েছি। বীরমাতা বিদায় দাও, ঐ আমারি বালক সহচর রণরঙ্গে আত্ম সমর্পণ করতে অগ্রসর বীরজননী বিদায় দাও।

মরি। যাও বৎস ! বংশের গৌরব রক্ষা কর।

[বাহাদুরের প্রস্থান।

চাঁদ। মরিয়ম তুমি কঠিন জননী !

মরি। না তোমার দৃষ্টান্তে।

চাঁদ। তবে চলো—তোমার বালকের পশ্চাতে চলো—আমার দুই পুত্র আদিল ও মালোজী রণক্ষেত্রে, আমি তাদের অনুসন্ধানে যাবো।

তাজ। মা আমিও তোমার সঙ্গিনী।

চাঁদ। শীঘ্র এসো—অর্দ্ধ পথে শত্রুর সহিত মিলিত হই।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মা সর্ব্বনাশ—গোলাগুলি সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

চাঁদ। চিন্তা কি ? আমেদনগর কুলস্ত্রীর আভরণে সুন্দর গোলাগুলি প্রস্তুত হবে। মোগল আমেদনগরে অতিথি—সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত নীলাকান্ত-মণি প্রভৃতি বন্দুকমুখে নিক্ষেপ করে শত্রুর অঙ্গ ভূষিত কর।

মরি। এস বীর! ভাণ্ডার দেখিয়ে দিই, হীরকাদি লয়ে যাও, রত্ন-গুলির অভাব হবে না—

[উভয় দিকে উভয় দলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রণস্থল।

(মুরাদ ও সৈন্যগণ)

মুরাদ। তাই ত একি হলো! নিশ্চিন্ত মনে শ্যাম শস্পাচ্ছন্ন প্রান্তরে ভ্রমণের ন্যায় অরক্ষিত আমেদনগরে প্রবেশ করতে চল্লুম—পথে এ বাধা কে দিলে? অবগুণ্ঠনাবৃতা কতকগুলো পুরনারী—আর কতকগুলো বালক—হা ধিক, আমি বাধা অতিক্রম করতে পারলুম না! এ অপমান সহ্য করতে পারবো না। হুঁসিয়ার কেউ ফিরো না—আর একবার মরণ মঙ্গল জ্ঞানে অগ্রসর হও।

(মিরজা খাঁর প্রবেশ)

মিরজা। আর অগ্রসর হতে হবে না—সাহাজাদা—ফিরে আসুন। আমাদের এত চেষ্টা বৃথা হলো—ভগ্ন প্রাচীর চাঁদ সুলতানার অমানুষিক চেষ্টায় আবার জোড়া লেগেছে। আবার নূতন আয়োজনে আমেদ-

নগর আক্রমণ সেই শক্তিময়ীর বাধার সম্মুখে অসম্ভব। এ দিকে বিজাপুর রাজার সৈন্য—সম্মুখে পশ্চাতে আক্রমণ করেছে। আমাদের শ্রেণীভঙ্গ সৈন্য কোনরূপে সংযত করেছি, আসুন দক্ষিণ পথে শীঘ্রই শত্রুর আক্রমণ হতে নিষ্ক্রান্ত হই। নচেৎ সম্মুখ পশ্চাৎ আক্রমণে নিষ্পেষিত হ'ব।

মুরাদ। হা আল্লা! বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের পুত্র বলে নিজেকে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা হচ্ছে।

মিরজা। আক্ষেপেরও সময় নেই চলে আসুন—চলে আসুন।

(সসৈন্যে আদিলের প্রবেশ)

আদিল। সা'জাদা আক্ষেপ কি নিমিত্ত? সম্রাটপুত্র মুরাদ আমার ভগিনীর গৃহে অতিথি। ইব্রাহিম সা স্বর্গগত—অতিথি সৎকারের ভার আমার উপর অর্পিত। সা'জাদা আমার ভগিনীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আমার সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্ব—সমস্তই রুদ্ধ।

মুরাদ। বীরবর! আপনার রণকৌশলের প্রশংসা করি। নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, এই আমার অস্ত্রগ্রহণ করুন।

আদিল। সা'জাদা! আপনার তরবারি আপনার বীর কটিতেই শোভা পায়। বীরবর! যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। কিন্তু পরাজয়ে বীরের বীরত্বের লাঘব হয় না। দেখুন আপনার বীর বিক্রমে মেদিনী আমার স্বগণে আচ্ছাদিত।

মুরাদ। সুলতান, আপনার বীরত্বে ও সৌজন্যে আমি পরাজিত। চলুন আমি রণক্লান্ত অতিথি, আপনার ভগিনীর আতিথ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম লাভ করি।

[সকলের প্রস্থান।

(ধীরপাদবিক্ষেপে, চিন্তাক্লিষ্ট বদনে মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়া। এইতো মোগলের সঙ্গে বিজাপুরীর মিলন হলো! এখন

আমার স্থান কোথায়? কি নিমিত্ত জীবন ধারণ? কেবল কি বিশ্বাস-ঘাতক অপবাদ গ্রহণ করে দেহ ভার গ্রহণ করবো!—না আমার স্থান এই আমেদনগর—আমার নাম বিশ্বাসঘাতক—শেষ কাজ, সেই সয়তান শক্তিশালিনী চাঁদ বিবির প্রাণ বিনাশ—তারপর আত্মহত্যা—না পরে যেরূপ হয়।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

আমেদনগর দরবার গৃহ।

চাঁদ বিবি।

চাঁদ। রণ অবসান, শত্রুসৈন্য পলায়িত, পবিত্র আমেদনগরের সিংহাসন মোগল অধিকার করতে পারেনি; কিন্তু হায়, সিংহাসন শূন্য। এই যে এই সিংহাসনে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিম সগৌরবে উপবেশন করত! সে কোথায় গেল? কবরে!—কবরে!—আর আমি এই শূন্য সিংহাসন দর্শন করতে জীবিত। দেখ, দেখ, অভাগিনী শূন্য সিংহাসন দেখ—শূন্য রাজপুরী দেখ, সমস্ত প্রকৃতি গভীর নীরব সাগরে নিমগ্ন—কেবল আমার শূন্য হৃদয়ে হাহাকার। উত্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় ঘোর উত্তাপ তরঙ্গ। এই যে সেই সিংহাসন—যে সিংহাসন-তলে শত শত সরদার, শত শত বীরপুরুষ আনত শিরে অবস্থান করতো—শূন্য শূন্য! কে ও?

(নেহাঙ খাঁর প্রবেশ)

নেহাঙ। মা! বিশ্বাসঘাতক-নরাধম আমি, তবু এই শূন্য সিংহাসন দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে। এখলাস ম'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, আমি পারলুম না।

চাঁদ। সরদার! আক্ষেপ ক'র না—কেঁদ না—দেহ আমার অবসন্ন, যাও সরদার! আমেদনগরের পথে প্রান্তরে যেখানে পাও, নিজাম সাহী বংশের একটী প্রতিনিধি কুড়িয়ে আন। সিংহাসন শূন্য দেখে আমার হৃদয়বল বিলুপ্ত হয়ে আসছে। বালক-বাহিনী চলে গেছে—ফেরেনি। রমণীর দল জীবন রাজ্যের সীমা এড়িয়ে চলে গেছে, ফিরতে পারবে না। দেখ সরদার! পথের ধূলিতে প্রান্তরে রক্তাক্ত কর্দ্দমে যেখানে পার একটী রত্ন-কণার সন্ধান কর। যদি পাও এই সিংহাসনে এনে স্থাপিত কর। দেখে আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হোক।

নেহাঙ। যদি পাই ফিরবো! মা! আদিলসাহী সুলতানা সেলাম।

[নেহাঙের প্রস্থান।

চাঁদ। কি বিভীষিকাময়ী নীরবতা! হে আমেদনগরের সিংহাসন! বহু স্বাধীন নরপতিকে বহন করে গৌরবান্বিত—তুমি শূন্য হৃদয় কোন ভাগ্যবানের জন্য উন্মুক্ত রেখেছো। একবার তাকে দেখাও। আমি তাকে দেখে ভীম নিনাদের জ্বালাময় দিবসের অন্তে এই বিচিত্র নীরব শান্ত সন্ধ্যায় তোমার পদপ্রান্তে চক্ষু নিমীলিত করি।

(উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে মিয়ানমঞ্জুর প্রবেশ)

মিয়ান। এই যে তোমার সে কামনা পূর্ণ করছি। (অস্ত্রাঘাত)

চাঁদ। কে মিয়ানমঞ্জু ?

মিয়ান। (কর্কশ স্বরে) হাঁ, চেয়ে দেখ, যার তুমি সর্ব্বনাশ করেছ। দেখতে পাচ্ছ না—সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করেছ, সমস্ত আশা নির্ম্মূল করেছ, আমি সেই।

চাঁদ। উজীর, তুমি বন্ধু, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করো, যদি আমেদনগরের পবিত্র সিংহাসনে রাজবংশীয় কাকেও দেখতে পাই, সেই অপেক্ষায়

আছি। তোমার অস্ত্রের প্রয়োজন হতো না, কেবল সিংহাসনে রাজদর্শনের আশায় এখনও জীবিত আছি। জাফত উজীর, আশা পরিত্যাগ করা সহজ নয়! তুমি আমার বন্ধু—শত্রু নও। তুমি আমায় বধ করতে এসেছো, তুমি কি জাননা আমি জীবন ভারে আক্রান্ত। দাঁড়াও—আমি মৃত্যুকালে তোমায় আশীর্ব্বাদ করবো। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর—শূন্য সিংহাসনে ভূপতি দর্শন করি।

(মরিয়মের মৃতদেহ স্কন্ধে যশোদার প্রবেশ)

মিয়ান। ঐ কে আসছে!

(অন্তরালে গমন)

যশোদা। মা—মা, সুলতানের দেহ ল'য়ে আমার স্বামী মোগল সৈন্য ভেদ ক'রে রাজপুরে প্রবেশ ক'রেছিল, আমি সুলতানের মৃতদেহ তোমার নিকট নিয়ে এসেছি। মা! নন্দিনীর প্রতি চেয়ে দেখ। একি মা! তুমি যে অগ্রসর! ভেবেছিলুন তোমার চরণে সেলাম দিয়ে আমার কার্য্যের অবসর করবো। কিন্তু মা দেখছি, তুমি তনয়া-বৎসলা! তুমি আমায় একা যেতে দেবে না। মা! আর কার্য্যভার আমায় দিও না, তনয়া অশক্ত। তোমার মরিয়মকে তোমার নিকট নিয়ে এসেছি। আমার কার্য্য অবসান।

চাঁদ। কে—রে—যশোদা?

(বাহাদুরকে লইয়া মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। মা,—মা, রাজকুমারকে আমার করে অর্পণ করে, নেহাঙ খাঁ বীর শয্যায় শায়িত।

চাঁদ। বাবা! সিংহাসনে স্থাপিত কর। দাঁড়া যশোদা দাঁড়া—দেখ—দেখ—সিংহাসন শূন্য নয়।

যশোদা। না—মা—না পবিত্র সিংহাসন কখনই শূন্য থাকবে

না। তাহলে আমি ঈশ্বরের বিশ্বাস হারা হব এত বীর শোণিতপাত, আবাল বৃদ্ধ বনিতার উত্তম—এই উজ্জ্বল আমেদনগরের মহিমা যদি সমস্ত বিফল হয়, তাহলে সংসার দৈত্যের সৃষ্টি—ঈশ্বরের নয়। জয় রাজ্যেশ্বরের জয়।

বাহা। দিদিমা, দিদিমা!

চাঁদ। বাবা! তোমার দিদিমা নয়, তোমার প্রজা, তোমার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আক্ষেপ করো না, অনেক রাজ কার্য্য তোমার মস্তকে।

যশোদা। সরদার! আমার কার্য্য অবসান হয়েছে। তোমার নূতন কার্য্য, রাজসিংহাসনে বালক বাহাদুর—তুমি দেখো, আমায় রাজরাণী মরিয়মকে দেখতে বলেছিলে, আমি তাঁর সঙ্গে যাই।

মল্লজী। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা রমণী—তোমার জন্য আমি খেদ করবো না, তোমার কার্য্যে ঈশ্বর তৃপ্ত। মা! এখন বুঝেছি কেন তুমি ধরাশায়িনী। ঐ যে নিয়ানমঙ্গু লুক্কায়িত।

[প্রস্থান।

(আদিল ও মুরাদের প্রবেশ)

আদিল। বিজয়িনী মা! কোথায় আপনি? বাদশা আকবরের পুত্র আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করতে এসেছেন, দেখা দিন।

বাহা। সুলতান এই দেখুন—এই যে আপনার মা।

আদিল। এঁ্যা, একি। কে এ নিষ্ঠুর কাজ করলে?

মুরাদ। তাইতো একি নিদারুণ দৃশ্য দেখাতে আনলেন সুলতান!

আদিল। কি করলে মা! বিজয়ের অমৃতময় অবসানে, কে এ গরল ঢেলে দিলে মা, যদি এখনও মুখে বাক্য থাকে, শীঘ্র বল মা কোন পিশাচ এ কার্য্য করেছে?

চাঁদ। আমার বন্ধু।

(নিয়ানমঞ্জুকে লইয়া মল্লজীর প্রবেশ)

মল্লজী। এই নরাধম।

আদিল। মাতৃঘাতী শয়তান!—

চাঁদ। কিছু বলোনা—অনুরোধ রাখ—বন্ধু—বিধবার আর জীবনে প্রয়োজন কি সুলতান! কার্য্য শেষ আত্মহত্যা করতে পারিনি। বড় বিষাদ পিতৃকুল প্রায় নির্ম্মূল, মিত্র এসেছে, মৃত্যুতে শান্তি দিয়েছে ছেড়ে দাও—অনুরোধ—ছেড়ে দাও।

মুরাদ। আপনারা ছাড়লে আমি ছাড়বো কেন? পিঞ্জরে পুরে এই বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহীকে আগরার পশুশালায় রক্ষা করবো! বিজাপুর রাণী! বাদসার পুত্র মুরাদ আপনাকে সেলাম দিতে এসেছে।

চাঁদ। (বাহাদুরকে ধরিয়া) সম্রাট পুত্র! দরিদ্রা বিধবার এই উপঢৌকন গ্রহণ করুন। প্রীতির মিলনে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হোক।

মুরাদ। তাই হবে মা! এই বালককে নিয়ে আমেদনগরের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ করলুম বিজাপুর রাণী, আপনার এ দেবকার্য্য অসম্পূর্ণ থাকবে না। আসুন সুলতান মায়ের মৃত্যুতে মাতৃহারা সন্তানের মত আসুন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করি।

চাঁদ। বিদায়! ঈশ্বর তোর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। (মৃত্যু)

আদিল। গেলে তবে যাও মা! আর ডেকে বাধা দেব না। ধরণীর অত্যুজ্জ্বল জীবনের অবসানে দেবনন্দিনীদের মিলন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। তারা তোমার গলায় মালা দেবার জন্য দেবতটিনীতীরে আকুল নেত্রে তোমার শুভ সম্মিলন প্রতীক্ষা করছে। ধরায় তোমার অভাগ্য পুত্র! এক একবার অবকাশ মত স্মরণ করে দেখো মা!